সত্য প্রকাশ সিরিজ-১

তথাকথিত
আহলে হাদীসের
আসল রূপ

সংকলনে

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

লিসান্স - (হাদীস) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা শরীফ।

মুহাদ্দিস, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা , ঢাকা।

তত্ত্বাবধানে

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা.বা.)

মহাপরিচালক-ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা , ঢাকা

চেয়ারম্যান-কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা

চেয়ারম্যান-সেন্ট্রাল শরীয়া বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
লা-মাযহাবীদের গোড়ার কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাম পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলমানদের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের আক্রমণের স্বরূপ

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

পাক ভারতে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ফাটল সৃষ্টি করে ইংরেজ বেনিয়াদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন বিস্তারের লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন চক্রান্ত ও গভীর ষড়যন্ত্রে উপনীত হয়েছিল, এরই ফলশ্রুতিতে কাদিয়ানী, বেরলভী ও তথাকথিত আহলে হাদীস ইত্যাদি মতবাদের বহিঃপ্রকাশ।

আহলে হাদীস নামের দাবিদাররা প্রথমে "মুহাম্মাদী" ও "মুয়াহহিদী" নামে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু আহলে হক্ক বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জনগণ তাদেরকে লা-মাযহাবী, ওহহাবী ও গাইরে মুক্বাল্লিদ বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। বিধায়, এ মতবাদের অন্যতম মুখপাত্র মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ইংরেজ সরকারের বরাবরে দরখাস্ত করে তাদের নতুন মতবাদের ছদ্মনাম "আহলে হাদীস" বরাদ্দ করে। এ নামের ছদ্মাবরণে সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত করতঃ তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য অর্জনের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু বীর মুজাহিদ উলামায়ে দেওবন্দের সীমাহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। ফলে তাদের মদদপুষ্ট আহলে হাদীস ও অন্যান্য ফিরক্বাগুলো বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হতে থাকে। বর্তমানে যখন সমগ্র বিশ্বে ইয়াহুদী-নাসারাদের সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার হতে যাচ্ছে, এ সুযোগে তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলো পুনরায় মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করছে। বিশেষ করে তথাকথিত আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী মতবাদ আজ মারাত্মক কর্মকাণ্ড ও সর্বনাশা প্রোপাগাণ্ডা শুরু করেছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের অনুসারী মুসলমানদেরকে তারা ভ্রান্ত বলে দাবি করছে। এ দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরাম সম্বন্ধে কটুক্তি ও বিষোদগার করতেও তারা কুণ্ঠিত নয়। বিভিন্ন সংস্থার আড়ালে সেবার নামে, অর্থবলে

মাযহাব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। অবান্তর চ্যালেঞ্জ সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন, বই-পুস্তক ইত্যাদি বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এহেন বিপর্যয় মুহূর্তে তাদের গভীর ষড়যন্ত্রের ধূম্রজাল থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে, এদের ইতিবৃত্ত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের খিদমাতে পেশ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছি। " তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ" শীর্ষক পুস্তকটি এ ধারারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আশা করি তাদের ষড়যন্ত্রের রূপরেখা ও এর যথাযথ প্রতি উত্তর সম্বলিত প্রবন্ধ, বই-পুস্তক ইত্যাদির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রবন্ধটিকে মুসলমানদের ইহকালের হিদায়াত ও পরকালের নাজাতের উছিলা হিসেবে কবুল করুন।

আমীন!!

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা.বা.)
মহাপরিচালক-ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

আমার দু'টি কথা

بسم الله الرحمٰن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىٰ أشرف الانبياء والمرسلين وعلىٰ آلہ وصحبہ أجمعين

প্রায় দু'শত বছর ইংরেজদের গোলামীতে আবদ্ধ ছিল ভারত উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমান। এ দেশের মুসলিম কৃষ্টি-কালচার ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করে তাদের শাসন-শোষণ স্থায়ী করার হীন প্রচেষ্টায় ইংরেজ বেনিয়ারা বহুমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কেবল ১৮৫৭ ইংরেজীর আযাদী আন্দোলনে তারা ৫৫ হাজার মুসলমানকে শহীদ করে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত ৩ বছরে হিংস্র হানাদাররা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে শহীদ করে ১৪ হাজার আলেমকে। আগুনে পুড়িয়ে ও গুলি করে শহীদ করে অসংখ্য আলেম-উলামা ও নিরীহ মুসলমানদেরকে। ইজ্জত হরণ ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয় অসংখ্য মুসলিম মা-বোন। কারাবরণ করেন হাজার হাজার মুসলমান। কেবল দিল্লী শহরেই তারা জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে প্রায় দশ হাজার মাদরাসা। বৃটিশ সরকারের এহেন পাশবিক নির্যাতন, বহুমুখী আগ্রাসন ও অশুভ কালো থাবা থেকে এ দেশকে রক্ষা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন উলামায়ে দেওবন্দ। তাদের সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে একদিন ইংরেজ বেনিয়ারা এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। উলামায়ে দেওবন্দের এ ইংরেজখেদাও আন্দোলনকে বেগতিক করার জন্যে, তথা মুসলমানদেরকে পরস্পর দ্বিধাবিভক্ত করে, আন্দোলনবিমুখ করার চক্রান্ত হিসেবে তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র অবলম্বন করে। এ ষড়ন্ত্রেরই ফলশ্রুতিতে কাদিয়ানী, বেরলভী ও তথাকথিত আহলে হাদীস মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইংরেজের মদদপুষ্ট এ সমস্ত মতবাদের অনুসারীরা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন অবৈধ বলে ঘোষণা দেয় এবং তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের দাসত্ব স্বীকার করে। সাথে সাথে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অপপ্রচারে লিপ্ত হয় এবং কুরআন হাদীস ও মুসলমানদের মূল আক্বীদা-বিশ্বাসে বিভ্রান্তিকর,

অমূলক, ভ্রান্ত ও আপত্তিকর মতবাদ ছড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দ সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে রক্তের বিনিময়ে জানবাজি রেখে ইসলামী ঐতিহ্য ও মুসলমানদেরকে হিংস্র হানাদারদের অশুভ কালো থাবা থেকে রক্ষা করেন এবং সাথে সাথে ইংরেজদের চক্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এ সমস্ত চক্রান্তেরও যথাযথ মোকাবিলা করে মুসলমানদের নিকট তাদের আসল রূপ তুলে ধরে এদেরকে সমাধিস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে ইয়াহুদী-নাসারাদের আধিপত্য পুনরায় বিস্তার হতে চলছে। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে তারা মুসলমানদের রক্তের বন্যা বয়ে দিচ্ছে। দুনিয়ার প্রতিটি জনপদে মুসলমানদের উপর তারা পৈশাচিক নির্যাতনের তাণ্ডবলীলা শুরু করেছে। নির্যাতিত নারী-শিশু ও মা-বোনদের গগন-বিদারী আর্তনাদে আজ প্রকম্পিত হচ্ছে আকাশ-বাতাস। বিজাতিরা আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয়, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন তথা সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার করে চলছে। এগিয়ে যাচ্ছে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিরই রূপ রেখা নিয়ে। এ সুযোগে ইংরেজ বেনিয়াদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলো পুনরায় মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। অথচ এহেন বিপর্যয় মূহুর্তে প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য ফরয ছিল ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিতভাবে বিজাতিদের সমস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান রূপের একটি মহল বিজাতিদের ফাঁদে পড়ে খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার অশুভ চক্রান্তে পুনরায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এ দেশের সমস্ত মানুষ কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামায রোযা পালন করে আসছে, এমনকি তামাম বিশ্বের মুসলমানই কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে। এ নিয়ে মসজিদে মসজিদে রাস্তাঘাটে কখনো ফাতওয়াবাজি ও ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। কিন্তু ইদানীং আহলে হাদীস বা সালাফী নামের কিছু লোক মসজিদে মসজিদে, রাস্তাঘাটে ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে "মাযহাব মানা হারাম"(!) এদেশের মানুষের নামায হয় না, রোযা হয় না, তারাবীহ হয় না, ইত্যাদি-ইত্যাদি বাজে প্রলাপের মাধ্যমে সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত

করতঃ বিজাতীয় হানাদারদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথ সুগমের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এ পরিসরে তারা অবান্তর চ্যালেঞ্জ সম্বলিত বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন ধরণের বই-পুস্তক এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদেরকে একমাত্র হক্বপন্থী এবং তারা ছাড়া সবাইকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলে দাবি করে যাচ্ছে। এ মর্মে কয়েকটি বাস্তব তথ্য নিম্নে পেশ করছি-

প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী আলিম মাও. আবু শাকুর, তার স্বরচিত গ্রন্থ "সিয়াহাতুল জানানে" লিখেন- "হক্ব মাযহাব কেবল আহলে হাদীস, এ ছাড়া সবাই মিথ্যুক ও জাহান্নামী............"(পৃ. ৪) তিনি এ বইয়ের ৫ম পৃষ্ঠায় আরও লিখেন- " হানাফীদের উভয় দল তথা দেওবন্দী ও বেরলভী সবাই নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট।"

লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা মাও. নুর মুহাম্মাদ তার স্বরচিত গ্রন্থ "ইছবাতে আমীন বিল জাহর" এর ২০নং পৃষ্ঠায় লিখেন- "হানাফী ও ইয়াহুদীদের মধ্যে ১০টি বিষয়ে মিল রয়েছে। অনুরূপভাবে তীব্র সমালোচিত কিতাব "আদ-দেওবন্দীয়া "ও জামাআ'তে তাবলীগের" লিখক "তালিবুর রহমান" এবং "জুহুদুল উলামাইল হানাফিয়ার" লিখক "শামছুদ্দীন আফগানী" উলামায়ে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় সবাইকে কাফির, মুশরিক, বিদয়াতী, কবরপূজারী ইত্যাদি অকথ্য ভাষায় নানান অপবাদের তুফান চালিয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে একটি বাংলা বই হাতে আসে, এর লিখক সুজাউল হক (নব মুসলিম) এবং বইয়ের নাম " আমি কেন মুসলিম হলাম" বইয়ের শিরোনাম দেখে মনে হয়েছিল যে, লেখক হয়ত হিন্দু অথবা ইয়াহুদী-খৃস্টান বা অন্য কোন ধর্ম থেকে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু বই পড়ে বুঝা গেল যে, তিনি হানাফী মাযহাবের ছিলেন, বিজাতিদের পেট্রো-ডলার পেয়ে বর্তমানে " আহলে হাদীস মাযহাব" বা গাইরে মুক্বাল্লিদ মতবাদ অবলম্বন করেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় শুধু বিরোধিতার জন্যেই তারা বিরোধিতায় নেমেছে। তাই আমরা যদি বলি, পাখি আকাশে উড়ে, তারা বলবে না, পাখি সাগরে থাকে। যদি আমরা বলি মাছ সাগরে থাকে, তারা বলবে, না, মাছ আকাশে উড়ে।

সাম্প্রতিককালে তারা এ সমস্ত প্রোপাগাণ্ডা ও অবান্তর চ্যালেঞ্জ বিবৃতি বিভিন্ন সভা-সমিতিতেও উপস্থাপনের অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ইং জামালপুর শহরে আয়োজিত এক

সভায় জনৈক কথিত আহলে হাদীস মৌ. আ. সাত্তার ত্রিশালী , তার মুখস্থ মনগড়া চ্যালেঞ্জ ও বিভ্রান্তিকর-ভিত্তিহীন বক্তব্য আরম্ভ করলে, জামালুল উলুম পাথালিয়া, জামালপুর মাদরাসার মুহতামিম, বাতিলের আতঙ্ক, সত্যের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর মাও. মেরাজুর রহমান সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে সভাস্থলেই তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং তার লাগামহীন , ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর চক্রান্তমূলক বক্তৃতার প্রতিবাদ করেন। এক পর্যায়ে সেখানকার উলামায়ে কিরাম ও আপামর তাওহীদী জনতার কাছে আহলে হাদীসের দাবিদাররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ২৪শে মার্চ ২০০৪ ইং সকাল ১০ ঘটিকায় বিতর্কে বসার অঙ্গীকার করে রেহাই পায়। সাধারণ মুসলামানগণ মনে করেছিলেন, ঐ বিতর্কে এ সমস্যার একটা চূড়ান্ত সমাধান হতে পারে। এ পরিসরে মুহতারাম মেরাজ সাহেব ও ইত্তেফাকুল উলামা জামালপুরের সাধারণ সম্পাদক মাও. আবুল কাসেম সাহেবের তত্ত্বাবধানে হানাফী উলামায়ে কিরাম বিতর্কে বসার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আমি অধমও এতে যোগদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম এবং গিয়ে ছিলাম। কিন্তু আহলে হাদীস নামের ধ্বজাধারীরা ছলচাতুরী করে প্রশাসনের আশ্রয় নিয়ে সেখানে নিষেধাজ্ঞা জারী করতঃ জনগণকে বিভ্রান্ত করার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু হানাফী উলামায়ে কিরাম বর্তমানে সেখানে খুবই সোচ্চার ও নবপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কথিত আহলে হাদীসের বিরুদ্ধে আহলে হক্বের অভিযান অব্যাহত রেখেছেন।

এভাবে ভোলার সরলমনা জনসাধারণের মধ্যে লা-মাযহাবী নামের বিষাক্ত মতবাদ ছড়ানোর লক্ষ্যে বিগত কিছুদিন পূর্বে তারা একটি জনসভা করে। এতে তারা প্রথাগতভাবে বিভিন্ন প্রকার অবান্তর চ্যালেঞ্জ, ভিত্তিহীন বক্তৃতা-বিবৃতি এবং উলামায়ে দেওবন্দ তথা আহলে হক্ব হানাফী উলামাগণকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধা বিভক্ত করার হীন প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু সাথে সাথে ভোলার সচেতন আহলে হক্ব উলামায়ে কিরাম জাগ্রত হয়ে এদের গভীর ষড়যন্ত্রের যথাযথ মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সময়োচিত দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে আরম্ভ করেন। এ পরিসরে আহলে হাদীস নামের দাবিদারদের উৎপত্তির রহস্য এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আসল রূপ হক্বপিপাসু জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ১৫ই এপ্রিল ২০০৪ইং সমগ্র ভোলার আহলে হক্ব উলামায়ে কেরামের আহবানে ভোলা সদরে বিরাট প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এতে আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম এবং যথাসময়ে গিয়েছিলাম। এ প্রতিবাদ সভার স্মারক হিসেবে লা-মাযহাবীদের অশুভ

তৎপরতা ও বিভ্রান্তির ধূম্রজাল থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে অতিসংক্ষেপে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ইতিবৃত্ত বিষয়ক একটি প্রবন্ধ উক্ত ১৫ তারিখের পূর্বেই প্রকাশের জন্য ভোলা দৌলতখান মাদরাসার প্রখ্যাত শাইখুল হাদীস ও মুহতামিম বীর মুজাহিদ মাও. ফয়জুল্লাহ সাহেব বিশেষভাবে আমাকে পরামর্শ দেন। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় আলেম, বিশিষ্ট ইসলামী আইন ও হাদীস বিশারদ ওলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম মুখপাত্র, ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দা.বা.) এতে সদয় সম্মতি প্রদান করেন। এ মর্মে তাৎক্ষণিকভাবে "তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ "শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আপনাদের খিদমতে পেশ করার অনুপ্রেরণা জাগে।

বস্তুত আমি এসব বিষয়ে কোনো কিছু লিখার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব থেকে মোটেই অনুভব করিনি। এ ধরনের বিষয়ে আমি কলম ধরার পক্ষেও না। কেননা এসব ইলমী ও গবেষণাপূর্ণ পর্যালোচনা তো ছিল আলেমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়। আহলে হাদীস ভাইয়েরা যদি বিষয়টি জনগণের মধ্যে ছড়াছড়ি না করে উলামায়ে কিরামের সঙ্গে বসে সমাধানের চেষ্টা করতেন তাহলে কতই না ভলো হতো! এছাড়া মহানবী (সা.) তো মুনাফিকদের বিপক্ষেও প্রকাশ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি- যাতে করে জনগণ বিব্রত না হয়, তারা যেন ভুল না বুঝে, জনগণের মনে যেন সংশয় সৃষ্টি না হয় যে, মুসলমানগণ নিজেরাই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। যুগ যুগ ধরে এধরনের বিভিন্ন বিষয়ে উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে মতবিনিময় চলেই আসছে। চলছে দরসেগাহে, ইলামী কিতাবপত্রে, উলামায়ে কিরামের গণ্ডিতে। কিন্তু উপরোল্লিখিত পরিস্থিতি বা নতুন করে গজিয়ে উঠা কিছু লোকের কর্মকাণ্ডই আমাদেরকে এ বিষয়ে লিখতে বাধ্য করেছে।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের মেহনত কবুল করুন এবং এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা হেফাযতের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন!

রফিকুল ইসলাম
এপ্রিল - ২০০৪

১৯তম সংস্করণ প্রসংগে আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল হামদুলিল্লাহ!

"তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ" নামক পুস্তিকাটি সত্য প্রকাশের গ্রন্থনা জগতে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ পুস্তিকাটি প্রথমে এপ্রিল ২০০৪ইং এবং এযাবৎ বিভিন্ন সময়ে কয়েক বার প্রকাশিত হয়। বিগত সংস্করণের কপিগুলো অতিদ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য সম্মানিত সুধীমণ্ডলীর নিকট থেকে বারংবার তাগিদ আসতে থাকে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নব-উদ্ভাবিত তথাকথিত আহলে হাদীস মতবাদের বিভ্রান্তিকর ধুম্রজাল থেকে পরিত্রাণের সহায়ক হিসেবে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক মহলে এ পুস্তিকাটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাই, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে ফোন আর বাহক মাধ্যমে এ পুস্তিকাটির চাহিদা ব্যক্ত করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সর্বমহলের অনুপ্রেরণায় শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এ পুস্তিকাটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার কাজে হাত দিয়েছি।

শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীয়ান ও সম্মানিত বন্ধুমহলের পরামর্শানুযায়ী পুস্তিকাটির তৃতীয় সংস্করণে "তৃতীয় অধ্যায়" সংযোজন করে এর কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এতে ছিল- "মুসলমানদের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের আক্রমণের স্বরূপ" শিরোনামে একটি প্রামাণ্য আলোচনা। বর্তমান সংস্করণেও কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতঃ পুস্তিকাটিকে সর্বাঙ্গীণ নতুন আঙ্গিকে রূপায়ণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যবহুল রচনা হিসেবে আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। এ প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তি সংস্করণের ভুল-ত্রুটিগুলো বর্তমান সংস্করণে সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছি। তবুও সহৃদয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিতে কোন ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা অবগত করার অনুরোধ রাখছি। সম্মানিত পাঠক মহল থেকে কোন সংশোধনী বা পরামর্শ পেলে পুস্তকটির পরবর্তী সংস্করণে তা সমন্বয়ের প্রয়াস নেবো, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনত কবুল করুন। আমাদের সবাইকে হক্ব বুঝার ও হক্ব পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ইহকাল ও পরকালের নাজাতের ওছীলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন।

রফিকুল ইসলাম

নভেম্বর ২০১২

প্রথম অধ্যায়
লা-মাযহাবীদের গোড়ার কথা

ভারতবর্ষে লা-মাযহাবীদের উৎপত্তি

তথাকথিত "আহলে হাদীস" চলমান শতাব্দীর অত্যন্ত চরপন্থী ও উগ্রবাদী একটি মতবাদের ছদ্মনাম। মনগড়া একটি মতবাদ প্রচার তাদের লক্ষ্য, অমূলক ও অবান্তর কথা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত ও বিব্রত করা তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা মাযহাব অবলম্বীদেরকে "নবোদ্ভাসিত" বা তাক্বলীদ নামক বিদয়া'তে লিপ্ত বলে অপবাদ দিয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তাদের ন্যায় এমন অনেক দলই রয়েছে, যারা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আর যারা নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তারা অন্যদের সমালোচনা কীভাবে করতে পারে? তা আমার কেন, কারও বুঝে আসার কথা নয়। তাই পুস্তিকার সূচনালগ্নে আহলে হাদীস দাবিদার ভাইদেরকে তাদের জন্মকাল এবং উৎপত্তিস্থল স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যাতে করে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মাযহাব মানা বিদয়া'ত নাকি মাযহাব বিমুখী হওয়া বিদয়া'ত।

প্রসিদ্ধ লা-মাযহাবী আলিম "নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খান" তাঁর রচিত "তরজমানে ওহহাবিয়্যাহ"[১] নামক গ্রন্থে লিখেন-

خلاصۂ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا۔۔۔اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں اور اسی مذہب کے عالم فاضل قاضی اور مفتی حاکم ہوتے رہے ہیں

"হিন্দুস্তানের মুসলমানদের অবস্থান হল, এ দেশে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সবাই হানাফী মাযহাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আলিম, ফাজিল, ক্বাজী, মুফতী বিচারক এ সব সুমহান দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গ এ মাযহাব থেকেই হয়ে আসছে।"

---

[১] । তরজমানে ওহহাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা নং - ১০

“মুযাহেরে হক্ব” কিতাবের স্বনামধন্য লেখক মাওলানা “কুতুব উদ্দীন” তাঁর “তুহফাতুল আরব ওয়াল আজম” গ্রন্থে লা-মাযহাবীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

“সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ, মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা আব্দুল হাই (রহ.) পাঞ্জাবে আগমন করার পরপরই কতিপয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীর সমন্বয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের তাক্বলীদ অস্বীকারকারী নতুন ফিরক্বাটির সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। যারা হযরত সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর মুজাহিদ বাহিনীর বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্য ছিল, এদের মুখপাত্র ছিল মৌলভী আব্দুল হক্ব বেনারসী (মৃত-১২৭৫হি.) । তার এ ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) ১২৪৬ হিজরীতে তাকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বহিষ্কার করেন। তখনই গোটা ভারতবর্ষের সকল ধর্মপ্রাণ জনগণ, বিশেষ করে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) এর খলীফা ও মুরীদগণ হারামাইন শরীফাইনের তদানীন্তন উলামায়ে কিরাম ও মুফতীগণের নিকট এ ব্যাপারে ফাতওয়া তলব করেন। ফলে সেখানকার তৎকালীন সম্মানিত মুফতীগণ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে মৌ. আব্দুল হক্ব ও তার অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ফিরক্বা বলে অভিহিত করেন এবং মৌ. আব্দুল হক্বকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন।[২] মৌ. আব্দুল হক্ব বেনারস পলায়ন করতঃ কোনভাবে আত্মরক্ষা পায়। সেখানে গিয়ে তার নবাবিষ্কৃত দলের প্রধান হয়ে সরলমনা জনসাধারণের মধ্যে তার বিষাক্ত মতবাদ ছড়াতে থাকে।[৩]

উপরোক্ত বিবরণ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মৌ. আব্দুল হক্ব বেনারসী কর্তৃক ১২৪৬ হিজরীতে ভারতবর্ষে লা-মাযহাবী বা আহলে

---

[২] । এ ফাতওয়া ১২৫৪ হিজরীতে তাম্বীহুদ্দাল্লীন (تنبيه الضالين) নামে প্রকাশ করা হয়, এখনো দেশের বিশিষ্ট লাইব্রেরীতে এর কপি সংরক্ষিত রয়েছে।

[৩] । তুহফাতুল আরব ওয়াল আজম , পৃ. ১৬ খ.২, আন-নাজাতুল কামেলা, পৃ.২১৪, তাম্বীহুদ্দাল্লীন, পৃ.৩১ তাইফায়ে মানসূরা-১০০ ইংরেজ আওর আহলে হাদীস- ১৭

হাদীস নামক নতুন মতবাদটির সূত্রপাত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা "ওহহাবী" হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের "মুহাম্মাদী" বলে প্রচার করতো। পরবর্তীতে 'ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম' এ মর্মে ফাতওয়া দিয়ে ইংরেজের দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ সুযোগে তারা সরকারী কাগজ-পত্র থেকে "ওহহাবী" নাম রহিত করে "আহলে হাদীস" নাম বরাদ্দ করতে সক্ষম হয়।[৪] কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নবোদ্ভাসিত এ দলটিই আজ নিজেদের ব্যতীত অন্যান্য সবাইকে নবোদ্ভাসিত বা বিদয়া'তী বলে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। যা হাস্যকর তো বটেই , চরম পরিতাপের বিষয় হিসেবেও বিবেচিত।

লা-মাযহাবী আলিম মৌলভী মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী (মৃত.১৩৩৮ হিজরী) তার নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে যেয়ে লিখেন-

"সম্প্রতি হিন্দুস্তানে এমন একটি অপরিচিত মাযহাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার সম্বন্ধে জনসাধারণ মোটেই অবগত নয়। অতীতে এ মতাদর্শের কোন লোক কোথাও ছিল কিনা তা সন্দেহজনক। উপরন্তু তাদের নামইতো মাত্র ইদানীং শুনা যাচ্ছে। তারা নিজেদেরকে "মুহাম্মাদী" বলে দাবি করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাদেরকে "গাইরে মুকাল্লিদ" বা "ওহহাবী" অথবা "লা-মাযহাবী" বলে আখ্যায়িত করে থাকে।" [৫]

এ জ্বলন্ত সত্যকে যে বা যারা অস্বীকার করবে তার বা তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ থাকবে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতবর্ষে বা তামাম পৃথিবীর কোথাও নিজেকে "মুহাম্মাদী" "সালাফী" ইত্যাদি দাবি করেছে (?) অথবা নামের সঙ্গে বিশেষণ হিসেবে এ সকল শব্দ সংযুক্ত করেছে অথবা সমগ্র বিশ্বে কোথাও "আল-জামিউস সালাফী", "মসজিদু আহলিল হাদীস", "মাদরাসাতু আহলিল হাদীস", "আল-মাদরাসাতুস সালাফীয়া", "আল-জামিয়াতুস সালাফীয়া" ইত্যাদি নামে কোন মসজিদ-মাদরাসা-জামিয়া ছিল(?) এ মর্মে কোন ধরনের প্রমাণ পেশ করার

---

[৪] । বিস্তারিত তথ্যাবলী অবিলম্বেই পেশ করা হবে , ইনশাআল্লাহ।

[৫] । আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ, পৃ.১৩, উল্লেখ্য , এ বইটি তাদের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

যোগ্যতা থাকলে জনতার মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর এ চ্যালেঞ্জ ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল লা-মাযহাবী ভাইদের প্রতিই বহাল থাকবে। অবশ্যই এ চ্যালেঞ্জ, দলীল প্রমাণের মাধ্যমে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ, যে চ্যালেঞ্জের নযীর রয়েছে আল-কোরআনে। তাই এ চ্যালেঞ্জ টাকার চ্যালেঞ্জ নয়, কারণ টাকার চ্যালেঞ্জ তো তারাই করতে পারে যারা বিধর্মীদের দালালী করে কালো টাকার পাহাড় গড়ে নিয়েছে অথবা পেট্টো-ডলার অধিপতিদের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। আর এ টাকার বলেই আজে-বাজে ভ্রান্ত মতবাদের উপর চ্যালেঞ্জ করে বিভিন্ন ধরনের কাগজ/বই বিনামূল্যে বিতরণ করে সরলমনা জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার অপপ্রয়াস এখনও অব্যাহত রেখেছে।

আলোচনার সমর্থনে বর্তমান আরবের অবস্থাটাও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যায়। সাম্প্রতিককালে আরব বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লা মাযহাবীদের উগ্র তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৭ খৃস্টাব্দের কথা। মদীনা ইউনিভার্সিটির জনৈক উস্তাদ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলছিলেন, আমাদের বাপ দাদা কোনোদিন এসব দেখেননি। শৈশবে আমাদের নজরে আসেনি, দেখতে পাইনি যৌবনকালেও এই লা-মাযহাবী মতবাদ। বর্তমানে শেষ যামানায় বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কিছু যুবক শ্রেণীর মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষ্য করছি। শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী (মৃত. ১৯৯৯ইং) ও রবি আল-মাদখালীর ভক্তবৃন্দ কতিপয় আবেগ প্রবণ যুবক এই মতবাদ নিয়ে গজিয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এদের অশ্লীল আচরণ, উগ্রতা ও বাড়াবড়ির স্বরূপ তুলে ধরেছেন আরব বিশ্বের অসংখ্য লিখকগণ। তন্মধ্যে বিশিষ্ট গবেষক, হাদীস বিশারদ ডক্টর মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আলবুয়াতী লিখেন-

فقد عاش المسلمون قديما والى الآن، وهم يعلمون بكل بداهة ووضوح، ان الناس ينقسمون الى مجتهدين ومقلدين، وان على المقلد ان يتبع احد المجهدين --- الى ان ظهرت فئة فى عصرنا هذا، فاجات الناس بشرع غريب جديد --- (مقدمہ 23)

মুসলমানগণ পূর্বকাল থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সুস্পষ্টভাবে জেনে আসছেন যে, মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। কিছু হলো মুজতাহিদ আর অন্যরা তাদের মুকাল্লিদ বা অনুসারী। মুকাল্লিদদের উপর

মুজতাহিদগণের অনুসরণ একান্তই অপরিহার্য। এ অবস্থায় হঠাৎ করে বর্তমানে আমাদের যুগে একটি দল নতুন করে বিকাশ পেয়েছে। তারা জনগণের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ধরনের নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে। (বইয়ের ভূমিকা পৃ.২৩)

লেখক তাঁর রচিত-

اللامذهبية أخطر بدعة تُهدِّدُ الشريعة الاسلامية

("লা মাযহাবী মতবাদ মারাত্মক বিপদজনক বিদআতী দল ইসলামী শরীয়তের জন্য ভয়ংকর হুমকি") নামক বইয়ে লামাযহাবীদের উৎপত্তির সূচনা, কারণ, তাদের বিপদসঙ্কুল কর্মকাণ্ড এবং শরীয়তের ক্ষেত্রে এদের হুমকীর স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বইয়ের শিরোনামটিই তাদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিচ্ছে। তবুও ১৪৪পৃষ্ঠার উক্ত বইটি পূর্ণ পড়ে তাদের উৎপত্তির রহস্য ও এদের স্বরূপ সন্ধানে সচেতন হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মুআসসাসাতুর রিসালা বৈরুত, পো. বক্স নং ৭৪৬০ থেকে ১৯৮৪ খৃস্টাব্দে বইটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত। এছাড়া আমার নিকট থেকে আগ্রহীগণ এর ফটোকপি সংগ্রহ করতে পারবেন। এভাবে মদীনা শরীফের প্রখ্যাত আলিম মসজিদে নববীর সুদীর্ঘকালের বরেণ্য উস্তাদ আল্লামা আতিয়্যা মুহাম্মদ সালিম প্রণীত التراويح اكثر من الف عام (এক হাজার বছরে তারাবীর ইতিহাস) নামক বইয়ের অন্তত ভূমিকাটি একবার পড়ার অনুরোধ করেই এ পর্বের ইতি টানছি।

লা-মাযহাবীদের উৎপত্তির মূল রহস্য

হক্ব ও বাতিলের লীলাক্ষেত্র এ পৃথিবী। যেখানেই হক্ব সেখানেই বাতিল। তবে হক্বের মোকাবিলায় বাতিলের বিকাশ সর্বদাই রহস্যজনক হয়ে থাকে, যা হয়ত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উৎস অথবা জীবিকা নির্বাহের সহজ উপায়, কিংবা সরকারের গোলামী ইত্যাদি কোন না কোন কারণ এর অন্তরালে নিহিত থাকেই। " আহলে হাদীস" বা "সালাফী" নামের এ নতুন মতবাদের উৎপত্তির রহস্যও এর ব্যতিক্রম নয়। এ মর্মে তাদের দলেরই অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খানের

কয়েকটি উক্তি আমাদের বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে, যেমন তার রচিত গ্রন্থ " তরজমানে ওহহাবিয়্যায়"[৬] তিনি লিখেন-

یہ آزادگی ہماری مذہب جدیدہ سے عین مراد قانون انگلشیہ ہے" نیز فرماتے ہیں فرماں

رواں بھوپال کو ہمیشہ آزادگی مذہب میں کوشش رہی جو خاص منشا گورنمنٹ انڈیا کا ہے"

"আমাদের নতুন মাযহাবে আযাদী (অর্থাৎ তাক্বলীদ না করা) বৃটিশ সরকারী আইনেরই চাহিদা মোতাবেক।"

আহলে হাদীস দলের একাংশের নাম "গুরাবা আহলে হাদীস" এ অংশের নেতা মুহাম্মাদ মুবারকের উক্তি হল, "গুরাবা আহলে হাদীসের ভিত্তি হযরতে মুহাদ্দিসীনদের সঙ্গে মতানৈক্য করার জন্যেই রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় বরং সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে ইংরেজদের খুশী করাই ছিল এর বিশেষ উদ্দেশ্য।[৭]

ভারতবর্ষে লা-মাযহাবীদের প্রধান মুখপাত্র মিঞা নযীর হুসাইনের অন্যতম শিষ্য অকীলে আহলে হাদীস মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী লিখেন-

" اس گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ وفادار، رعایا، برٹش گورنمنٹ ہونے پر ایک بڑی

روشن اور قوی دلیل ہے کہ یہ لوگ برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے

زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں"

"ঐ আহলে হাদীস দল বৃটিশ সরকারের কল্যাণ প্রত্যাশী, চুক্তি রক্ষাকারী ও অনুগত হওয়ার অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ প্রমান হল ঃ তারা বৃটিশ সরকারের অধীনে থাকা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকার চেয়ে উত্তম মনে করে।"[৮]

উল্লেখিত মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বিপক্ষে "আল-ইক্বতিছাদ -ফী মাসাইলিল জিহাদ" নামক গ্রন্থ রচনা করে। যাতে তিনি জিহাদ "মানছুখ" বা রহিত বলে ঘোষণা

---

[৬]। পৃ.২/৩

[৭]। উলামায়ে আহনাফ আওর তাহরীকে মুজাহিদীন , পৃ. ৪৮

[৮]। আল-হায়াত বা'দাল মামাত, পৃ.৯৩

করেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি ইংরেজের বিশ্বস্ত ও ভাড়াটে গোলামে গণ্য হয়। আর লাভ করে টাকা-পয়সার বিরাট অংক।[৯] তাইতো তারই বিশিষ্ট শিষ্য মৌলভী তালতাফ হুসাইন লিখেন-

"انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کیلئے خدا کی رحمت ہے"

"হিন্দুস্তানে ইংরেজ গভর্নমেন্ট আমরা মুসলমানদের জন্য খোদার রহমত।"[১০]

সম্মানিত পাঠক সমাজ! ইংরেজ আমলে ইসলাম ও মুসলমানদের দুরবস্থার করুণ কাহিনী বলার অপেক্ষা রাখে না, যে দিন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এদেশের হাজার হাজার আলিম-উলামা ও মহামনীষীদের ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল, আর দ্বীপান্তরের কঠিন বন্দিশালায় নিক্ষেপ করেছিল লক্ষ লক্ষ তৌহীদী জনতাকে। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল ইজ্জতহারা মা-বোনদের গগন-বিদারী আর্তনাদে। জ্বালিয়ে দিয়েছিল হাজার হাজার মসজিদ-মাদরাসা, আর ভষ্মীভূত করেছিল লক্ষ কোটি কুরআন-কিতাব । তখনই হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) কর্তৃক দীপ্তকণ্ঠে ঘোষিত হল জিহাদের ফাতওয়া, এ ফাতওয়ার বলে উলামায়ে কিরাম ও সমগ্র তৌহীদী জনতা ঝাপিয়ে পড়েন আযাদী আন্দোলনের জিহাদে। শহীদ হন হাজার হাজার বীর মুজাহিদ। আর ঠিক এমনি এক করুণ মুহুর্তে " আহলে হাদীস" দাবিদার দলটি সেই ইংরেজ সরকারকে "খোদার রহমত" বলে আখ্যায়িত করে, আর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম বলে ফাতওয়া দিয়ে হালুয়া-রুটির সুব্যবস্থা করে। তারা কী চায়? কী তাদের উদ্দেশ্য? কোথায় তাদের গন্তব্য?

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে মুসলমানদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ তাদের আধিপত্য মজবুত ও বিস্তার করার মানসে যে সমস্ত হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, এরই ফলশ্রুতিতে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কাদিয়ানী, বেরলভী ও তথাকথিত আহলে হাদীস নামক নতুন মতবাদ

---

[৯]। হিন্দুস্তান কী পহলী ইসলামী তাহরীক, পৃ.২১২, আহলে হাদীস আওর ইংরেজ পৃ.৮৭
[১০] । আল-হায়াত বা'দাল মামাত , পৃ.৯৩

সমূহের। সুতরাং আজকের “আহলে হাদীস” তথা “লা-মাযহাবী” দল সে দিনের ঐ বৃটিশ জালিম তল্পীবাহকদেরই উত্তরাধিকারী ও দোসর।

ভারতবর্ষে লা-মাযহাবীদের প্রথম প্রবক্তা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীস নামক নতুন দলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মৌলভী আব্দুল হক্ব ইবনে ফজলুল্লাহ (মৃত. ১২৭৬ হিজরী) । যিনি তার নতুন মিশনের আস্তানা বেনারসে ক্বায়েম করেন। তার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে আহলে হাদীস মতবাদের সেই প্রথম মিশন জামিয়া সালাফিয়া বেনারস আজো সেখানে অবস্থিত আছে।

তবে নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খান ও মৌলভী মুহাম্মদ শাহজাহানপুরী প্রমুখের ভাষ্যমতে এ দলটিকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন এবং সংঘবদ্ধ ও আত্মনিবেদিত মিশন হিসেবে রূপ দেন “শাইখুল কুল ফিল কুল” বা ’একচ্ছত্র মহান ব্যক্তিত্ব’ মাওলানা সাইয়্যেদ নযীর হুসাইন দেহলভী”[*]। তিনি তার রচনা-বক্তৃতা ও অক্লান্ত মেহনতের মাধ্যমে নবজন্মা লা-মাযহাবী তথা আহলে হাদীস নামক মিশনটিকে জনসাধারণের মাঝে পরিচিত করে তুলেন।[১১]

---

[*] বি.দ্র. মাও.নযীর হুসাইনকে অনেকেই হযরত মাও. শাহ ইসহাক হানাফী (রহ.) এর অসংখ্য শিষ্যের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করে থাকেন। তবে শাহ সাহেবের অন্যতম শিষ্য ক্বারী আব্দুর রহমান তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, শাহ সাহেবের নিকটে সে কিছুই পড়েনি। মাত্র লোক দেখানো ও জনসমর্থন আদায়ের জন্য এবং সরলমনা জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার লক্ষ্যে তাঁর কাছে দু’ এক কথা জিজ্ঞাসা করতো। হযরত শাহ সাহেব তো হানাফী, মুত্তাকী ছিলেন আর নজীর হুসাইন ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দুশমন-গাইরে মুক্বাল্লিদ, শাহ সাহেবের নাম বিক্রি করে তিনি দ্বীন-ধর্ম ধ্বংস করতেন। দ্রঃ রাসাইলে আহলে হাদীস পৃ.৩০, কাশফুল হিজাব , পৃ. ১৩।

[১১]। আল-ইরশাদ-ইলা সাবীলির রাশাদ, পৃঃ ১৩ আল-কালামুল মুফিদ, পৃ. ১৪৩

ভারতবর্ষের লা-মাযহাবী ও পৃথিবীর অন্যান্য লা-মাযহাবীদের মধ্যে যোগসূত্র

তৃতীয় শতাব্দীর শুরু লগ্নে ২০২ হিজরীতে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দাউদে যাহেরীর (রহ.) জন্ম। তিনি শরীয়তের সকল পর্যায়ে কিয়াস বর্জন করে কেবল কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক বা যাহেরী অর্থের ভিত্তিতে চলার মতবাদ রচনা করেন। তাঁর মতে ক্বিয়াস শরীয়তের কোন দলীল হতে পারে না। যদিও এ ক্বিয়াস কুরআন-হাদীসের আলোকেই হোক না কেন ! এ জন্যই তাকে দাউদে যাহেরী বা বাহ্যিক বিষয়ের অনুসারী এবং তাঁর অনুসারীদেরকে 'যাহেরিয়া' বলা হয়।[১২]

চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ৩৮৪ হিজরীতে আল্লামা ইবনে হাযাম যাহেরীর (রহ.) জন্ম হয়। তিনি প্রথমে ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। পরবর্তীতে তিনি দাউদে যাহেরীর মাযহাব অবলম্বন করেন এবং এক পর্যায়ে সকল মাযহাব ত্যাগ করে তাক্বলীদকে হারাম বলতে আরম্ভ করেন। এমনকি মুজতাহিদ ইমামগণকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও লাগামহীনভাবে তাদের প্রতি কটুক্তি করতে থাকেন। তাঁর এ বাড়াবাড়ির অসংখ্য নযীর তাঁর রচনাবলীতে বিদ্যমান রয়েছে।

হিজরী ৮ম শতাব্দীর ইমাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.) (মৃত. ৭২৮ হিজরী) ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়্যিম(রহ.) (মৃত. ৭৫১ হিজরী) হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম অনুসারী ছিলেন। তবে কিছু কিছু ইজতেহাদী বিষয়ে তাদের ব্যতিক্রমধর্মী মতামত তথা যাহেরিয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা ছিল। এ কারণেই আল্লামা ইবনে বতুতা (রহ.) ইবনে তাইমিয়্যা সম্বন্ধে লিখেন-

يتكلم فى الفنون الا ان فى عقله شيئا

"ইবনে তাইমিয়্যা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার সাথে আলোচনা করেন, তবে তার মাথায় কিছু ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা-চেতনা রয়েছে।"[১৩]

---

[১২]। মু'জামুল মুয়াল্লিফিন , উমর রেজা পৃ.১/৭০০ জীবনী নং-৫২৪০ ও 'আলাম', খাইরুদ্দীন, পৃ.২/৩৩৩

[১৩]। 'তুহফাতুন নাজ্জার' থেকে মাওলানা ইসমাইল সাম্বলী প্রণীত তাক্বলীদে আইম্মা, পৃ.৫৩

হাফেয যাহাবী (রহ.) ইবনুল ক্বাইয়্যিম সম্বন্ধে লিখেন-

معجب برأيه سيئ العقل جرى عليه أمور

"তিনি নিজস্ব মতেই আত্মতৃপ্ত। মাথায় কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে, যার ফলে গর্হিত অনেক কিছু প্রকাশ পেয়েছে।"[১৪]

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী (রহ.) (মৃত. ১২০৬হিজরী) মূলত হাম্বলী মাযহাবেরই মুক্বাল্লিদ ছিলেন। তৎকালীন আরবে বিশেষত নজদ প্রদেশে শিরক, বিদয়া'ত, কবরপূজা, মাযারপূজা, গাছপূজা, আগুনপূজা, ও প্রতিমা-মানব ইত্যাদি পূজা-উপসনার মোকাবিলা ও প্রতিরোধে তার কার্যকরী , সাহসী ও বীরবিক্রম পদক্ষেপ বাস্তবেই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁরই অবদানে তদানীন্তন আরব মধ্যযুগীয় বর্বরতা, সীমাহীন ভ্রষ্টতা ও শিরক কুফরের অতুলনীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে রেহাই পেয়েছে। তবে অনেক বিষয়ে নিষ্প্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ির ফলে তাঁর সঙ্গে তদানীন্তন সউদী আলেম উলামাদের মহা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তিনিই মহানবীর(সা.) রওজার উপর বিস্তৃত গম্বুজটি ভেঙ্গে দেয়ার পরিকল্পনা করেন এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে পবিত্র হজ্জ্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন ও তাদেরকে কাফির, মুশরিক, ইত্যাদি জঘন্যতম আখ্যায় আখ্যায়িত করতে থাকেন। ফলে ভয়াবহ ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশ্ব মুসলিম সমাজে পারস্পরিক কোন্দলের সূচনা হয়। পক্ষান্তরে যারা তার মতবাদের তাক্বলীদ করতে থাকে তাদেরকে মুসলমানগণ ওহহাবী বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন। এ দিকে ভারতবর্ষের লা-মাযহাবীরাও যেহেতু নিছক ঝগড়া-বিবাদ ও মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হিসেবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদীর অন্তঃসারশূন্য বিচিত্র মতবাদ গ্রহণ করে যেত, তাই তাদেরকেও মুসলমানগণ ওহহাবী বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন। আর তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বা আহলে হাদীস বলে প্রচারের চেষ্টায় মেতে উঠে।

এ ধারার এক ব্যক্তি ক্বাযী শাওকানী (রহ.) (মৃত ১২৫৫হিজরী) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদীরই সমসাময়িক ছিলেন। তিনি

---

[১৪]। 'আলমু'জাম' থেকে তাক্বলীদে আইম্মা, পৃ. ৫৪

প্রথমত ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী। তার রচনাবলী প্রায়ই পরস্পর বিরোধপূর্ণ ও নিরপেক্ষতাহীন মতামতে ভরপুর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী "বিতর" নামায ওয়াজিব। এ মতামত খণ্ডন করার জন্য ইমাম শাওকানী হাদীসে মুয়া'য(রা.) পেশ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, " আল্লাহপাক রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব তথা ফরয করেছেন।" এ ছাড়াও তিনি হাদীসে আ'রাবী পেশ করেছেন, যাতে মহানবী (সা.) গ্রাম্য লোকটিকে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে বলায় তিনি প্রশ্ন করেন যে আমার উপর এ ছাড়া কি আর কোন নামায আছে? তদুত্তরে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন "না, এ ছাড়া সমস্তই নফল।"

এ হাদীস দু'টির মাধ্যমে শাওকানী সাহেব প্রমাণ করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত আর কোন নামাযই ওয়াজিব বা ফরয নয়। তাই "বিতর" নামাযও পাঁচ ওয়াক্তের বহির্ভূত বিধায় ওয়াজিব হতে পারে না বরং নফল নামাযের অন্তর্ভূক্ত।[১৫]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপ ও হাস্যকর বিষয় হল যে, তিনি মাত্র এর কয়েক পৃষ্ঠা পরই "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" নামাযের বর্ণনায় উপরোক্ত হাদীসগুলো দৃষ্টিগোচর করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বহির্ভূত "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" নামাযকে ওয়াজিব প্রমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেও "তাহিয়্যাতুল মসজিদ" সুন্নত হওয়ার পক্ষে সকল উলামায়ে কিরামের ইজমা (সর্বসম্মত রায়) উল্লেখ করেছেন।[১৬] সুতরাং তার এ ধরনের কর্মকাণ্ড পক্ষপাতিত্ব, অনিরপেক্ষতা ও নিছক গোঁড়ামি বৈ আর কী হতে পারে?

আরব বিশ্বে ও বর্তমান দুনিয়ায় কথিত আহলে হাদীস মতবাদ বিস্তারের রূপকার শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী (মৃত ১৯৯৯ ইং)। রাসূল সা. এর হাদীসকে বিকৃত করে মুসলমানদেরকে বিব্রত করার মূল নায়ক তিনি। তিনিই সহীহ হাদীসকে যয়ীফ, আর যয়ীফ হাদীসকে সহীহ বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার মূলমন্ত্র শিখিয়েছেন কথিত আহলে

---

[১৫]। নাইলুল আওতার পৃ.৩/৩১

[১৬]। নাইলুল আওতার পৃ.৩/৬৮

হাদীসদেরকে। চির মীমাংসিত বিষয়ে উস্কানীমূলক বক্তব্য তিনিই সূচনা করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় আকাবিরগণের প্রতি বেআদবীমূলক আচরণ। হানাফী মাযহাবের দলীল হিসেবে কোনো হাদীস পাওয়া মাত্রই মনগড়া যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দুর্বল হাদীসের তালিকায় ফেলে দেয়াই তার প্রধান পেশা। তার জীবনী শীর্ষক কয়েক খণ্ডে বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কার নিকট তিনি পড়ালেখা করেছেন এর কোন বিবরণ কোথাও উল্লেখ নেই। আমাদের উস্তাদ ড.আনিস তাহের ইন্দোনেশী মদীনা ইউনিভার্সিটির ক্লাসে আলবানীর জীবনী শীর্ষক দু'সপ্তাহ ব্যাপী আলোচনা পেশ করেছেন, এতেও তিনি শায়খ আলবানীর শিক্ষা ডিগ্রি বিষয়ক কিছুই বলতে পারেন নি। আমরা তার জীবনী গ্রন্থে যা পেয়েছি, তারই লিখিত বই "সিফাতুসসালাত" এবং "সালাতুত তারাবীহ" গ্রন্থ দু'টির অনুবাদক আলবানীর জীবনীতে লিখেন, তিনি তার পিতার পেশা, ঘড়ি মেরামতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।" অতএব কোনো মাদরাসায় ভর্তি হয়ে তার পড়া লেখার সুযোগ কোথায়? কোথায় তার এ সময়? তবে আমাদের উস্তাদ ড.আনিস সাহেব বলেছেন যে, শায়খ আলবানী নিজে নিজে প্রচুর অধ্যয়ন, গবেষণা করতেন। অবশ্য আমরা জানি যারা নিজে নিজে গবেষণায় অবতীর্ণ হয়, তারাই পথভ্রষ্ট হয়, হয় তাদের মাধ্যমে জনগণ বিভ্রান্ত। এধরনের পথভ্রষ্ট বিদ্যানগণের তালিকা এ জগতে বিস্তর লম্বা, কাহিনী তাদের অনেক হৃদয় বিদারক। মনগড়া মতবাদ ছড়িয়ে হঠাৎ আজগবী চমক সৃষ্টি করাই হয় তাদের মূল টার্গেট। তাইতো শায়খ আলবানীর গবেষণায় অজ্ঞতা, বাড়াবাড়ি, দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি, স্ববিরোধিতা ও কল্পনাপ্রসূত মনগড়া মতবাদে ভরপুর। এ সবের বিশাল সূচী আজ ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। আর রচিত হচ্ছে তার অমার্জিত ভুলত্রুটির দাস্তান শীর্ষক অসংখ্য বই পুস্তক। এ পরিসরে আরব অনারবের অনুস্মরণীয় কয়েক জনের মতামত অতি সংক্ষেপে উপস্থাপনের প্রয়াস পাবো।

আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, অসংখ্য গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য গবেষক, আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা তাঁর রচিত "আসারুল হাদীস" নামক কিতাবের ৫১নং পৃষ্ঠায় লিখেন-

مع أن هذا الرجل ليس له من الشيوخ إلا شيخ واحد من علماء حلب بالإجازة لابالتلقى والأخذ والمصاحبة والملازمة

এছাড়া এই ব্যক্তির তো কোন শিক্ষক নেই। সিরিয়ার হালবের জনৈক ব্যক্তি তাকে হাদীস চর্চার মাত্র অনুমতি দিয়েছেন। তবে তার কাছেও আলবানী নিয়মিতভাবে পড়া লেখা করেননি।

বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস মাও.হাবীবুর রহমান আ'যমী (রহ.) তাঁর গ্রন্থ الألبانى شذوذه وأخطاؤه (শায়খ আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও বিচিত্র মতবাদের দাস্তান) এর ভূমিকায় লিখেন-

والله لايعرف ما يعرف آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث فى عامة مدارسنا

আল্লাহর কসম! সেই শায়খ আলবানী হাদীস সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞানও রাখেনা, যা আমাদের সাধারণ মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্ররা জানে।

অতঃপর আ'যমী (রহ.) উক্ত কিতাবে তিন খণ্ড ব্যাপী শায়খ আলবানীর জ্ঞানের পরিধি ও তার ভুলভ্রান্তি এবং বিচিত্র মতবাদ গুলোর আশ্চর্য চিত্র উদ্ধৃতি সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়া শায়খ আলবানীর গবেষণা প্রায়ই বিরোধপূর্ণ ও সংঘর্ষমুখী হওয়ায় আরবের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামগণ তা চিহ্নিত করেছেন। স্বতন্ত্র বই পুস্তক লিখে এসব বিষয়ে মুসলমানদেরকে শায়খ আলবানীর গবেষণামূলক মতামত গ্রহণ করার প্রতি সতর্ক করেছেন। আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ হাসান বিন আলী আস সাক্কাফ প্রণীত "তানাকুযাতুল আলবানী" বা আলবানীর গবেষণায় বিরোধপূর্ণ বর্ণনা শীর্ষক দু'খণ্ডের বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (দারুল ইমাম নববী ওমান থেকে প্রকাশিত।) এতে তিনি শায়খ আলবানীর অসংখ্য হাদীস তুলে ধরেছেন, যেসব হাদীসের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানী তারই রচিত একেক কিতাবে একেক ধরনের মতামত পেশ করেছেন। একই হাদীসকে তিনি কোথাও সহীহ আবার কোথাও দুর্বল ইত্যাদি স্ববিরোধী মতামত দেদারসে লিখে গেছেন। শায়খ হাসান তার উল্লেখিত দু'খণ্ড বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, শায়খ আলবানীর স্ববিরোধী মতামত ও ভুলত্রুটির ফিরিস্তি লেখকের নিকট হাজার হাজার জমা রয়েছে, যা পরবর্তী খণ্ড গুলোতে

অবিলম্বে প্রকাশ করা হবে। এভাবে আরবের বিজ্ঞ আলেম শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদূহ প্রণীত ৬ ভলিয়মে লিখিত বিশাল কিতাব:

التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف

(যে সুনান-হাদীসের কিতাব সমূহকে সহীহ ও দুর্বল দু'ভাগ করেছেন তার ভুলভ্রান্তির পরিচয়)

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সিদ্দীক আল গুমারী কর্তৃক প্রণীত-

القول المقنع فى الردعلى الألبانى المبتدع

(নতুন মতবাদের প্রবর্তক আলবানীর সন্তুষ্টজনক প্রতিউত্তর)

উস্তাদ বদরুদ্দীন হাসান দিয়াব দামেশকী প্রণীত-

انوار المصابيح على ظلمات الألبانى فى صلاح التراويح

(তারাবীর নামায প্রসঙ্গে আলবানীর ভ্রান্তি নির্বাপক আলোক রশ্মি)

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায প্রণীত-

أين يضع المصلى يده فى الصلاة بعد الرفع من الركوع

(রুকু থেকে উঠার পর নামাযী আবার কোথায় হাত বাঁধবে?)

শায়খ ইসমাঈল বিন আনসারী প্রণীত-

تصحيح صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الالبانى فى تضعيفه

(২০ রাকআত তারাবীর বিশুদ্ধ হাদীসকে আলবানী দুর্বল বলার প্রতি উত্তর)

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) প্রণীত-

كلمات فى كشف اباطيل وافتراءات (আলবানীর বাতিল মতবাদ ও মিথ্যা অপবাদের উন্মোচনে কিছু কথা)

শায়খ হাসান সাক্কাফ প্রণীত-

صحيح صفة صلاة النبىﷺ (রাসূল সা. এর বিশুদ্ধ নামায পদ্ধতি)

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আদ দুবাইশ প্রণীত-

تنبيه القاريئ على تقوية ماضعفه الالبانى (আলবানী অভিহিত দুর্বল হাদীস শক্তিশালী হিসেবে সতর্ক সংকেত)

শায়খ আবু উমর হাই ইবনে সালেম আল হাই প্রণীত-

النصيحة فى بيان الاحاديث التى تراجع عنها الالبانى فى الصحيحة

(যে সব সহীহ হাদীসকে আলবানী দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন সেগুলোতে পুণর্বিবেচনার উপদেশ)

শায়খ ইবনে আব্দুল্লাহ আত তুয়াইজারী প্রণীত-

التنبيهات على رسالة الالبانى فى الصلاة (আলবানীর নামায বিষয়ক কিতাবের প্রতি সতর্কবাণী)

ডক্টর মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আল বুয়াইতী প্রণীত-

اللامذهبية اخطر بدعة تُهدّد الشريعة الاسلامية (লা মাযহাবী মতবাদ মারাত্মক বিপদজনক বিদআতী দল ইসলামী শরীয়তের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি)

এবং শায়খ আতিয়্যা মুহাম্মদ সালিম প্রণীত-

التراويح اكثر من الف عام (এক হাজার বছরে তারাবীর ইতিহাস) প্রমুখ লেখকগণ তাদের রচনাবলীতে শায়খ আলবানীর ভুলভ্রান্তি ও স্ববিরোধী মতবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন হাতে কলমে ধরে ধরে, শায়খ আলবানীর বই ও পৃষ্ঠা নাম্বার চিহ্নিত করে। এতে করে পরিস্কারভাবে প্রমাণ হয় যে, হাদীস গবেষণার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর কোনো নিয়মনীতি নেই। নেই এ বিষয়ে তার কোন গতিমতি। আছে শুধু তার মনগড়া তন্ত্রমন্ত্র আর উলামায়ে কিরামকে আক্রমণের হাতিয়ার। এছাড়া বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ির বিদ্যায় তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত। হাদীস গবেষণার নামে যা করেছেন অধিকাংশই শুভংকরের ফাঁকি, বিচিত্র মতবাদ ছড়ানোর উপকরণ মাত্র।

আরবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদূহ প্রণীত কিতাব تنبيه المسلم إلى تعدى الألبانى على صحيح مسلم (সতর্ক হে মুসলিম! আলবানীর বাড়াবাড়ির জালে সহীহ মুসলিম) এর ২০৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন- قد وقفت على اوہام وأخطاء للألبانى ـ وكفى تعديہ على الصحيح আমি আলবানীর কাল্পনিক কর্মকাণ্ড ও ভুলত্রুটির ফিরিস্তি অবগত হয়েছি। বিশেষ করে সহীহ হাদীসের কিতাব প্রসঙ্গে বাড়াবাড়ির বিষয়টি তার কর্মকাণ্ডের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট।

উক্ত বইয়ের ২০৫নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন,

أقول هذا بمناسبة عادة الألبانى مع مخالفيہ،فإنہ إذاوجد مخالفالہ قام وقعدوأرعد وتوعد، وإذاتصفحتَ كتبہ تجد مصداق ذلک، فتراه يقول لأحدہم، 'أشل الله يدک وقطع لسانک'، ويکاد أن يتہم صاحبا لہ 'بالشرک الأكبر'، وثالثا يتـهمہ: 'بالكذب'، و انہ :'أفاک كذاب'ثم نبزه بلقبہ ـ وقد جاء النص بالنہى عنہ ورمى كثيرا من علماء المسلمين بالبدعة ـ وما أعظمہا من

فرية ـ رغم إقراره أن الامام احمد يقول بقول المرمى بالبدعة!!.ويتهم شهيد عصرنا 'بكفريات'، ويت هم مخالفا لہ'بمكر،خبث، نفاق، كذب، ضلال....إلخ'والقائمة طويلة والألفاظ كثيرة ولاداعى لإعادتها ـ

আলবানী তার মতাদর্শের বিপরীত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কেমন আচরণ করে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। আলবানী যখনি কাউকে তার প্রতিপক্ষ বা ভিন্ন মতাদর্শের মনে করেন, তখন দেখতে পাবেন, তিনি বইয়ের পর বই আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তাকে সমালোচনা করে লিখেই যাচ্ছেন। তার আক্রমণের স্বরূপ হিসেবে দেখবেন তিনি প্রথিতযশা বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও মহামনিষীদের ধ্বংস হওয়ার কামনা করেন, তাঁদেরকে মুশরিক, মিথ্যুক, প্রতারক, বিদআতী আখ্যায়িত করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেন না। যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আলবানী প্রতিপক্ষ মনে করলে, তাঁদেরকে কাফির, চক্রান্তকারী, দুষ্ট, মুনাফিক, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি অপবাদ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। এতে তার পাষাণ আত্মা তিলমাত্র কাঁপে না। তার ভয়ঙকর ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের শীর্ষ তালিকায় ইমাম আহমদ (রহ.) কেও বিদআতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এধরনের আচরণ তার দু'একটি ঘটনা নয়; বরং এসব বর্ণনা করে শেষ করার ওপারে।

এভাবে মাসাইল বিষয়েও অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মান্যবর উলামায়ে কিরাম এমনকি সৌদী আরবের উলামায়ে কিরামদেরকেও তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন পদে পদে। তাদের অবহেলার সুযোগে শায়খ আলবানী মতানৈক্য, বিভ্রান্তি ও উগ্রতার বীজ রোপে দিয়েছেন আরব মরুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাড়ি তার সিরিয়ার আলবেনিয়া নামক স্থানে। তার পিতা নূহ নাজাতী একজন আদর্শ মানব, হানাফী মাযহাবের শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। ছেলের বিতর্কজনিত আচরণে পিতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ত্যাজ্যপুত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তিনি কোনোভাবে নাজাত লাভ করেন। আর জনগণ মুক্তি পায় শায়খ আলবানীকে সিরিয়া থেকে বাহির করে। আর শায়খ আলবানী চেপে বসে সৌদী জনতার ঘাড়ে। রাজতন্ত্রের ভয়ে আতঙ্কিত আলেম সমাজের মাঝে তার নতুন মতবাদ ছড়াতে আরো দারুন সুযোগ এসে যায়। তবে এক পর্যায়ে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। সবাই সোচ্চার হয় তাদের দীর্ঘকালের শায়খ-আলবানীর বিরুদ্ধে। ১৯৯১ খৃস্টাব্দে সরকারী নির্দেশে শায়খ ২৪ঘণ্টার

মধ্যে পবিত্র আরবভূমি ছেড়ে জর্ডান যেয়ে আত্মরক্ষা পায়। আমরণ তিনি সেখানেই ছিলেন। আরবের সচেতন উলামায়ে কিরাম কিন্তু এক পর্যায়ে জেগে উঠেছিলেন, হয়েছিলেন প্রতিবাদ মুখর। (আল ইত্তেজাহাতুল হাদীসিয়্যা, শায়খ মাহমূদ সাঈদ মামদূহ)

উদাহরণ স্বরূপ শুধু একটি বিষয় লিখেই এ পরিসরের ইতি টানতে যাচ্ছি। কুরআন হাদীসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং মুসলিম বিশ্বের চির মীমাংসিত একটি বিষয় হলো, মহিলাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা পর্দার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু শায়খ আলবানী শুধু এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র বই রচনা করেন। ঘোষণা দেন পর্দা হিসেবে মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল ঢাকতে হবে তা কুরআন হাদীসে মোটেও নেই। তবে আরবের উলামাগণ এ বিষয়ে নিরব থাকেন নি। শুধু এরই প্রতি উত্তরে প্রায় দু'ডজন বই লিখেছেন তারা। তন্মধ্যে আরবের স্থায়ী ইফতা বোর্ডের সহসভাপতি শায়খ মুহাম্মদ ছালেহ ইবনে উসাইমীন লিখেছেন, "রিসালাতুল হিজাব" শীর্ষক ছোট একটি বই।(মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ থেকে প্রকাশিত) এতে তিনি আল কুরআনের ১০ টি আয়াত, পবিত্র হাদীস থেকে ১০ টি প্রমাণ এবং ১০ টি ক্বিয়াসের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, মহিলাদের মুখমণ্ডল পর্দা হিসেবে ঢাকা ফরয। আর শায়খ আলবানী তো একটি প্রমাণও খুঁজে পাচ্ছেন না! এর রহস্য কী? কী তার মতলব? কোথায় তার টার্গেট? আশা করি সম্মানিত পাঠকগণই তা বিবেচনা করবেন।

বলাবাহুল্য বর্তমান বাংলাদেশেও কিছু লোক শায়খ আলবানীর জালে শিকার হচ্ছে। তারা শায়খ আলবানীর বাড়াবাড়ি, অশ্লীলতা, গোঁড়ামী, ভুলত্রুটির দাস্তান, বিচিত্র আদর্শ ও বিভ্রান্তিকর মতবাদকে পূঁজি করে গোটা মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। অথচ শায়খ আলবানীর এসব বিচিত্র মতবাদের আইওয়াশ ও সিটিস্কেনের লক্ষ্যে শুধু সৌদী আরব থেকেই শতাধিক বই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব ক্ষেত্রে আমাদের আহলে হাদীস ভাইয়েরা চোখ বন্ধ করে রাখে। আর লুফে নেয় শুধু তার বিচিত্র মতাদর্শ ও শিষ্টাচার বহির্ভূত দিকগুলো। তাইতো শায়খ আলবানীর শিষ্য ও অনুসারীগণ বাড়াবাড়ি ও অশ্লীলতায় আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, হিন্দুস্তানে ইসলাম আগমনের সূচনা থেকেই মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেও মুসলমানদের মধ্যে কোন ধর্মীয় মতানৈক্য ছিল না। অবশেষে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা দাউদে যাহেরী, ইবনে হাযাম, ইবনে তাইমিয়্যাহ, মুহা. ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী ও ক্বাজী শাওকানীর কেবল বৈচিত্র্যময় মতাদর্শগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমস্ত মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ এবং হানাফী মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাব অবলম্বীদের সঙ্গে মতানৈক্য, অযথা বিরুদ্ধাচরণ, অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ ও তাদেরকে নির্মূল করার গভীর ষড়যন্ত্রে মরিয়া হয়ে উঠে। বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফীদেরকে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক কবরপূজারী ইত্যাদি শব্দে অপবাদ দেয়া যেন তাদের ঠিকাদারী ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবসায় পরিণত হয়। আর তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি হলো শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী। তিনিই তাদের পুরুধা। আহলে হাদীস ভাইয়েরা সেই আলবানীর মাযহাবই মানেন। শায়খ আলবানীই তাদের ইমাম।

উল্লেখ্য যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল ক্বাইয়্যিম ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব (রহ.) ছিলেন সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদ , যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ ও অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থপ্রণেতা। সাথে সাথে তাঁরা ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ও অনুসারী। যদিও তাদের মধ্যে কিছু বিতর্কিত বিষয়ও ছিল। তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি। মোটেও সমালোচনা করছি না। কারও সমালোচনা সমীচীন মনে করি না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান লা-মাযহাবী ভাইয়েরা তাদের গুণগত বিষয়গুলো উপেক্ষা করে কেবল বিতর্কিত বিষয়গুলো অবলম্বন করতঃ মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ ও মতানৈক্যের যোগান দিচ্ছে। এমনিভাবে তাদের সীমিত জ্ঞানে হানাফীদের বিশেষ করে দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু উপলব্ধি করতে পারলেই অতিরঞ্জিত ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ইবনে তাইমিয়্যার পুরো জীবনই ছিল জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাতারীদের মোকাবিলায় জিহাদ করে তিনি কারাবরণও করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে লা-মাযহাবী হিসেবে যারা পরিচিত, আহলে হাদীস আন্দোলন নামে যারা

বই লিখছে তারা কি ইবনে তাইমিয়ার আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে? বরং তারা সর্বদা জালিম সরকার আর নাস্তিকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এবং তাদের সঙ্গে আঁতাত করে আপন স্বার্থ উদ্ধারের পন্থাই অবলম্বন করে চলছে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের চিরশত্রু জালিম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ অবৈধ প্রমাণের অপচেষ্টায় " আল-ইক্বতেছাদ-ফী মাসাইলিল জিহাদ" নামক অমূলক গ্রন্থ লিখার মুচলেকা ও চুক্তিপত্র লা-মাযহাবী আলিম মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। হিন্দুস্তানে মুসলিম ও নাস্তিকদের মাঝেতো যুদ্ধ-জিহাদ বরাবরই চলে আসছে। বাংলাদেশেও কাদিয়ানী, বেরলভী, এন জি ও, এবং বিভিন্ন ফিৎনা ফাসাদ ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রায়ই শরীয়ত সম্মত প্রতিবাদ হয়ে থাকে। এতে কোন লা-মাযহাবীদের নাম মাত্র ভূমিকা কি ছিল? বা আছে? এ সকল প্রশ্নের জবাব একটাই, আর তা হল "না"। অনুরূপ ভাবে তামাম বিশ্বের ইয়াহুদী-খৃস্টানরা যখন আফগান, ফিলিস্তিন , ইরাক তথা সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের উপর বে-নযীর নির্যাতন আর মুসলিম নিধনের গভীর ষড়যন্ত্রে মরিয়া হয়ে উঠেছে তখন ইবনে তাইমিয়্যার তথাকথিত অনুসারী লা-মাযহাবীদের ভূমিকা রহস্যজনক; বরং, তারা এবং তাদের ঠাকুরগণ ও তাদের ভক্তবৃন্দরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে হানাদারদের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে। এ দেশে বিভিন্ন মিশনের নামে আমাদের ঈমান-আক্বীদা ঠিক করা তথা আমাদেরকে মুসলমান বানানোর অভিনয় করছে। অথচ ইসলাম বিরোধী অপকর্মের বৈধভাবে প্রতিবাদ করা আহলে হক্বের একটি পরিচয়। কুরআন-হাদীসের অসংখ্য স্থানে এর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাহলে কি লা-মাযহাবীরা এসব থেকে গা ঢাকা দিয়ে ইবনে তাইমিয়্যার অনুসারী ও আহলে হক্বের দাবির অনধিকার চর্চার স্পর্ধা দেখাচ্ছে না? সাথে সাথে আরও ভাবনার বিষয় যে, তাদের বই-পুস্তকের শিরোনাম "আহলে হাদীস আন্দোলন"। আন্দোলন মানে কোন্ আন্দোলন? মুক্তির আন্দোলন? নাকি সরলমনা মুসলমানদেরকে বিপথগামী ও ভ্রষ্ট করার আন্দোলন?

বর্তমানে তারা আরো ভয়ঙ্কর পথে এগুচ্ছে। তাদের কেউ কেউ আবার জিহাদের নামে সন্ত্রাস , বোমাবাজী, ও আত্মঘাতী হামলার আশ্রয় নিয়ে এদেশের মুসলমানদের দীর্ঘ কালের সুনাম ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা

করছে। জিহাদকে তার বিকৃত অর্থে প্রয়োগ করে কলুষিত করছে। এগুচ্ছে ইসলামের শত্রুদের এজেণ্ডা বাস্তবায়নের পথে। ঠেলে দিচ্ছে মুসলমানদেরকে ভয়াবহ মরণ ফাঁদে।

জঙ্গিবাদের গোড়ায় আহলে হাদীস কেন? (*)

৭ই আগস্ট সোমবার ২০০৬ খৃস্টাব্দের কথা। দৈনিক পত্রিকা "যায় যায় দিন" পড়তে ছিলাম। শুরুতেই চোখ পরে হেডলাইনে বড় অক্ষরে লেখা, "জঙ্গিবাদের গোড়ায় আহলে হাদিস। শায়খ, বাংলা ভাই, গালিব সবার উৎস ও মতাদর্শ এক।"(**) পত্রিকার পৃষ্ঠা জুড়ে ছবি দিয়ে দেয় উল্লেখিত তিন জনের। স্টাফ রিপোর্টার হাসানুল কাদির কলামের শুরুতে লেখেন' " বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আড়ালে। জঙ্গি তৎপরতার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত দুই সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জে এম বি) এবং জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জে এম জেবি) এ সম্প্রদায়ের অনুসারীদের নিয়েই গড়ে উঠে। তাদের কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হয়েছে আহলে হাদিস অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায়। এ দু'টি সংগঠনের শীর্ষ দু'নেতা শায়খ আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই আদর্শিকভাবে আহলে হাদিস মতবাদে বিশ্বাসী। জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে আরেক কারাবন্দী নেতা ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবও একই মতবাদের অনুসারী। তিনি বাংলাদেশ আহলে হাদিস আন্দোলনের আমির।

(যায় যায় দিন, ৭ই আগস্ট ২০০৬ইং সোমবার, অক্ষরে অক্ষরে পত্রিকা থেকে সংকলন)

শায়খ আব্দুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত জে এম বির পরিচালনায় ১৭ই আগস্ট ২০০৫ইং গোটাদেশে একই দিনে ৬৩টি জেলায় ৩০০স্থানে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। ঘটনাস্থলে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে তারা স্বীকারোক্তিও দিয়েছিল। এরপর থেকে ৩০শে মার্চ ২০০৭ ইং শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইকে ফাঁসি দেয়া পর্যন্ত কয়েকটি বছর

(*) মুসলমানদেরকে জঙ্গিবাদের অশুভ চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকার লক্ষ্যে এই শিরোনামটি ১৯ তম সংস্করণে সংযোজন করা হয়েছে।

(**)- দেখুন মানব জমিন ১০ই ডিসেম্বর ২০০৫, 'যায় যায় দিন' ৭ই আগষ্ট ২০০৬ইং।

পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের লেখা প্রায় প্রতিদিনই হেড লাইনে স্থান পেতো, যা এদেশের কারো অজানা নেই। এ সব কর্মকাণ্ডের পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কী? মতলব কী? কী এর মূল রহস্য? তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। পরিস্থিতি দেখে জনমনে প্রশ্ন জাগে জঙ্গিবাদের মতো একটি ঘৃণ্য কাজে আহলে হাদীস নেতারা জড়িত থাকবেন কেন? হাদীসের মতো পবিত্র শব্দ ও ইসলামের নামে কলঙ্কময় অধ্যায় তাদের মাধ্যমে কেন রচনা হবে? ইসলামের পবিত্র বিধান জিহাদকে তাদের মনগড়া সূত্রে কেন কলুষিত করবে? কেন তারা ধর্মের নামে অশ্লীলতা, হানাহানি-মারামারিতে লিপ্ত হবে? মহানবীর (সা.) আদর্শের প্রতিচ্ছবি ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে রচিত হোক অনাবিল শান্তির অধ্যায় তা-ই সর্বস্তরের জনগণের কামনা। আমার ধারণা মতে আহলে হাদীস মতবাদে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষই জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িতদের ঘৃণার চোখে দেখে। তাদের মতে এরা বিভ্রান্ত। শান্তির ধর্ম ইসলামের জন্য কলঙ্ক। তারা ইসলাম, দেশ ও জাতির দুশমন। ঐ সব নেতাগণ ইসলামের চরম শত্রুদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতেই এ ধরণের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। হয়ত তারা নিজেরাও জানে না যে, তারা কেমন ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াচ্ছে। আমার বিশ্বাস সত্যিকারার্থে যদি কেউ আহলে হাদীস দাবি করে জঙ্গিবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক হতে পারে না। পারে না সে বাড়াবাড়ি , বে-আদবী ও অশ্লীল আচরণে লিপ্ত হতে। তাই কিছু চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের কারণে আমি বলতে পারি না যে আহলে হাদীস মতবাদ মানেই জঙ্গিবাদ। এভাবে যে কোন সম্প্রদায়ের কেউ ভুল পথে চললে বা জঙ্গিবাদের মতো ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হলে বলা যাবে না যে, গোটা সম্প্রদায়টাই জঙ্গিবাদ। তবে যারা এ ধরণের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদের অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। তারা যে ইসলামের অপব্যাখ্যা ও অবমূল্যায়নে আত্মনিয়োগ করেছে তা এদের নিজেরাই বুঝতে হবে। অন্যরাও তাদেরকে বারণ করতে হবে। বলে দিতে হবে ইসলামের সঙ্গে এ সব কর্মকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। নেই ধর্মের নামে অশ্লীলতা, গালমন্দ, বেআদবী ও বাড়াবাড়ির কোন উপায়।

ইসলামে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের স্থান নেই

একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন মতাদর্শ, চিরশান্তি ও পরম মানবতার ধর্ম ইসলাম। ঐক্য, সৌহার্দ্য, সাম্য-মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক এই ধর্ম। হত্যা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বোমাবাজি ও অশ্লীলতা ইত্যাদি চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব ইসলামে মোটেই নেই। নাশকতামূলক কার্যক্রম ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না। অস্থিতিশীল পরিবেশ ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ইসলামে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আত্মঘাতী হামলা সম্পূর্ণ অবৈধ ও মহাপাপ। জিহাদের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ অশ্লিলতা গর্হিত ও ঘৃণ্য অপকর্মের শামিল।

জিহাদ আর সন্ত্রাস এক নয়। অন্যায়, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির নাম হল সন্ত্রাস। শান্তিপূর্ণ অবস্থানে জিহাদ ও ক্বিতালের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি মানেই ফাসাদ। আর এসব নির্মূলে একমাত্র শরীয়ত সম্মত শুভ পদক্ষেপের নামই জিহাদ। ইসলাম কোন প্রকার সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না। গায়ের জোরে কাউকে মুসলমান বানানোর একটি মাত্র ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে নেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-(لا إكراه فى الدين) ইসলামে কোন জবরদস্তি নেই (বাকারা-২৫৬)

ইসলামের নবী (সা.) সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছেন। যারা পাথর ছুঁড়ে মারে তাদের কে ফুলের মালা আর যারা পথে কাঁটা পুঁতে তাদের জন্য ফুল বিছিয়ে দেয়া তাঁর আদর্শ। দীর্ঘ ১৩টি বছর মক্কায় আবু জাহেল গংদের সন্ত্রাস সহ্য করেছেন। সহ্য করেছেন ১০ বছর মদীনায় তাদের আক্রমণ ও অপবাদের ঝড়। এমনকি মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে যখন রাসূল (সা.) দশ হাজার সাহাবী নিয়ে জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করলেন, সেদিন চিরশত্রু পৌত্তলিকদের সমুচিত শাস্তি প্রদানের অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করেন নি। ভীতসন্ত্রস্ত শত্রু মক্কাবাসীদেরকে কোন ভর্ৎসনা পর্যন্ত করলেন না। রাসূল (সা.) অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বরং নিঃশর্ত মুক্তি ঘোষণা করলেন "আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই, তোমাদের অনুতাপের কোনো কারণ নেই, যাও তোমরা আজ মুক্ত।" রহমতে আলমের কণ্ঠে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার আনন্দে প্রায় দুই হাজার লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। ক্ষমার মাধ্যমে তিনি মানবতার সেবা করেছেন। তলোয়ারের মাধ্যমে নয়। নয় প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার মাধ্যমে।

ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার কেন?

ইসলাম শান্তির ধর্ম। অশান্ত বিশ্বে শান্তির শ্বেত কপোত ওড়াতেই ইসলামের অভ্যুদয়। ইসলামের অনুসারীরা সর্বত্রই সমাজের কাছে শান্তি, শৃঙ্খলা, মান-মর্যাদা ও সংহতির প্রতীক। মুসলমানরা বিশেষত আলেম-ওলামাগণ সমাজে যে "গুডউইল" সৃষ্টি করেছে একশ্রেনীর হিংসুটে মানুষের কাছে তা গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। তাই একটি কুচক্রীমহল ইসলামের নামে কালিমা লেপন করতে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। যার অংশ হিসেবে ইসলামী বেশভূষাধারী কিছু লোক দিয়ে সাম্প্রতিক কালে বোমা হামলা, অশ্লীলতা ও জঙ্গী কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম , পীর মাশায়েখ এ ধরনের কোনো বিধ্বংসী কাজে কখনোই সায় দেয়নি। হঠাৎ করে এ ধরনের বক ধার্মিক ইসলামী চেতনার নামে যা করে যাচ্ছে তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুর পরিকল্পনা এসেছে বিধর্মীদের কাছ থেকে। তারা মীর জাফর শ্রেণীর কিছু দাড়ি টুপি ওয়ালাদের হাতে বোমা ও সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড তুলে দিয়ে তাদের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করিয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের পর নিজেরাই বিজ্ঞাপন বিলি করে স্বীকৃতির মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে ধরা দিয়ে আপন উদ্দেশ্যে তারা অনেকটা সফলও হয়েছে। এদেরই ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে আজ আলেম সমাজ ও ইসলামের প্রতি মানুষের একটা চরম বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। বিনা তদন্তেই ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। মুসলমানদেরকে উগ্র মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। পরিকল্পিত ভাবে জিহাদের কথা উচ্চারণ করে কলঙ্কিত করা হচ্ছে জিহাদের পবিত্র বিধানকে। আর এসবই একদিন মুসলমানদেরকে হত্যার ইস্যুতে পরিণত করতে পারে।

অনেক স্থানে সিনেমার টিকেটে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়। কোথাও যাত্রা, মেলার ঘোষণা, 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে আরম্ভ হয়। কয়েক বছর পূর্বে কুকুরের মাথায় টুপি ও মুখে দাড়ি দিয়ে উপহাসমূলক ছবি ছাপানো হয়েছিল। এ সবই হল ইসলাম ও আলেম ওলামাদেরকে অবমাননা ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। আর একই উদ্দেশ্যে নবাব সিরাজ উদ দৌলার বিশ্বাস ঘাতক সেনাপতি মীর জাফরের উত্তরসূরীরা দাড়িটুপি পরে

ইসলাম কে কলুষিত ও ওলামাদের কে ষড়যন্ত্রের বিষোদগার বানানোর চক্রান্ত শুরু করেছে। একটি হাদীস এ পরিসরে উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে, জনৈক ব্যক্তি সা'দ (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নি যে, " তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়।" তখন তিনি বললেন , আমরা লড়াই করেছি যতক্ষণ না ফিতনা ফাসাদ নির্মূল হয়েছে; আর তুমি ও তোমার সাথীগণ লড়াই করতে চাও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য।" (দুররে মনসূর ২/৩১৭, বুখারী শরীফে ইবনে উমর (রা.) থেকেও এমন একটি উক্তি আছে। হা.নং ৪৫৯৩ ও ৪৬৫০)

এতে বুঝা যায় যে, কুরআন-সুন্নাহর সার্বিক নির্দেশনা ও আমীরের আনুগত্য ছাড়া , মনগড়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন হাতে তুলে নেয়া এবং স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে জিহাদ ও ক্বিতালের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ফাসাদ ও সন্ত্রাসের অন্তর্ভূক্ত, এ সবই জিহাদের নামে জিহাদকে কলুষিত করা ও ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র মাত্র। প্রতিটি মুসলমানকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বোমাবাজ, সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও পরস্পর অশ্লীল আচরণকারীদের সমস্ত চক্রান্ত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষায় সবাইকে নিবেদিত হতে হবে। আল্লাহ পাক সন্ত্রাসীদেরকে হেদায়েত দিন। তাদেরকে সঠিক বুঝ দিন। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত থেকে হেফাজত করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাম পরিচিতি
লা-মাযহাবীদের বিচিত্র নাম ও এর রহস্য

নবজাত শিশুর যেমন প্রথমেই কোন নাম থাকে না, কিছুদিন পর তার একটি নাম রাখা হয় , পছন্দ না হলে প্রয়োজনে তাও আবার পরিবর্তন করা হয়, অনুরূপভাবে ভারতবর্ষে নবজন্মা লা-মাযহাবী নামক নতুন দলটিরও প্রাথমিক পর্যায়ে কোন নাম ছিল না। তাদের অপতৎপরতা লক্ষ্য করে জনগণ যখন তাদেরকে "ওহহাবী" "লা-মাযহাবী" বলতে থাকে তখন তারা নিজেদেরকে "মুহাম্মাদী" বলে ঘোষণা করে এবং পর্যায়ক্রমে সুবিধামত "মুয়াহহিদ" "গাইরে মুক্বাল্লিদ" "আহলে হাদীস" ইত্যাদি নাম বরাদ্দ করতে থাকে। সাউদী আরবে তেল, পেট্রোলের পয়সা জমজমাট হওয়ার মুরাদে আরবীদেরকে ধোঁকা দিয়ে পেট পালার ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমানে তারাই "সালাফী" নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে আহলে হাদীস মতবাদেরই অন্যতম ব্যক্তি মৌলভী মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরীর উক্তি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের অনেকেরই বই পুস্তকে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্য হতে লা-মাযহাবী আলিম মৌলভী আসলাম জিরাজপুরী তার বিশিষ্ট রচনা "নাওয়াদিরাতে" লিখেন-

پہلے اس جماعت نے اپنا کوئی خاص نام نہیں رکھا تھا، مولانا شہیدؒ کے بعد جب مخالفوں نے انکو بدنام کرنے کے لئے وہابی کہنا شروع کیا تو وہ اپنے آپکو محمدی کہنے لگے، پھر اس کو چھوڑ کر اہل حدیث کا لقب اختیار کیا جو آج تک چلا آرہا ہے"۔

"প্রথমে এ জামাত নিজেদের বিশেষ কোন নাম রাখেনি। মাওলানা ইসমাইল শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের পর প্রতিপক্ষের লোকেরা যখন দুর্নাম করার জন্য তাদেরকে ওহহাবী বলতে শুরু করে, তখন তারা

নিজেদেরকে "মুহাম্মাদী" বলতে থাকে। অতঃপর এ নামটি পরিহার করে "্আহলে হাদীস" উপাধি চয়ন করে, যা আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে।[১৭]

একই দলের বিচিত্র নামের রহস্য কী?

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, লা-মাযহাবীদের নিজেদেরই অনুভূতি নেই যে তারা কী? কখনো তারা নিজেদেরকে "মুহাম্মাদী" বলে, কখনো "মুয়াহহিদ" কখনো " গাইরে মুকাল্লিদ" কখনো "লা-মাযহাবী" কখনো "আহলে হাদীস" আবার কখনো "আসারী" আবার কখনো "সালাফী" ইত্যাদি। যে দলটি নিজের নাম নিয়েই আজ পর্যন্ত সংশয়ে নিপতিত, তারাই জানে তাদের ধর্ম ও দ্বীন নিয়ে কেমন সংশয় ও সন্দেহে আপতিত। আর যে ধর্ম ও মতবাদে এত সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তা গ্রহণ করা সন্দেহমুক্ত তথা হক্ব হওয়ার নিশ্চয়তা কোথায়?

প্রকৃত পক্ষে তারা না "মুহাম্মাদী" না "আহলে হাদীস" না "সালাফী"; বরং তারা একমাত্র ধোঁকাবাজ এবং মুসলমানদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টিকারী। সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা ও প্রতারণার মানসেই তারা এ সমস্ত নাম ব্যবহার করে থাকে।

সম্মানিত পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, নির্বাচনের সময় কোনো কোনো চরিত্রহীনা মহিলা তার প্রকৃত নাম, স্বামীর নাম ও বোরকা পরিবর্তন করে বিভিন্ন পরিচয়ে পালাক্রমে ভোট প্রদান করে থাকে। কিন্তু সময়-সুযোগে গণধোলাই আর কিছু উত্তম মাধ্যম দিলে তার মূল পরিচয় বেরিয়ে আসে। অনুরূপভাবে লা-মাযহাবীরাও সুবিধামত বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নামে , বিভিন্ন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তাই আহলে হকের পক্ষ থেকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেই তাদের আসল রূপ ও মূল উদ্দেশ্য বেরিয়ে আসবে।

---

[১৭] । নাওয়াদিরাত, পৃ.৩৪২

মুহাম্মাদী কে?

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ১২৪৬হিজরীর পর এই উপমহাদেশে সৃষ্ট বিদয়া‘ত ও নতুন ফিরক্বাটিকে মুসলমানগণ যখন ওহহাবী বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন তখন তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদী বলে দাবি করে। সে হিসেবে মৌলভী আব্দুল হক্ব বেনারসী ও মৌ. নজীর হুসাইন ভারতবর্ষের প্রথম মুহাম্মাদী নামের দাবিদার। অনুরূপভাবে তাদের তদানীন্তন অনুসারীরাও মুহাম্মাদী নামেই আত্মপ্রকাশ করতো। এ ধারায় নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খান ১২৭৫ হিজরীতে মৌ. আব্দুল হক্ব বেনারসী থেকে লিখিতভাবে মুহাম্মাদী উপাধি লাভ করেন।[১৮]

মুহাম্মাদী নামের রহস্য

মুহাম্মাদী বলে তারা বুঝাতে চায় যে, তারা সরাসরি নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী, তারা কোন মাযহাবের তাক্বলীদ বা অনুসরণ করে না। তাই তারা হানাফী নয়, নয় শাফেয়ী, মালেকী বা হাম্বলী, বরং তারা মুহাম্মাদী। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারীদেরকেই যদি মুহাম্মাদী বলতে হয়, তাহলে হযরত সাহাবায়ে কিরাম(রা.) ও তাবেয়ীগণই তো এর সর্ব প্রথম ও সর্বাধিক উপযুক্ত ধারক ও বাহক, তাঁরা কেন তা গ্রহণ করেন নি? তাঁদের উপাধি মুহাম্মাদী নয় কেন? এ শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগের সূচনা ১২০০হিজরীর পর কেন?

নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খান অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধের মুহাদ্দিস আবু হাফস উমার বিন আহমদ ইবনে শাহীন এর কথা উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে শাহীনের নিকট কোন মাযহাবের আলোচনা আসলে তিনি বলতেন,”আমি মুহাম্মাদী মাযহাবের” ।[১৯]

---

[১৮] । মাযহাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ, পৃ. ৩৬

[১৯] । তাযকিরাতুল হুফফাজ, পৃ.৩/১৮৪ হেদায়াতুল মাসাইল ছিদ্দিক্ব হাসান খান, পৃ.৫২৫

কিন্তু মুহাদ্দিস ইবনে শাহীনের এ উক্তি নকল করার দ্বারা তাদের কী লাভ? তিনিও তো ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। তাঁর মৃত্যু ৩৮৫ হিজরীতে। আর চার ইমামের অনুসরণের ধারা তো এর অনেক পূর্বেকার। সুতরাং তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তারাই ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধে বিদয়া'তের সূচনাকারী দল। অতএব আমরা হানাফী বা শাফেয়ী মাযহাব মানি, আর তারা মানে ৪র্থ শতাব্দীর ইমাম ইবনে শাহীনের মাযহাব। এ ছাড়া ইবনে শাহীন তো কেবল মাত্র একজন বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। শরীয়তের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ যোগ্য হিসেবে মুসলিম উম্মাহ তাকে গ্রহণ করেন নি। হাফেয যাহাবী (রহ.) তাঁর অসংখ্য ভুল ক্রুটির এক বিরাট দাস্তান উল্লেখ করেছেন।[২০]

তিনি তো কোন সাহাবী ছিলেন না, তাবেয়ীও ছিলেন না। লা-মাযহাবীরা কি কোন সাহাবী বা তাবেয়ী অথবা হুজুর (সা.) এর পবিত্র হাদীসে উল্লেখিত উত্তম যুগ তথা স্বর্ণযুগের কারও এ উপাধি মুহাম্মাদী প্রমাণ করতে পারবেন? সকল মুহাম্মাদী নামের ধব্জাধারীরা একত্রিত হয়েও যদি সক্ষম হবেন বলে মনে করেন তবে প্রমাণ করে দিন । এটাও তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ। আর এ চ্যালেঞ্জ বংশানুক্রমে তথাকথিত সকল মুহাম্মাদীদের প্রতি বহাল থাকবে।

আহলে হাদীস নাম ইংরেজের বরাদ্দকৃত

বর্তমানে অবশ্য লা-মাযহাবীরা ওহহাবী বা সালাফী নামে আত্মপ্রকাশ করে সাউদি রিয়াল, দিনার, দিরহাম উপার্জনের মোহে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু ১২৪৬ হিজরীতে , তাদের উদ্ভবের সূচনালগ্নে যখন তেল পেট্রোলের পয়সার জমজমাট ছিল না, ওহহাবীদেরই যখন দুর্দিন-দুর্ভিক্ষ চলছিল, বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী ও ইংরেজ বিতাড়নের জিহাদে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদেরকে ইংরেজ সরকার ওহহাবী বলে আখ্যায়িত করেছিল, তখন লা-মাযহাবীরা ওহহাবী নামের আখ্যা থেকে

[২০] । তাযকিরাতুল হুফফাজ, পুঃ ৩/১৮৪

রক্ষা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই তারা তখন নিজেদের জন্য " মুহাম্মাদী" এবং পরবর্তীতে " আহলে হাদীস" নাম বরাদ্দ করার সম্ভাব্য সকল তৎপরতা চালিয়ে গিয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে লা-মাযহাবীদের তৎকালীন অন্যতম মুখপাত্র মৌলভী মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী লাহোরী বৃটিশ সরকারের প্রধান কার্যালয় এবং পাঞ্জাব, সি-পি, ইউ-পি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ও বাঙ্গাল সহ বিভিন্ন প্রাদেশিক কার্যালয়ে ইংরেজ প্রশাসনের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করতঃ তাদের জন্য " আহলে হাদীস" নাম বরাদ্দ দেয়ার দরখাস্ত পেশ করেন। এ দরখাস্তগুলোর প্রতিউত্তর সহ তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত তৎকালীন "এশায়াতুস সুন্নাহ" পত্রিকায়ও প্রকাশ করা হয়। যা পরে সাময়িক নিবন্ধ আকারেও বাজারজাত করা হয়।[২১]

তাদের মানসিকতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিছুটা আঁচ করার জন্য পাঠক সমীপে তন্মধ্য হতে একটি দরখাস্তের অনুবাদ নিম্নে পেশ করছি।

"বখেদমতে জনাব গভর্নমেন্ট সেক্রেটারী,

আমি আপনার খেদমতে লাইন কয়েক লেখার অনুমতি এবং এর জন্য ক্ষমাও প্রার্থনা করছি। আমার সম্পাদিত মাসিক "এশায়াতুস সুন্নাহ" পত্রিকায় ১৮৮৬ ইংরেজীতে প্রকাশ করেছিলাম যে, ওহহাবী শব্দটি ইংরেজ সরকারের নিমক হারাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এ শব্দটি হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ঐ অংশের জন্য ব্যবহার সমীচীন হবে না, যাদেরকে " আহলে হাদীস" বলা হয় এবং যারা সর্বদা ইংরেজ সরকারের নিমক হালালী, আনুগত্য ও কল্যাণই প্রত্যাশা করে, যা বার বার প্রমাণও হয়েছে এবং সরকারী চিঠি পত্রে এর স্বীকৃতিও রয়েছে।

অতএব, এ দলের প্রতি ওহহাবী শব্দ ব্যবহারের জোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে এবং সাথে সাথে গভর্নমেন্টের বরাবর অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে আবেদন করা যাচ্ছে যে, সরকারীভাবে এ ওহহাবী শব্দ রহিত করে আমাদের উপর এর

---

[২১] । পৃ.২৪-২৬ সংখ্যাঃ২ খণ্ড ১১

ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক এবং এ শব্দের পরিবর্তে "আহলে হাদীস" সম্বোধন করা হোক।

আপনার একান্ত অনুগত খাদেম
আবু সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন
সম্পাদক, এশায়াতুস সুন্নাহ

দরখাস্ত মুতাবেক ইংরেজ সরকার তাদের জন্যে " ওহহাবী " শব্দের পরিবর্তে " আহলে হাদীস " নাম বরাদ্দ করেছে। এবং সরকারী কাগজ-চিঠিপত্র ও সকল পর্যায়ে তাদেরকে " আহলে হাদীস " সম্বোধনের নোটিশ জারি করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দরখাস্তকারীকেও লিখিতভাবে মঞ্জুরী নোটিশে অবহিত করা হয়।

সর্বপ্রথম পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট সেক্রেটারী মি. ডাব্লিউ, এম, এন (W.M.N) বাহাদুর চিঠি নং-১৭৫৮ এর মাধ্যমে ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৬ ইংরেজিতে অনুমোদনপত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর ১৪ই জুলাই ১৮৮৮ ইং সি,পি গভর্নমেন্ট চিঠি নং-৪০৭ এর মাধ্যমে, ২০শে জুলাই ১৮৮৮ ইং ইউ,পি গভর্নমেন্ট চিঠি নং-৩৮৬ এর মাধ্যমে, ১৪ই আগস্ট ১৮৮৮ইং বোম্বাই গভর্নমেন্ট চিঠি নং-৭৩২ এর মাধ্যমে, ১৫ই আগস্ট ১৮৮৮ মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট চিঠি নং-১২৭ এর মাধ্যমে, ৪ঠা মার্চ ১৮৯০ইং বাঙ্গাল গভর্নমেন্ট চিঠি নং-১৫৬নং এর মাধ্যমে দরখাস্তকারী মৌ. আবু সাইদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীকে অবহিত করা হয়।[২২]

কোন মুসলিম জামাতের নাম অমুসলিম, নাস্তিক, মুসলমানদের চিরশত্রু খৃস্টান নাছারাদের মাধ্যমে বরাদ্দ করার ঘটনা ইসলামী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিরল। যা কেবল হিন্দুস্তানী লা-মযাহাবীদেরই গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়(!) তাই তারা এ ইতিহাসটা অত্যন্ত গৌরবের সহিত নিজেদেরই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে তৃপ্তি লাভ করেছেন।

---

[২২] । এশায়াতুস সুন্নাহ , পৃ. ৩২-৩৯ সংখ্যাঃ ২ খ.১১

সত্যিকার আহলে হাদীস কে?

যুগযুগ ধরে হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ এবং হাদীসের ব্যাখ্যা ও হাদীসের বর্ণনাকারীদের ইতিহাসের কিতাব সমূহের ভাষ্য মতে, যারা হাদীসের সনদ ও মতন (বর্ণনাকারী ও মূল বিষয়) নিয়ে নিবেদিত এবং হাদীস শরীফের সংরক্ষণ, হিফাযত, সঠিক বুঝ এর অনুসরণ-অনুকরণে নিজের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকেই আহলে হাদীস বা আছহাবুল হাদীস বলা হয়। চাই সে হানাফী হোক বা শাফেয়ী , মালেকী অথবা হাম্বলী।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা যাকে লা-মাযহাবীরাও অনুসরণ করে থাকে , তিনি বলেন-

نحن لا نعنى باهل الحديث المقتصرين على سماعہ اوكتابتہ او روايتہ بل نعنى بهم كل من كان احق بحفظہ ومعرفتہ وفهمہ ظاهرا وباطنا واتباعہ ظاهرا وباطنا۔

শুধু মাত্র হাদীস শ্রবণ, লিখন অথবা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিদেরকেই "আহলে হাদীস" বলা হয় না; বরং আমাদের নিকট " আহলে হাদীস" বলতে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বুঝায় যারা হাদীস সংরক্ষণ , পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা সম্পন্ন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থের অনুসারী হবে।"[২৩]

আল্লামা হাফেয মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-অজীর (মৃ.৮৪০ হিজরী) লিখেন-

من المعلوم ان اهل الحديث اسم لمن عنى بہ وانقطع فى طلبہ

"একটি জ্ঞাত কথা হল "আহলে হাদীস" বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি এর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে খেদমত করেছেন এবং এর অন্বেষণে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।"

উভয়ের বক্তব্যের দ্বারা এ কথাই পরিস্ফুটিত হয় যে, আহলে হাদীস হতে হলে হাদীস সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে।

---

[২৩] । নাক্বদুল মানতিক, পৃ. ১৮ কায়রো থেকে প্রকাশ ১৯৫১ইং

ফিক্বহে হাদীস তথা হাদীসের মর্মকথা অনুধাবণ করতে হবে, আর আমল করতে হবে সে অনুযায়ী। চাই সে যে মাযহাবেরই হোক না কেন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপ ও আশ্চর্যের সাথে ব্যক্ত করতে হচ্ছে যে, লা-মাযহাবীরা "আহলে হাদীস" বলতে মাযহাব অমান্যকারী একটি দল ও একটি নির্দিষ্ট মতবাদ বুঝায়। অনুরূপভাবে যেথায়ই আহলে হাদীস বা আহলুল হাদীস শব্দ দেখতে পাওয়া যায় এর দ্বারা তারা নিজেদেরকেই মনে করে। চাই সে জাহেল বা মূর্খ হোক, নামাযী হোক বা বেনামাযী হোক......হাদীস সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান থাক বা না থাক। কেবল আহলে হাদীস দলে ভর্তি হলেই আহলে হাদীস উপাধি পেয়ে যাবে। [২৪] তাই এ দলের সবার উপাধি "আহলে হাদীস" যদিও তাদের অনেকেরই পেটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালেও একটি হাদীস নির্গত হবে না। উপরন্তু তাদের দলীয় আলেমদের অনেকেই ফিক্বহে হাদীস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানও রাখে না, বুঝার চেষ্টাও করে না। এর প্রমাণ হিসেবে তাদের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাসান খানের উক্তি পেশ করছি-

تراهم يقتصرون منها على النقل ولا يصرفون العناية الى فهم السنة ويظنون ان ذلك يكفيهم وهيهات بل المقصود من الحديث فهمه وتدبر معانيه دون الاقتصار على مبانيه۔

"আপনি তাদেরকে কেবল হাদীসের শব্দ নকল করতে দেখবেন, হাদীস বুঝার প্রতি তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। এতটুকু তারা নিজেদের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করে। অথচ এ ভ্রান্ত ধারণা মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে, কেননা হাদীসের কেবল শব্দের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থেকে হাদীস বুঝা, এর অর্থ ও মর্ম নিয়ে গবেষণা করাই হল মূল উদ্দেশ্য"।[২৫]

তিনি আরও লিখেন-

ولا يعرفون من فقه السنة فى المعاملات شيئا قليلا، لايقدرون على استخراج مسئلة واستنباط حكم على اسلوب السنن واهلها ، وهم

[২৪] । আখবারুল ইত্তেছাল, পৃ.৫ কলাম-১, সংখ্যা-২ ফে. ১৯৬২ আহলে হাদীসের তদানিন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ইসমাইল কর্তৃক প্রকাশিত।

[২৫] । আল-হিত্তাহ ফী যিকরিচ্ছিহাহ ছিত্তাহ পৃ.৫৩

اكتفوا عن العمل بالدعاوى اللسانية وعن اتباع السنة بالتسويلات الشيطانية۔

" আহলে হাদীস মতবাদের দাবিদাররা লেনদেন বিষয়ক হাদীসের ফিক্বহ তথা এর গূঢ়তত্ত্বে সামান্যতম জ্ঞান রাখে না। হাদীস ও আহলে সুন্নাতের নীতিমালা অনুসারে হাদীস থেকে একটি মাসআলা বা একটি শরয়ী বিধান বের করতে তারা সক্ষম নয়। তাদের মৌখিক দাবি অনুযায়ী আমল ও সুন্নতের অনুসরণের পরিবর্তে কেবল শয়তানী চক্রের অনুকরণই যথেষ্ট মনে করে"[২৬]

তিনি আরো লিখেন-

لوكان لهم اخلاص لايكتفوا من علم الحديث على رسمه ومن العمل بالكتاب الا على اسمه۔

" তাদের মধ্যে যদি নিষ্ঠা থাকতো তাহলে প্রথাগত আহলে হাদীস আর নামে মাত্র কুরআন-কিতাবের অনুসারী হওয়াই যথেষ্ট মনে করতো না।"[২৭]

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, আহলে হাদীস দলে ভর্তি হলেই বা এ মতবাদ গ্রহণ করলেই অথবা আহলে হাদীস নাম করণেই প্রকৃত অর্থে "আহলে হাদীস" হওয়া যায় না। বরং এর জন্য চাই অসীম ত্যাগ ও পরিপূর্ণ যোগ্যতা। আরও বুঝা গেল যে, বর্তমানে যাদের নাম "আহলে হাদীস" তারা কাজে ও বাস্তবে আহলে হাদীস নয়, তাদের নামে আর কাজে কোন মিল নেই। কেবল সরলমনা সাধারণ মুসলমানগণকে প্রতারণার জন্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদ হিসেবে এ নামটি গ্রহণ করেছে। যেমন-জামের ন্যায় কালো মানুষের নামও অনেক সময় লাল মিয়া বা সুন্দর আলী রেখে থাকে।

সত্যিকারার্থে "আহলে হাদীস" নামটি তারা তৎকালীন বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে এর প্রকৃত অর্থ থেকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে নিজেদের জন্য, যাতে করে সাধারণ মানুষ তাদেরকে পূর্বের যুগের প্রকৃত " আহলে হাদীস" মনে করে প্রতারিত হয়।

---

[২৬] । আল-হিত্তাহ-পৃ.৫১

[২৭] । আল-হিত্তাহ-পৃ.১৫৬

আহলে হাদীস দাবিদারদের মুহাদ্দিসগণ ও তাদের কিতাবগুলো কোথায়?

হাদীস সংকলনের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ ও ইলমে হাদীস সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এবং হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অসংখ্য কিতাব রচিত হয়ে আসছে। আর উম্মতে মুসলিমার নিমিত্তে এ মহান খিদমাত মুজতাহিদ ইমাম অথবা তাদেরই মুকাল্লিদ উলামায়ে কিরামের অসীম ত্যাগ তিতীক্ষার ফলাফল। যা প্রতিটি জ্ঞানী মুসলিম মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য।

ছিহাহ ছিত্তাহ (বুখারী শরীফ, নাসাঈ, আবুদাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) এবং শরহে মায়া'নিল আসার , সুনানে বায়হাক্বী, মু'জামে তাবরানী, মুসতাদরাকে হাকেম, আল-মুখতারাহ, শরহুসসুন্নাহ, মুসনাদে আহমাদ সহ হাদীসের যাবতীয় কিতাবের সংকলকগণ হয়ত স্বয়ং মুজতাহিদ ছিলেন অথবা অন্য কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন।[২৮]

অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রণেতা, যেমন- "ফাতহুল বারী" প্রণেতা ইবনে হাজার আসক্বালানী শাফেয়ী, উমদাতুল ক্বারী প্রণেতা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী, ইরশাদুস সারী প্রণেতা শিহাবুদ্দীন ক্বাসতালানী শাফেয়ী, ফয়জুল বারী প্রণেতা আনওয়ার শাহ

---

[২৮] । ইমাম বুখারীকে (রহ.) অনেকে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে গণ্য করেছেন, পক্ষান্তরে শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) " আল-ইনসাফের" ৬৭ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী " তবক্বাতুশ শাফেয়ীয়ার" ২/২ পৃষ্ঠায় এবং গাইরে মুক্বাল্লিদ আলেম নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খাঁন "আবজাদুল উলূমের" ৮১০ পৃষ্ঠায় তাঁকে শাফেয়ী মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও শাফেয়ী ছিলেন বলে "ছিদ্দিক্ব হাসান খান" "আল হিত্তার" ১৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী "ফয়জুল বারী" ১/৫৮ পৃষ্ঠায় ইবনে তাইমিয়্যার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম নাসাঈ ও আবু দাউদকে হাম্বলী মাযহাব অবলম্বী বলেছেন। অনুরূপভাবে ছিদ্দিক্ব হাসান খানও "আবজাদুল উলুম" ৮১০ পৃষ্ঠায় উভয়কে হাম্বলী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী সম্বন্ধে শাহ অলি উল্লাহ " আল-ইনসাফের"৭৯ পৃষ্ঠায় মুজতাহিদ তবে হাম্বলী মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট এবং এক পর্যায়ে হানাফী বলে ও উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম ইবনে মাজাহকে আল্লামা কাশ্মীরী "ফয়জুল বারী" ১/৫৮ পৃষ্ঠায় শাফেয়ী বলে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা সবাই মুক্বালিদ তথা কোন না কোন মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। যদিও কোন কোন মাসআলায় আপন মাযহাবের খেলাফও করেছেন। যেমন ইমাম ত্বাহাবী হানাফী হওয়া সত্বেও কোন কোন মাসআলায় হানাফী মাযহাবের ভিন্ন মতও অবলম্বন করেছেন।

কাশ্মীরী হানাফী, লামিউদ দারারী প্রণেতা রশীদ আহমদ গাংগুহী হানাফী। (রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা)

অনুরূপভাবে মুসলিম শরীফের বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণেতা, যেমন- " আল-মুফহিম " প্রণেতা আব্দুল গাফের ফারেসী, " আল মু'লিম " প্রণেতা " আবু আব্দুল্লাহ আল-মা'যারী " ইকমালুল মু'লিম প্রণেতা ক্বাজী আয়ায, আল মিনহাজ প্রণেতা ইমাম নববী প্রমুখ এবং নাসাঈ , আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের প্রবীণ ব্যাখ্যাকারগণ সবাই কোন না কোন মাযহাবের মুক্বাল্লিদ ছিলেন। যা সর্বজন স্বীকৃত ও তাদের জীবনী গ্রন্থ সমূহে এবং অধিকাংশ কিতাবের প্রচ্ছদে উল্লেখ রয়েছে।

এ ছাড়া হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্বলিত বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ প্রণেতা, যেমন- "আল-কামাল ফী আসমাইর রিজাল " প্রণেতা হাফেয আব্দুল গণী আল-মাক্বদাসী ৩৫ ভলিয়মে মুদ্রিত " তাহযীবুল কামাল " প্রণেতা হাফেয আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী, ১২ ভলিয়মে মুদ্রিত " ইকমালু তাহযীবিল কামাল " প্রণেতা হাফেয আলাউদ্দীন মুগলতাঈ আল হানাফী, ২৫ ভলিয়মে মুদ্রিত "ছিয়ারু আলা'মিন নুবালা" প্রণেতা হাফেয শামছুদ্দীন যাহাবী, ১২ ভলিয়মে মুদ্রিত "তারিখে বাগদাদ" প্রণেতা খতীবে বাগদাদী, ৭০ভলিয়মে মুদ্রিত "তারিখে দামেশক্ব" প্রণেতা হাফেয ইবনে আসাকিরসহ তারাজীমের প্রায় পাঁচ শতেরও অধিক সমস্ত কিতাবেরই সংকলকগণ কোন না কোন মাযহাবের মুক্বাল্লিদ বা অনুসারী ছিলেন।[২৯]

এখন প্রশ্ন হল, যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে দাবি করে এবং এ দলের নির্ধারিত ফরম পূর্ণ করলেই "আহলে হাদীস" নামের সার্টিফিকেট লাভে ধন্য হয় (!) হাদীস তথা ইলমে হাদীসের জগতে তাদের কোন অবদান নেই কেন? তারা মাযহাব মানাকে শিরক বলে, সুতরাং তাদের ভাষ্য মতে মাযহাব মানে এমন মুশরিকদের সংকলিত

---

[২৯] । উল্লেখিত কিতাব গুলো অধ্যয়নের এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার আগ্রহীগণকে আমাদের বসুন্ধরা-গুলশানে অবস্থিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের বিশাল গ্রন্থাগারে আগমনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

হাদীসের কিতাব সমূহের উপর তাদের আস্থা ও নির্ভরতা হয় কোন হাদীসের ভিত্তিতে? তাই আমি তাদেরকে বলব লা-মাযহাবী হিসাবে আপনাদের মাযহাব অবলম্বী কারও মাধ্যম ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করতে হবে। তবেই হাদীসের ক্ষেত্রে "আহলে হাদীসের" দৌরাত্ম্য ও চাতুরী ধরা পড়বে। আর মুসলমানরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, "আহলে হাদীস" নামের অন্তরালে ইসলামপ্রিয় সাধারণ মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে সরানোর দুরভিসন্ধি আর ঈমান হরণের গভীর ষড়যন্ত্র বৈ আর কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। সব কিছু মিলিয়ে আমরা একথা বলতে পারি যে, তাদের এ নাম অবলম্বন, লবণের কৌটায় চিনি আর বিষের বোতলে মধুর লেবেল লাগানোরই নামান্তর।

সালাফী দাবির বাস্তবতা

সালাফী শব্দটির মূল হচ্ছে "সালাফ",যা সাধারণতঃ অতিবাহিত বা পূর্ববর্তী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [৩০] আর যারা অতিবাহিত বা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ-অনুকরণ করে তারাই হলো "সালাফী"। যেহেতু ইসলামী ইতিহাসের প্রথম তিন যুগের মহামনীষীগণ, অর্থাৎ সাহাবা (রা.)তাবেঈন ও তাবে তাবেয়ীগণই রাসূল (সা.) এর ভাষায় পূর্বসূরী হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রকৃত অধিকারী। তাই, যে তাঁদের অনুসৃত আদর্শ ও ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন হাদীসকে আঁকড়ে ধরবে সে-ই হবে সত্যিকারার্থে "সালাফী" তথা পূর্ববর্তীদের অনুসারী।

সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন-" আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, আমার যুগের উম্মত। (অর্থাৎ সাহাবাগণ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত) অতঃপর শ্রেষ্ঠ উম্মত তাঁরা , যারা সাহাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে (অর্থাৎ তাবেয়ীগণ) অতঃপর শ্রেষ্ঠ উম্মত তাঁরা , যারা ২য় যুগের উম্মত। তথা তাবেয়ীগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে, (অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনগণ) অতঃপর এমন জনগোষ্ঠির

---

[৩০] । আল-মু'জামূল অসিত-পৃ.৪৪৩

আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণ করার উপযুক্ত হবে না, আমাদের জন্য বিশ্বস্ত হবেনা, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না, এক কথায় তাদের মধ্যে কেবল অসৎ ও অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকবে"।[৩১]

এ হাদীসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী ইতিহাসে অনুসরণীয় পূর্ববর্তী স্বর্ণযুগ বলতে উপরোল্লেখিত তিনটি যুগই বুঝায়। আর এ তিন যুগের সমাপ্তি ঘটেছে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে। তাই হাফেয যাহাবী (রহ.) লিখেন "পূর্ববর্তী যুগ বলতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নই বুঝায়"।[৩২]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা একথা সুদৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, সাহাবা, তাবেয়ী, ও তদসংশ্লিষ্ট আইম্মায়ে মুজতাহিদগণই আমাদের যোগ্য পূর্বসূরী। তাই কুরআন-হাদীসের সঠিক মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ, মতামত ও ব্যাখ্যার অনুসরণ যারা করবে একমাত্র তাঁরাই সালাফী দাবি করার অধিকার রাখে। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করে না বা তাঁদের প্রতি বিরাগ ও বৈরী ভাব পোষণ করে অথবা তাঁদের পরবর্তী নিকৃষ্টতম যুগের কারও অনুসরণ করে তারা কোন ক্রমেই সালাফী দাবি করার অধিকার রাখে না।

বর্তমান তথাকথিত "সালাফী" দাবিদারদের সালফে ছালেহীন বা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তদসংশ্লিষ্ট ইমামগণের সংগে কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে(?) তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাদের প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের পকেট পুস্তিকা ও চ্যালেঞ্জ-বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, " যারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে নিবে তারাই সালাফী বা আহলে হাদীস , তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল, জান্নাতের অধিকারী।"[৩৩] তাদের এহেন বক্তব্য বাহ্যত খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই ধরা পড়বে যে তারা অত্যন্ত চাতুরতার সাথে বিষ মিশ্রণ করে দিয়েছে। কেননা তাদের এ বক্তব্যে সাহাবায়ে

---

[৩১]। বুখারী শরীফ ফাজায়েলে সাহাবা-হা.৩৬৫০ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন ফাতহুল বারী পৃ.৭/৬

[৩২]। মিজানুল ই'তেদাল-পৃ.১/৪

[৩৩] দ্রঃ আহলে হাদীস আন্দোলন কি ও কেন-পৃ.৪-১৩

কিরামগণের অনুসৃত আদর্শও যে দ্বীন ও শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত এ কথাকে অতি ধূর্ততার সাথে অস্বীকার করা হয়েছে।

তথাকথিত আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশের বর্তমান মুখপাত্র জনাব ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেব তার লিখিত "আহলে হাদীস আন্দোলন কি ও কেন" পুস্তিকার প্রারম্ভিকা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, বিশেষ করে ৪ও ১৩ নং পৃষ্ঠায় এ কথাই বুঝানোর প্রয়াস চালিয়েছেন যে, আহলে হাদীস আন্দোলন পূর্বসূরী কোন ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য করা নয় বরং একমাত্র কুরআন-হাদীসেরই ইত্তিবা'করা। এ জন্যই এ আহলে হাদীস নামক মতবাদের পরিচয় দিতে যেয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম হাদীস বিশারদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) লিখেন-

من لا يقول بالقياس ولا بآثار الصحابة والتابعين كداود وابن حزم -

"তারা না ক্বিয়াস মানে , না সাহাবা ও তাবেয়ীদের অনুসৃত আদর্শ- উক্তি মানে, যেমন মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন দাউদে যাহেরী ও ইবনে হাযাম যাহেরী।"[৩৪]

অথচ রাসূল (সা.) এর পবিত্র হাদীস হলো-

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين-

" আমার তরীক্বা এবং আমার পরবর্তী সত্যের আলোকবর্তিকা হিদায়াতপ্রাপ্ত সাহাবাদের তারীক্বা আঁকড়ে ধরা তোমাদের জন্য একান্ত জরুরী।"[৩৫]

অনুরূপভাবে অনেকগুলো ভ্রান্ত দল সমূহের বাহিরে, মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দলের পরিচয় দিতে যেয়ে প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ ফরমান-

وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا ومن هى يارسول الله قال : مانا عليه واصحابى-

" আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, কেবল একটি মাত্র দল ব্যতীত অপরাপর সবাই দোযখী হবে, (এতদশ্রবণে) সাহাবায়ে কিরামগণ আরজ করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মুক্তিপ্রাপ্ত এ দলটির পরিচয়

---

৩৪ । হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ-পৃ.১/১৬১

৩৫ । তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল ইলম,বাবু মা-জায়া ফিল আখজে বিসসুন্নাহ পৃ.৫/৪৩ হা. নং(২৬৭৬)

কি? তদুত্তরে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের তরীক্বার (আদর্শের) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে”[৩৬]।

লক্ষণীয় যে, প্রথমোক্ত হাদীসে মহানবী (সা.) তাঁর তরীক্বার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদের তরীক্বাকেও আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ করেছেন। তেমনি ভাবে দ্বিতীয় হাদীসেও মহানবী (সা.) তাঁর তরীক্বায় প্রতিষ্ঠিতদেরকে যেমনিভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলে গণ্য করেছেন অনুরূপ ভাবে সাহাবাদের (রা.) তরীক্বা বা আদর্শে প্রতিষ্ঠিতদেরকেও মুক্তিপ্রাপ্ত দলেই গণ্য করেছেন। তাই উপরোক্ত হাদীস দু'টি এবং এ ধরনের আরও অসংখ্য হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবাগণের তরীক্বা বা অনুসৃত আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, তাঁরাই আমাদের প্রথম সারির “সালাফ” বা পূর্বসূরী। সুতরাং যারা তাঁদের অনুসরণ করবে তারা সালাফী। আর যারা তাঁদের অনুসরণ করবে না তারা “সালাফী” দাবি করার অধিকার রাখেনা। বরং তারা “খেলাফী” বা বিরুদ্ধাচরণকারী।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্বন্ধে লা-মাযহাবীদের আক্বীদা

উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাসূল (সা.) এর সম্মানিত সাহাবীগণের মূল্যবান বাণী ও তাদের অনুসৃত আদর্শ আমাদের জন্য পাথেয় এবং অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আর এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আক্বীদা। পক্ষান্তরে লা-মাযহাবী বা সালাফীদের আক্বীদা হলো যে, সাহাবাদের কোনো বাণী তাদের অনুসৃত আদর্শ অনুসরণযোগ্য নয় এবং অনুসরণ করা ধর্মহীনতা ও অন্ধ বিশ্বাসের নামান্তর।

---

[৩৬] । তিরমিযী শরীফ, কিতাবুল ইলম, বাবু মা-জায়া ফি ইফতিরাক্বে হাজিহিল উম্মাহ হা.নং-(২৬৪১)

তাদের উক্ত আক্বীদার প্রমাণ স্বরূপ ভারতবর্ষে লা-মাযহাবীদের প্রধান মুখপাত্র নবাব ছিদ্দিক্ব হাসান খানের কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল-

"আর রওজাতুন নাদীয়াহ" নামক গ্রন্থে তিনি লিখেন-

قول الصحابى لاتقوم بہ حجۃ وفهم الصحابى ليس بحجۃ

"সাহাবাগণের (রা.) কথা দলীল স্বরূপ পেশ করা যাবে না।"[৩৭] এবং তাদের বুঝ নির্ভরযোগ্য নয়।[৩৮]

অন্য গ্রন্থে আরও লিখেন-

وفعل الصحابى لايصلح حجۃ

"এবং সাহাবাগণের আমল দলীল হওয়ার উপযোগী নয়।"[৩৯]

লা-মাযহাবীদের সর্বাধিনায়ক সাইয়্যেদ নযীর হুসাইন বলেন-

زیراکہ قول صحابی حجت نیست

"সাহাবীদের কথা প্রমাণযোগ্য নয়"।[৪০]

লা-মাযহাবীদের আক্বীদা সাহাবায়ে কিরামের (রা.) আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে অনীহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের কতিপয় আলেম ভ্রষ্ট শিয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাহাবাদেরকে ফাসেক্বও বলেছে। লা-মাযহাবীদের বিশেষ মুখপাত্র নবাব ওয়াহিদুযযামান তার রচিত গ্রন্থ 'নুযুলুল আবরারে' লিখেছেন-

إن من الصحابۃ من هو فاسق كالوليد ومثلہ يقال فى حق معاويۃ وعمر ومغيرة وسمرة۔

"সাহাবাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক ফাসেক্বও ছিল, যেমন- ওয়ালিদ, তেমনি ভাবে মুয়াবিয়া, উমর, মুগীরা ও সামুরা (রা.) প্রমুখ সম্বন্ধেও অনুরূপ বলা যেতে পারে "।(!)[৪১]

---

৩৭ । আর রাওজাতুল নাদীয়া-পৃ.১/১৪১

৩৮ । আর রাওজাতুল নাদীয়া-পৃ.১/১৫৪

৩৯ । আততাজ আল-মুক্বাল্লিদ-পৃ.১৯২

৪০ । ফাতাওয়ায়ে নজীরিয়া-পৃ.১/৩৪০

৪১ । নুযুলুল আবরার, পৃ.২/৯৪

সম্মানিত পাঠক সমাজ ! সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কি আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরী নয়? নয়কি তাদের অনুসৃত আদর্শ আমাদের জন্য পাথেয়? আর তাঁরাই যদি আমাদের পূর্বসূরী না হয়, তাহলে কারা হবে? সুতরাং সাহাবা সম্বন্ধেই যাদের এ হীন মন্তব্য আর আক্বীদা তাদের সালাফী দাবি করা অবান্তর, হাস্যকর ও গভীর চক্রান্ত বৈ আর কি হতে পারে? যদি হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সম্বন্ধে তাদের এরূপ ধারণা আর এরূপ বৈরী আক্বীদা হয় তাহলে সাহাবা পরবর্তী তাবেয়ী ও আইম্মায়ে মুজতাহিদগণ সম্বন্ধে তাদের কেমন জঘন্যতম আক্বীদা ও বিরাগ-বিকর্ষণ হবে তা আর উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রশ্ন হলো এতদসত্বেও কোন সূত্রে, কোন যুক্তিতে তারা সালাফী দাবি করে? নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, তারা মূলত ক্বাজী মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী (মৃত১২৫৫হিজরী) এবং শায়খ মুহাম্মদ নাছীরুদ্দীন আলবানীর (মৃত ১৯৯৯ইং-১৪১৯হি.) অনুসরণ-অনুকরণ, তথা তাক্বলীদ করে চলছে। আর তারা ইমামগণের তাক্বলীদ করাকে সম্পূর্ণ রূপে হারাম ও শিরক হিসেবে অভিহিত করেছেন। অথচ তারাই লা-মাযহাবীদের ইমামের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। এছাড়া একই মতাদর্শের বিধায় লা-মাযহাবীরা সুবিধামতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে হাযাম, (মৃত৪৫৬হিজরী) ইবনে তাইমিয়্যাহ (মৃত৭২৮ হিজরী) ইবনুল ক্বাইয়্যিম (মৃত ৭৫১) এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদী (মৃত১২০৬হিজরী) প্রমুখেরও অনুসরণ করে আসছে বলে বাস্তবে দেখা যায়।

সুতরাং এ প্রশ্নটি থেকেই যায় যে, তথাকথিত “সালাফী” দাবিদাররা ৫ম শতাব্দী বা ১৪ শতাব্দী তথা নিকৃষ্টতম যুগের লোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি সালাফী দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে তাহলে সাহাবা এবং প্রথম যুগের ইমাম বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ. জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত ১৫০হি.) অথবা ইমাম মালেক (রহ. মৃত১৭৯হি.) অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহ. মৃত ২০৪হি.) অথবা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ. মৃত ২৪১হিজরী) প্রমুখ প্রথিতযশা ইমামগণ কর্তৃক প্রদত্ত কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার অনুসরণ যাঁরা করে আসছে তাঁরা “সালাফী” হবে না কেন? বরং আমরা বলব তাঁরাই হলো

প্রকৃত "সালাফী"। আর তথাকথিত "সালাফী" নামের ধব্জাধারীরা নামে মাত্র "সালাফী"। সালফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। তাই তারা সালাফী নয়, বরং তারা হলো "খেলাফী" অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণকারী। কারণ, তারা সালফ বা পূর্বসূরীদের কেবল খেলাফ ও বিরুদ্ধাচরণই করে আসছে, সালফে সালেহীনের আনুগত্যের লেশমাত্রও তাদের মধ্যে নেই। হ্যাঁ , সাম্প্রতিককালে শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী এবং সউদি আরবের "রবী আল-মাদখালী ও মুহাম্মদ আল-মাদখালী প্রমুখ কট্টরপন্থী ব্যক্তিদের আনুগত্য ও তাক্বলীদ করতে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে। আর এরাই তাদের সালফ তথা পূর্বসূরী ও অনুকরণযোগ্য ইমাম বলে বিবেচিত। সুতরাং বলা যেতে পারে, তারা এ সমস্ত কট্টরপন্থী سلف السعوديين (সালাফুস সাউদিয়্যিন) সউদি সালফের অনুসরণ করে হিসেবে তারা সালাফী। পক্ষান্তরে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ সালফে সালেহীনের অনুসরণ করে বিধায় তারা হলো প্রকৃত অর্থে "সালাফী"।

এ অধ্যায়ে আশাকরি প্রতীয়মান হয়েছে যে, সালফে সালেহীনের সঙ্গে যাদের সামঞ্জস্যতা নেই তাদেরই নাম রেখেছে "সালাফী", আর হাদীসের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই তাদের নাম রেখেছে "আহলে হাদীস"। উল্লেখ্য যে, সালফের সঙ্গে যে তাদের সামঞ্জস্যতা নেই বা হাদীসের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তা তেমন মারাত্মক ব্যাপার নয়, মারাত্মক হলো সালফের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্যতা না থাকা সত্বেও নিজেদের নাম সালাফী রাখা এবং সালাফী দাবি করা। আর হাদীসের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্বেও নিজেদের নাম আহলে হাদীস রাখা। কেননা এ নামের মুখোশ পরে সরলমনা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে তারা সহজে প্রতারণা করতে সক্ষম হচ্ছে। মোটকথা, তাদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জাল হিসেবে তারা এ সমস্ত নাম ও ইসলামী পরিভাষা গুলো ব্যবহার করে আসছে। তাই এ নাম ও পরিভাষা সমূহের আসল রূপ উম্মোচন করা এবং এর মূল রহস্য উদঘাটন করে তা অনুধাবন করা প্রতিটি সত্যানুসন্ধিৎসু, ঈমানদার, উদার মুসলিমের একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের আক্রমণের স্বরূপ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "তোমার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করো, হৃদয়গ্রাহী হিকমাতের সহিত বুঝিয়ে এবং শুভেচ্ছামূলক আকর্ষণীয় উপদেশ শুনিয়ে এবং তোমরা (প্রয়োজনে) বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়।"[৪২] আরো এক আয়াতে আছে, "তোমরা আহলে কিতাবের সঙ্গে মতবিরোধে উত্তম পন্থা পরিহার করো না।"[৪৩] এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন- " ফিরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।"[৪৪]

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) অশ্লীলতাকে কোন ক্ষেত্রেই পছন্দ করতেন না।[৪৫] এক হাদীসে তিনি বলেন, "ঈমানদারকে গালি দেয়া ফাসেক্বী এবং হত্যা করা কাফেরের কাজ।"[৪৬]

রাসূলুল্লাহ(সা.) আরও ইরশাদ করেন, " তোমরা পরস্পর ক্রোধ-ক্ষোভ, হিংসা-নিন্দা, গীবত ও সমালোচনা পরিহার করত, ভাই ভাই হয়ে যাও। এভাবে তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৭] আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, " মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর

---

[৪২] । আন-নাহল,১২৫ (ادع الى سبيل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی هی احسن)

[৪৩] । আনকাবুত-৪৬ (لا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن)

[৪৪] । ত্বোয়া-হা,৪৪ (فقولا لہ قولا لینا)

[৪৫] । আহমাদ,২/১৯৩ হা.৬৮২৯(لم یکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا)

[৪৬] । আহমাদ - ১/৪৩৯ হা. ৪১৭৭ (سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر)

[৪৭] । আবু দাউদ-৫/২১হা. ৪৯১০ (لاتباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله اخوانا)

সাহাবীগণ কাফিরদের মোক্ববিলায় ছিলেন অত্যন্ত কঠোর আর পারস্পরিক হৃদ্যতায় ছিলেন পুষ্পকোমল।”[৪৮]

বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের আরও অগণিত আয়াত ও হাদীসের দ্ব্যর্থহীন দাবি হচ্ছে দ্বীন-ধর্মের ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক অথবা মতবিরোধের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে উত্তম পন্থায়-শালীনতার আলোকে। মতবিরোধ ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই চলে আসছে। সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মধ্যেও ছিল । কিন্তু তা হতে হবে কুরআন সুন্নাহর সীমারেখা অনুসারে। ক্রোধ-ক্ষোভ, হিংসা-নিন্দা, গীবত-সমালোচনা, গালমন্দ-অশ্লীলতা ইত্যাদি হারাম কাজ পরিহার করত' সুন্দর ও শুভেচ্ছামূলক উপস্থাপনা, উত্তমপন্থা এবং শালীনতার সাথে তর্ক-বিতর্ক বা মতবিরোধ করা কুরআন-সুন্নাহের নির্দেশ এবং রাসূল (সা.) ও সাহাবা(রা.) গণের আদর্শ।[৪৯]

কিন্তু দুঃখজনক বাস্তব সত্য যে, সাম্প্রতিক কালে কিছু এমন মতাদর্শীর আবির্ভাব ঘটেছে শুধু হিংসা-গীবত, অকথ্য গালমন্দ, অশালীন আচরণ, কুৎসা রটানো, আর অপবাদ দেয়াই এদের নিকট প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্যতম হাতিয়ার। বিশেষ করে " আহলে হাদীস" নামক এ সম্মানজনক উপাধির দাবিদাররা আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, মাযহাব অবলম্বী সাধারণ মুসলমান বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাব এবং পাক ভারতের প্রথিতযশা আলিম উলামাগণকে বিদ্বেষী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। সালফে সালেহীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা এদের মজ্জাগত অভ্যাসে রূপ নিয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর নাম শুনলে তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। বে-আদব এবং অভদ্র-অশালীন হওয়া তাদের নিকট বীর হওয়ার সমতুল্য। প্রবাদ বাক্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, কারো কুফরী কথা বা অশালীন বচন বর্ণনা করা কুফরী বা অশালীন নয়। তাই, আমি তাদের কিছু অশালীন আচরণ ও বিদ্বেষী উক্তি মুসলমানদেরকে অবগত করার ইচ্ছা করেছি। যাতে করে মুসলমানগণ তাদের ধ্যান-ধারণা, অশুভ চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতঃ এদের ষড়যন্ত্রের জাল থেকে অনুসন্ধিৎসু মুসলমানগণ আত্মরক্ষা ও

---

[৪৮] । সূরা ফাতহ-২৯ (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم)

[৪৯] । বিস্তারিত উদাহরণ সহ জানার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের বই ”মাযহাব মানি কেন? মতবিরোধ অধ্যায় ।

পরিত্রাণের সুযোগ পায়। আর আগত প্রজন্ম সতর্ক হতে পারে তাদের বিষাক্ত মতবাদ ও হীন চক্রান্ত থেকে।

এক

মাযহাব ও মাযহাব-অবলম্বীদের প্রতি লা-মাযহাবীদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

মাযহাব মানা বা তাক্বলীদ করা এবং মাযহাব-অবলম্বীদের প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়েই কথিত "আহলে হাদীস" মতবাদের আত্মপ্রকাশ। তাই, মাযহাব ও মাযহাবপন্থীদের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অসঙ্গতিপূর্ণ, জঘন্যতম ও ন্যক্কারজনক কটুক্তিপূর্ণ বই-পুস্তক তারা বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ তাদের পুস্তকগুলো থেকে কয়েকটি উক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(ক) লা-মাযহাবীদের বহুল আলোচিত বই "কাটহুজ্জাতীর জাওয়াব" বইয়ের লিখক মাও. আবু তাহের বর্দ্ধমানী লিখেছে- "তাক্বলীদ হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য শয়তানের সৃষ্ট বিভ্রান্তি।"[৫০]

(খ) অত্যন্ত বিতর্কিত বই "তাওহীদী এটম বোম" বইয়ের প্রণেতা মাওলানা আব্দুল মান্নান সিরাজনগরী (বগুড়া) লিখেন- "মুক্বাল্লিদগণকে মুসলমান মনে করা উচিত নয়।"[৫১]

(গ) রংপুর শাইলবাড়ী নিবাসী মুহা. আব্দুল কাদের লিখেন- "মাযহাবীগণ ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত, তাদের মধ্যে ইসলামের কোন অংশ নেই।"[৫২]

(ঘ) "ই'তেছামুস সুন্নাহ" গ্রন্থের রচয়িতা মাও. আব্দুল্লাহ মুহাম্মদী লিখে-"চার ইমামের মুক্বাল্লেদ এবং চার তরিকার অনুসারীগণ মুশরিক ও কাফির।"[৫৩]

---

[৫০] । কাটহুজ্জাতীর জওয়াব, পৃ.৮৩

[৫১] । তাওহীদী এটম বোম, পৃ.১৫

[৫২] । তাম্বিহুল গাফেলীন, আব্দুল কাদির রচিত পৃ.৭

[৫৩] । ইতেছামুস সুন্নাহ পৃ.৭-৮

এভাবে "জফরুল মুবিন" প্রণেতা মৌ. মুহিউদ্দীন, তরজমানে ওহহাবিয়্যাহ প্রণেতা নবাব ছিদ্দীক হাসান খান এবং লা-মাযহাবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাতওয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে নাজিরিয়ার সংকলক মৌ. নাজিমুদ্দীন প্রমুখ মাযহাব-অবলম্বীদেরকে কাফির, মুশরিক, বি'দআতী ও জাহান্নামী বলে ফতোয়া দিয়েছে।[৫৪]

পর্যালোচনা

এ ধরনের অগণিত ন্যক্কারজনক অশালীন বাক্যে তাদের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ভরপুর। কিন্তু কথিত আছে, যে কাপড় খুলে রাস্তার পার্শ্বে মলত্যাগ করে তারতো কোন লজ্জানুভূতি নেই। কিন্তু যে প্রত্যক্ষ করছে সে লজ্জায় কাতর। ঠিক অনুরূপভাবে যারা এ সমস্ত মাতলামী প্রলাপ ব্যক্ত করেছে তাদের কোন লজ্জানুভূতি না হলেও মূলতঃ এগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনা করতে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে। আমি অবাক যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিজীব মানুষ হয়ে তারা এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপে কীভাবে লিপ্ত হয়? আবার তারাও দাবি করে যে, মুসলমান(!) এর কয়েক ধাপ এগিয়ে তাদের দাবি তারা আহলে হাদীসও বটে(!) এই কী হাদীসের শিক্ষা? উদার চরিত্র ও খুলুকে কারীমের প্রবর্তক মহানবী (সা.)এর উম্মতের এই কী আদর্শ?

সম্মানিত পাঠক! শি'য়া সম্প্রদায় ও লা-মাযহাবীদের গুটিকয়েক ব্যতীত মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ, সমস্ত মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, হাদিস সংকলক, ব্যাখ্যাকারক প্রায় সবাই কোনো না কোনো মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, তাহাবী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে-মঈন, ইবনে তাইমিয়্যাহ, মোল্লা আলী ক্বারী, হাফেয যাহাবী , ইবনে হাজার আসক্বালানী প্রমুখ সকলেই

[৫৪] । দ্রঃ জফরুল মুবিন, পৃ.১৮৯-২৩০-২২৩ তরজমানে ওহহাবিয়্যাহ পৃ. ৩৫-৩৬ ফতোয়ায়ে নাযীরিয়া ।১/৬৯-৯৭

তো এ পথের পথিক।[৫৫] তারা সবাই যদি কাফির-মুশরিকই হয়ে থাকে তাহলে, তাদের সংকলিত হাদীস ও মতামত তারা গ্রহণ করে কোন হাদীসের ভিত্তিতে? অনুরূপভাবে হাদীসের বর্ণনাকারীগণও তো কোন না কোন মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন। [৫৬] এদের বর্ণনার উপর লা-মাযহাবীদের আস্থা ও বিশ্বাস হয় কোন দলীলের মাধ্যমে?

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বিদআ'তী, কাফির, মুশরিক ও জাহান্নামী আখ্যায়িত করে শুধু তারা গুটি কয়েকজন বেহেশতে বসবাস করতে চায়। আল্লাহর বেহেশত কি তাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের মত এতোই ছোট? তারা দুনিয়ার সবাইকে বিদআ'তী, কাফির, মুশরিক, আর জাহান্নামী আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা এ যাবৎ মুসলমান করেছেন কতোজনকে? বেহেশতী বানিয়েছেন কতোজনকে? তারা কি মানুষকে কাফির-মুশরিক বানানোর দায়িত্ব পেয়েছে না মুসলমান বানানোর?

তাদের এ অবস্থার প্রতি বিব্রতবোধ করে মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন-

"মাযহাব অমান্যকারীরা যদি এমন বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকে, তাহলে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী মুসলমানদের সামান্য কয়জন বাদ দিয়ে, বৃহত্তর অংশই তো বিদআ'তী, মুশরিক , কাফির বা পথভ্রষ্ট হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। তাই এমন ধারণা তো শুধু এই মূর্খ বা আহমকই করতে পারে, যে স্বয়ং তার মূর্খতারই খবর রাখে না। অথবা সেই যিন্দীক্ব বা নাস্তিকের জন্যই এমন ধারণা-পোষণ শোভা পায়, যার উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে নিরাশা সৃষ্টি করত, খোদ দ্বীন ইসলামকেই আংশিক বা পুরোপুরি অচল করে দেয়া। উক্ত ধারণা পোষণকারী শ্রেণীর লোকজন গুটিকয়েক হাদীস মুখস্ত করত শরীয়তের সমস্ত বিধি-বিধান শুধু এই কয়েকটি হাদীসের মধ্যেই সীমিত

---

[৫৫]-৫৬- বিস্তারিত জানার জন্য,দ্র. আমরা কেন মাযহাব মানি। "বিশ্বের যাঁরা মাযহাব মানে আর যারা মানে না" অধ্যায়।

[৫৬] । ঐ

হবার বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছে। নিজের অজানা সবকিছুকে তারা অস্বীকার করে চলেছে।"[৫৭]

দুই
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)ও হানাফী মাযহাবের প্রতি লা-মাযহাবীদের বিদ্বেষ

তথাকথিত আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবীদের হিংসাত্মক কার্যক্রম ও বিদ্রোহী প্রোপাগাণ্ডার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে স্বাভাবিকভাবেই বলতে বাধ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ আর যুদ্ধ-বিগ্রহের উপরই তাদের ভিত্তি, এ জন্য-ই এদের উৎপত্তি। অনাগ্রহ সত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে এদের কয়েকটি জঘন্যতম ঘৃন্য ও বলগাহীন প্রলাপ মাত্র উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হল-

(ক) লা-মাযহাবীদের অন্যতম পুরোধা মাও. নূর মুহাম্মদ তার স্বীয় গ্রন্থ "ইছবাতে আমীন বিল জাহর" এ লিখেন- "হানাফী ও ইয়াহুদীদের মধ্যে ১০টি বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে।"[৫৮]

(খ) আদদেওবন্দীয়া নামক বিতর্কিত কিতাবের ভাষ্য নিম্নরূপ-

قال الشيخ سيف الرحمن: (ان يهود اهل السنة هم المقلدون الجامدون وخاصة بعض الاحناف)

শেখ সাইফুর রহমান বলেন- " আহলে সুন্নাতের ইয়াহুদী হল রক্ষণশীল মাযহাবপন্থীরা, বিশেষতঃ কিছু হানাফী।[৫৯]

(গ) লা-মাযহাবী আলিম মাও.আব্দুল মান্নান সিরাজনগরী (বগুড়া) লিখেন- "হানাফী মাযহাবের মাসআলা কাফির হিন্দুদের পঞ্চভ্রাতাদের মাসআলার চাইতেও জঘন্য-ঘৃণ্য।"[৬০]

---

[৫৭] । মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী , ২/১০৭-১০৮ মাকতুব নং-৫৫(ফার্সী)

[৫৮] । ইছবাতে আমীন বিল জাহর, পৃ. ২০

[৫৯] । আদদেওবন্দিয়া , পৃ.৪৫০

[৬০] । তাওহীদী এটম বোম,পৃ. ৬৬ অনুরূপ" আমি কেন মুসলিম হইলাম" সুজাউল হক, ৫-১৭

(ঘ) মাযহাবীদের যুক্তির সন্ধান, বইয়ের লিখক মাও. আব্দুর রহমান লিখে- " হানাফী মাযহাব ৭২টি জাহান্নামী দলের একটি দল।"[৬১]

(ঙ) রংপুর জেলার শাইলবাড়ি নিবাসী মৌ. আব্দুল কাদের এবং কথিত নব মুসলিম সুজাউল হক লিখেছে-" আবু হানীফা মানুষের মন জয় এবং আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে হানীফা নামক সুন্দরী যুবতী মেয়েটির নাম অনুসারে মাযহাবের নামকরণ করেছে।"[৬২]

(চ) "আমি কেন মুসলিম হইলাম" বইয়ের লিখক সুজাউল হক নব মুসলিম, হানাফী ছিলেন। পেট্রো-ডলারের গরমে লা-মাযহাবী মতবাদ অবলম্বন করতঃ উক্ত বিতর্কিত বই রচনা করে। এ বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযহাবের প্রতি অপবাদ, অপপ্রচার ও কুৎসা রটানোর চুক্তিতেই লাগামহীনভাবে হীনস্বার্থ চরিতার্থ করেছে। এ বইয়ের ৩,৪,৯ ও ১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে, হানাফীরা মুরতাদ, ৪ ও ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে- হানাফীরা নাস্তিক। ৫ও১৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, হানাফীরা ধর্মের দালাল ও প্রতারক, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্বন্ধে উক্ত বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছে- " ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ইসলামদ্রোহী শত্রুদলসমূহের মধ্যে অন্যতম ইমাম আবু হানীফার নগ্ন ভূমিকার কুৎসিত ইতিহাস।" উক্ত বইয়ের ২১, ২২ , ২৫ ও ২৭ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানীফার বংশ ও মা-বাবাকেও বিবস্ত্র করে ছেড়েছে সেই "কথিত নব মুসলিম"।[৬৩]

(ছ) ফরিদপুরের (গোপালগঞ্জ) ঐতিহ্যবাহী হানাফী শিক্ষাকেন্দ্র গওহরডাঙ্গা মাদরাসার সুদীর্ঘকালের মুহতামিম মাও. আব্দুল আযীয (রহ.) এর পিতৃ অভিশপ্ত ও ত্যাজ্য পুত্র কথিত মাও. আব্দুর রাউফ, আমীর আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম বাংলাদেশ, তার রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় ইমাম আবু হানীফা(রহ.) ও হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড়-তুফান চালিয়েছে। বিশেষতঃ ইমাম

---

[৬১] । মাযহাবীদের যুক্তির সন্ধানে ভূমিকা

[৬২] । "তাম্বিহুল গাফেলীন" আঃ কাদির রচিত, পৃ. ১৯, সুজাউল হক নব মুসলিম রচিত "আমি কেন মুসলিম হইলাম" পৃ. ১৯

[৬৩] । বইয়ের নাম " আমি কেন মুসলিম হইলাম" লিখক , সুজাউল হক, নব মুসলিম, ৪০পৃষ্ঠায় ছাপা।

আবু হানীফা বনাম 'আবু হানীফা' বইয়ের পাতায় পাতায় কুৎসা ও অপবাদ অপপ্রচারের জগতের সবাইকে সে হার মানিয়েছে। কাল্পনিক ও আজগুবি বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উক্ত বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় লিখে-

"ইমাম আবু হানীফা ও ফিক্বহের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানীফা এক নয় কারণ ফিক্বহের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না, ফিক্বহের উদ্দেশ্য হলো মানুষের শয়তানী ইচ্ছাকে পূর্ণ করা এবং সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের রায়কে বাস্তবায়িত করা।"

উক্ত বইয়ের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখেছে- " আবু হানীফা বে-ঈমান হয়ে মারা গেছে" , ৮ম পৃষ্ঠায় লিখেছে-" ইমাম আবু হানীফা কাফির হয়ে মারা গেছে", ১০ম পৃষ্ঠায় লিখেছে- "মুসলিম জাতির মধ্যে আবু হানীফার চাইতে বড় সর্বনাশা সন্তান আর কোনটি জন্মায়নি।" একই পৃষ্ঠায় আরো লিখে-" ইসলামের প্রতি আবু হানীফার কোন শ্রদ্ধাই ছিল না।"

মোটকথা ৩৮ পৃষ্ঠা বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় চরম অশ্লীল ও অকথ্য ভাষায় ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযাহবের প্রতি তার সীমাহীন ক্ষোভ আর যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়েছে।"[৬৪]

পর্যালোচনা

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া চট্টগ্রাম-এর বিজ্ঞ মুহাদ্দিস মীর সাহেব (রহ.)-এর গল্প শুনেছিলাম। তিনি বলতেন, জনৈক ব্যক্তি হজ্ব করার জন্য মক্কা শরীফে পৌঁছে ভাবতে লাগল, এতো টাকা-পয়সা খরচ করে এলাম কিন্তু এ যাবৎ কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। তাই সে পরিচিতি লাভের জন্য তাৎক্ষণিক ফন্দি এঁটে যমযম কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করতে শুরু করে। অদ্ভুত পাগলের কাণ্ড সবাই অবাক হয়ে দেখতে থাকে আর জিজ্ঞেস করতে থাকে এই পাগল কে? বাড়ী কোথায়? ইত্যাদি

---

[৬৪]। বইয়ের নাম , ইমাম আবু হানীফা বনাম আবু হানীফা লেখক মাও. আ. রউফ আমীর আহলে হাদীস তাবলীগ ইসলাম, বাংলাদেশ, এম৪৮, হাউজিং খালিশপুর, খুলনা, প্রকাশকাল, ১৯৯৫ ইং সৌজন্যে আলহাজ্জ মুহা. আব্দুস সবুর, নিউ গ্লোব ট্রেডার্স, ২১৫ বংশাল রোড, ঢাকা, নিচে লেখা আছে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

ইত্যাদি। হাজী সাহেব এবার সন্তুষ্টচিত্তে বলতে থাকে, আমার এটাই আকাঙ্ক্ষা ছিল (!) ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযহাব বিশাল কূপ ও মহাসমুদ্রতুল্য, তাই কতিপয় পরিচিতি প্রবণ লোক এতে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করতঃ আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকে। এতে করে ইমাম আবু হানীফা বা হানাফী মাযহাবের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ তারাই হবে যারা আপন মাথা পাথরের পাহাড়ে টোকা দিচ্ছে।

হানাফী মাযহাবের সুখ্যাতি আজ জগৎজুড়ে, পরিধি বিশ্বজুড়ে। হানাফী মাযহাব ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য তথ্যপূর্ণ ও তাত্ত্বিক গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলমান বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী মুসলমান এ মাযহাবের সুধাপানে তৃপ্তি লাভ করছেন। এ মাযহাবের বিপুল গ্রহণযোগ্যতা লক্ষ্য করেই একটি কুচক্রী মহল গভীর ষড়যন্ত্র ও হিংসাত্মক আক্রমণে মেতে উঠেছে। তারা কি জানে না যে, এ মাযহাবে রয়েছে কুরআনে কারীমের অগ্রাধিকার, হাদীস শরীফের যথাযথ মূল্যায়ন, শ্রেষ্ঠ ও নির্ভুল দলীল প্রমাণের প্রাধান্য, কুরআন সুন্নাহ ও সমকালীন মাসাইলের লিপিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত সম্ভার, সীমাহীন সতর্কতায় অটল, অপূর্ব তাত্ত্বিক গবেষণার শ্রেষ্ঠ সমাহার, যুগশ্রেষ্ঠ ও যুগোপযোগী সমাধানের অনন্য উপকরণ। আর ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠত্ব ও বুৎপত্তি তো আছেই। এ সমস্ত বিষয় আমি " মাযহাব মানি কেন" বইয়ে কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছি। সবাইকে অধ্যয়নের আমন্ত্রন জানিয়ে চলমান পরিসরে অতি সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য পেশ করার প্রয়াস পাবো।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একটি নাম, একটি ইতিহাস, হাজার-হাজার বই পুস্তকের শিরোনাম। কোটি-কোটি মানুষের স্মরণীয় বরণীয় ও অনুসরণীয়-অনুকরণীয় মহান ব্যক্তি। শ্রদ্ধেয় ও প্রাণপ্রিয় মুখপাত্র, অসাধারণ পথিকৃত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পথ প্রদর্শক এবং বিশ্ব মুসলিম জাতির এক ক্ষণজন্মা প্রতিভা। কুরআন-সুন্নাহর দিক নির্দেশনায় তাঁর অসামান্য অবদানের কথা মুসলিম বিশ্ব স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা এবং কুরআন সুন্নাহর গবেষণায় সুনিপূণ কৃতিত্ব আদর্শ হয়ে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত আগত উত্তরসূরীদের পাথেয় হিসেবে। তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ কৃতিত্ব এবং অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য শীর্ষক বই-

পুস্তক আজকের বিশ্বে অসংখ্য-অগণিত। আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ (সা.)ব্যতীত ইমাম আবু হানীফার সমতূল্য আর কারও জীবনী শীর্ষক এতো সংখ্যক বই-পুস্তক লিখা হয়নি। হানাফী মাযহাবের আলিমগণতো লিখেছেনই, অন্যান্য মাযহাবের যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের সংখ্যাও বেশুমার। প্রিয় পাঠকগণকে এ গুলো অধ্যয়নের আমন্ত্রণ জানিয়ে, এ সমস্ত পুস্তক হতে নির্বাচিত কয়েকটি উক্তি নিম্নে পেশ করছি-

খতীবে বাগদাদী (রহ.) ইমাম হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আসাদ বিন আমরকে বলতে শুনেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সাধারণতঃ প্রতি রাতেই পরিপূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতেন। তাঁর কান্নার করুণ শব্দ শুনে প্রতিবেশীদেরও দয়া জাগতো। বিশুদ্ধ সূত্রে সংরক্ষিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যে স্থানে ইন্তিকাল করেছেন সেখানেই তিনি ৭ হাজার বার কুরআন খতম করেছেন। [৬৫] অপর সূত্রে লিখেন যে, তিনি (নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত) ধারাবাহিক ৩০ বছর রোযা রেখেছেন।[৬৬]

ইমাম আবু জাফর শীযমারী (রহ.) বর্ণনা করেন, ইমাম শাক্বীক বালখী থেকে, তিনি বলেন-

كان الامام ابو حنفية من اورع الناس، واعلم الناس، اعبد الناس واكرم الناس، واكثر هم احتياطا فى الدين-

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু, সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ আলিম, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী, সর্বাপেক্ষা সম্মানী এবং দ্বীন-ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সতর্কতা অবলম্বনকারী।"[৬৭]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন- " আমি কুফায় প্রবেশ করতঃ সেখানকার তদানীন্তন বিজ্ঞ উলামাগণকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের এ শহরে সর্বাপেক্ষা বড় আলিম কে? সবাই ঐক্যমতে উত্তর দেয়, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)।

অতঃপর জিজ্ঞেস করি , সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু কে?

---

[৬৫] । তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৫৪
[৬৬] । তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৫৬
[৬৭] । আল-মিযানুল কুবরা, ১/৮৬

সবাই বলে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

আমি বলি , আধ্যাত্মিকতায় কে সর্বশ্রেষ্ঠ?

সবাই বলে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

আমি জিজ্ঞেস করি, কে সর্বাপেক্ষা পরহেজগার?

সবাই বলে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

আমি জিজ্ঞেস করি, কে সর্বাপেক্ষা ইবাদতকারী ও ধর্মীয় ইলম নিয়ে ব্যস্ত?

সবাই বলে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)।

মোটকথা, এমন কোন ভাল গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করি নি , যে ব্যাপারে সবাই বলেনি যে, আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর থেকে শ্রেষ্ঠ কাউকে জানি না।[৬৮]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

لوكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس

"দ্বীন ও ধর্মের জ্ঞান আহরণ করা মানুষের পক্ষে যদি এতো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে যে, আকাশের দুর্গম প্রান্ত বা সুরাইয়্যা তারকায় যেয়ে বিলুপ্ত হয়, তবুও পারস্যের এক ব্যক্তি সেখান থেকে দ্বীন আহরণ করতে সক্ষম হবে।"[৬৯]

রাসুলুল্লাহ (সা.) উপরোক্ত হাদীসে যে পারস্য ব্যক্তির অসাধারণ কৃতিত্বের সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বিশেষজ্ঞ উলামাদের মতে , বিশেষ করে ইমাম সুয়ূতী , ইমাম ইবনে হাজার মক্কী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) প্রমুখের গবেষণার আলোকে সে সুসংবাদপ্রাপ্ত পারস্য ব্যক্তি হলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)।

কেননা পারস্য বা অনারবে ইমাম আবু হানীফাই ইতিহাসের একমাত্র প্রথিতযশা ও ক্ষণজন্মা ব্যক্তি যিনি ইলম-প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদ-গবেষণায় এ চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেছিলেন।[৭০]

---

[৬৮] । আল-মিযানুল কুবরা, ১/৮৭ তারীখে বাগদাদ , ১৩/৩৫৮

[৬৯] । বুখারী, পৃ.৬/৩৭০ হাদীন নং ৪৮৯৭, মুসলিম ৪/১৯৭২,হা.নং-২৫৪৬

[৭০] । তাবয়ীযুছ ছাহীফা, ২০-২১, আল-খাইরাতুল হিসান-২৯ উকুদুয যামান-৪৫

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন-

الناس عيال على ابى حنفية فى الفقه

" ফিক্বহের জগতে পরবর্তীকালের সমস্ত মানুষ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সন্তান-সন্ততি ও পারিবারিক সদস্য হিসেবে গণ্য" ।[৭১]

ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তাদ মাক্কী বিন ইবরাহীম (রহ.) বলেন-

كان ابو حنفية أعلم اهل زمانه

* ইমাম আবু হানীফা সকল বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।"[৭২]

হাদীস বিশারদদের সর্বজ্ঞ পর্যবেক্ষক ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিরীক্ষক ইমাম ইবনে মঈন (রহ. মৃত ২৩৩হি.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কি নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ? উত্তরে তিনি বলেন-

نعم، ثقة ثقة

"হ্যাঁ অন্যতম নির্ভরযোগ্য , অন্যতম নির্ভরযোগ্য।"[৭৩]

বুখারী-মুসলিমের শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী ইমাম শু'বা (রহ.) বলেন-

كان والله حسن الفهم جيد الحفظ

আল্লাহর শপথ! আবু হানীফার অনুধাবন শক্তি অতি আকর্ষণীয় এবং স্মৃতি শক্তি খুবই প্রখর ছিল।"[৭৪]

ইমাম আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহ.) ইমাম আবু হানীফার উপর অর্পিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেন-

اى شناعة فوق هذا (؟!) فانه امام تقى نقى خائف من الله، وله كرامات شهيرة فاى شئ تطرق اليه الضعف؟

এর চেয়ে জঘন্যতম ন্যক্কারজনক ও মারাত্মক বিদ্বেষী অপকর্ম আর কী হতে পারে(!) আবু হানীফা মুত্তাক্বী ও খোদাভীরু ইমাম। তাঁর অসংখ্য কারামত সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, তাহলে কোন কারণে তাঁকে দুর্বলতার অপবাদ দিতে সাহস করেছে?"[৭৫]

---

[৭১] । তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৪৬

[৭২] । মাকনাতু ইমাম আবী হানীফা, ডঃ হারেসী-১৯২

[৭৩] ।তারীখে বাগদাদ, ১৩/৩৪৫

[৭৪] । আল-খাইরাতুল হিসান-৩৪

[৭৫] । আর রাফউ, ওয়াততাকমীল-পৃ.৭০

বলাবাহুল্য যে, বিদ্বেষীদের চক্রান্ত আর অবান্তর অভিযোগ থেকে নবী-রাসূল এবং সাহাবাগণও রেহাই পাননি। এভাবে ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমাদ ইবনে ছালেহের সমালোচনা করেছেন।[৭৬]

অনেকে আবার ইমাম নাসাঈকে শীয়া বলেছেন।[৭৭] এভাবে ইমাম মালেককে ইবনে আবী জীব এবং ইমাম শাফেয়ীকে ইবনে মঈন অনেক অপবাদে অভিযুক্ত করেছেন।[৭৮] ইবনে খাল্লিকান ইমাম মুসলিমকে জাহমিয়া বলেছেন।[৭৯]

ইবনে হাযাম ইমাম তিরমীযীকে বলেছেন (مجهول) অজ্ঞাত পরিচয়।[৮০]

আবু হাতেম ও আবু যুরয়া ইমাম বুখারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করা পরিত্যাগ করেছেন। [৮১] ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম জুহালী ইমাম বুখারীকে মু'তাযিলা, কাফির ইত্যাদি বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং মুসলমানদের কবরস্থানে ইমাম বুখারীকে কবর দিতে নিষেধ করেছেন, তাঁকে পরিত্যাগযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন।[৮২]

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ এ সমস্ত মাতলামিপূর্ণ কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি। কেননা, এ সমস্ত বাজে কথা গ্রহণ করলে কি তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা যেতো? এভাবে ইমাম আবু হানীফার ব্যাপারেও আজে-বাজে মাতলামিপূর্ণ কথা-বার্তা অনেকে বলেছে। এ সমস্ত বাজে প্রলাপের কারণে তাদের নিজেদের মানহানী বৈ আর কিছুই হয়নি। মুসলিম উম্মাহ এগুলোর প্রতি কোনো কর্ণপাত করেনি; বরং উসূলে হাদীসের অবধারিত নিয়ম হলো- যার ইমামাত ও ন্যায়পরায়ণতা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হয়েছে ও ব্যাপকতা লাভ করেছে, তার ব্যাপারে কোনো অশুভ উক্তি গ্রহণ করা যাবে না।[৮৩] (কথিত আছে, চামচিকা সূর্যের কিরণ সহ্য করতে না পেরে অনেক গাল-মন্দ করে, কিন্তু এতে সূর্যের কোনো ক্ষতি হয় না।)

---

[৭৬]। ক্বাইদাতুন ফিল জারহে ওয়াত্তা'দীল, ২৪-২৮

[৭৭]। বোস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ.১১১

[৭৮]। ক্বাইদাতুন ফিল জারহে ওয়াত্তা'দীল, ২৪-২৮ যিকরু আসমায়ি মান তুকুল্লিমা-৪৯

[৭৯] । ওফায়া'তুল আয়ান , ২/৯১

[৮০] । মিযানুল ই'তেদাল ৩/৬৭৮

[৮১]। আল জারহ-ওয়াত্তা'দীল, ৭/১৯১

[৮২] । সিয়ার আলামিন নুবালা, ১২/৪৫৬, তারীখে বাগদাদ , ২/১৩ তাবকাতুশ শাফেয়ীয়াতুল কুবরা, ২/২২৯

[৮৩] । ক্বাইদাতুন ফিল জারহে ওয়াত্তা'দীল , পৃ. ২৩, দেরাসাতুন ফিল জারহে ওয়াত্তা'দীল, পৃ.৭৬

তিন
উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের আন্দোলন

লা-মাযহাবীদের দলের নাম রেখেছে আহলে হাদীস আন্দোলন। তাদের প্রচারপত্র ও বই-পুস্তকের শিরোনামে রয়েছে, "আহলে হাদীস আন্দোলন পরিচিতি।" জানিনা তারা কিসের আন্দোলনে নেমেছে? কার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করছে? তাদের বর্তমান কার্যক্রম, অশুভ তৎপরতা ও অশালীন আচার আচরণ দেখে মনে হয় উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই তাদের জন্ম। তাইতো তারা উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে আদা-জল খেয়ে লেগেছে। স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান-এর পেছনে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে অপবাদ অপপ্রচারের ষড়যন্ত্রে তারা মেতে উঠেছে। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই-পুস্তক তো আছেই, শুধু উলামায়ে দেওবন্দের কুৎসা, অপবাদ অপপ্রচারের বিরাট দাস্তান নিয়ে স্বতন্ত্র বই-পুস্তকও রচনা করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি তাদের বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচায়ক কয়েকটি বই থেকে কিছু উক্তি নিম্নে উল্লেখ করছি-

(ক) পাক ভারতে লা-মাযহাবীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা আবু শাকুর আ. কাদির হাছাবরী লিখে-

" مقلدین حنفیہ کے ہر دو فرقے دیوبندی اور بریلوی بلاشبہ گمراہ ہے اور اہل حدیث جیسے مسلمان نہیں۔۔۔ جن سے مناکحت جائز نہیں "

" হানাফী মাযহাবের অনুসারী দেওবন্দী ও বেরলভী উভয় দল, নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট। আহলে হাদীস দল যেমন মুসলমান তারা এমন মুসলমান নয়। এদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন বৈধ হবে না।"[৮৪]

---

[৮৪] । সিয়াহাতুল জানান, পৃ. ৫ দেখুন আল-কালামুল মুফীদ পৃ. ২১

(খ) উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে লেখা চরম হঠকারীমূলক স্বতন্ত্র বই " আদ-দেওবন্দীয়া"র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ২৮০টি পৃষ্ঠা শুধু উলামায়ে কিরামের কুৎসা-সমালোচনা আর অপবাদ-অপপ্রচারের বিষোদগারে পরিণত করেছে। এ বিরাট বইয়ের শুরুতেই লিখেছে-

ومن الطوائف الاسلامية التى افتتنت بمثل هذه المعتقدات التى لا تخلو من الشرك بالله --- طائفة الديوبندية-

" ইসলামী ফিরক্বা সমূহের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি শিরক জনিত ফিৎনামূলক আক্বীদার জালে আবদ্ধ হয়েছে, তাদের মধ্যে দেওবন্দী জামাআত একটি।"[৮৫]

উক্ত বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে-

(هم دعاة البدعة فى الهند والمشركون عباد القبور)

"দেওবন্দীরা হিন্দুস্তানে বিদআতের দায়ী এবং কবরপূজারী মুশরিক।"[৮৬]

উক্ত বইয়ের ১২৩ পৃষ্ঠায় হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) কে মুশরিক হেতু ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করেছে এবং ২৫৩ পৃষ্ঠায় তাঁর একটি কথা উল্লেখ করতঃ লিখেছে, তা-হল "বিতাড়িত শয়তানের কথা।"[৮৭] (নাউযুবিল্লাহ)

(গ) ন্যক্কারজনক অপবাদ আর জাহেলী অপব্যাখ্যার জঘন্যতম বিষোদগার "জুহুদুল উলামাইল হানাফীয়া" নামক বিশাল-বিশাল তিন ভলিয়ম কিতাবের প্রতিটি পাতায় উলামায়ে দেওবন্দের কুৎসা , অপবাদ-অপব্যাখ্যার ঝড়-তুফান চালিয়েছে।

উক্ত বইয়ের ১ম খণ্ড ৫২১ পৃষ্ঠায় লিখেছে-

(حسين احمد الملقب عند الديوبندية بشيخ الاسلام، احد مشاهير القبورية الخرافية، كان داعية الى الخرافات القبورية والخز عبلات الصوفية)

---

[৮৫] । পৃ. নং ৬

[৮৬] । আদওেবন্দীয়া, লিখক আবু উসামা সাইয়্যেদ তালিবুর রহমান, সহযোগিতা আবু হাসসান আনছারী , প্রকাশকাল-১৪১৫হিজরী, ১৯৯৫ ইং দারুল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, পাকিস্তান ।

৮৭। প্রাগুক্ত।

"হুসাইন আহমাদ, দেওবন্দীদের নিকট শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত। কবরপূজা ও কাল্পনিক কুসংস্কারের এক প্রখ্যাত ব্যক্তি। তিনি কুসংস্কার, কবরপূজা ও ভ্রান্ত ছুফী মতবাদের দাবিদার ছিলেন।"

এভাবে ১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠায় শাইখুল হিন্দ (রহ.) সম্মন্ধে কটুক্তি করতে গিয়ে লিখেছে-

(قد وصل فی الغلو والتعصب للحنفیۃ الی حد حَرَّفَ فی القرآن)

"হানাফী মাযহাবের জন্য বাড়াবাড়ি ও হঠকারী করতে গিয়ে কুরআনের তাহরীফ (পরিবর্তন-পরিবর্ধন) পর্যন্ত করেছেন।"

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) সম্বন্ধে অপবাদ দিতে যেয়ে ১ম খণ্ডের ৬৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছে-

(صوفی خرافی ، عنده خیر کثیر، وشر مستطیر یحمل افکار قبوریۃ صوفیۃ بل وثنیۃ وجودیۃ خرافیۃ)

"তিনি ভ্রান্ত ছুফী ও কুসংস্কারক ছিলেন, তার নিকট অনেক ভালোও ছিল, অগাধ বিভ্রান্তিও ছিল, আর ছিল কবরপূজা ও ভ্রান্ত ছুফীবাদ বরং মুর্তি পূজা ও কাল্পনিক কুসংস্কার।"

এভাবে কাসিম নানুতবী, রশীদ আহমাদ গাংগুহী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, শিব্বীর আহমাদ উছমানী, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) প্রমুখ আকাবিরে দেওবন্দের প্রথিতযশা ও ক্ষণজন্মা আলিম আর মুসলিম মিল্লাতের প্রত্যেক মনীষীকে উক্ত বইয়ের পাতায়-পাতায় এ সমস্ত জঘন্যতম অপবাদে ন্যক্কারজনক ও অশালীন ভাষায় মর্মান্তিকভাবে অভিযুক্ত করেছে।[৮৮]

---

[৮৮]। দেখুন, পৃ. ১/৫১৭-৫১৮, ২/৭১৩-৭১৪,৭৭২-৭৭৩ ও ৭৭৬ ইত্যাদি। বইয়ের নাম জুহুদু উলামাইল হানাফীয়া, লিখক, শামছুদ্দীন আস সালাফী, আফগানী। প্রকাশকাল১৪৬১ হিজরী ১৯৯৬ইং। দারুছ ছামীয়ী, পাকিস্তান লেখক বিগত কয়েক বছর পূর্বে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যৌবন কালেই মারা গেছে। আল্লাহ পাক মোমিনদের পক্ষ হয়ে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিরোধ করেন।

পর্যালোচনা

"উলামায়ে দেওবন্দ" ইতিহাসের পাতায় একটি জিহাদী কাফেলার নাম। বাতিলের আতঙ্ক, আপোষহীন তৌহীদী মতবাদের মূর্তপ্রতীক ও কুরআন-সুন্নাহর যোগ্য উত্তরসূরীদের প্রতিচ্ছবি ও কর্ণধার। এদেশের মুসলিম কৃষ্টি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ফিরিঙ্গি হায়েনাদের কালো থাবা থেকে রক্ষা করা ও দেশকে বিজাতীয় আগ্রাসনের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের অমূল্য জীবন উৎসর্গিত করেছিলেন। তাদের ক্ষুরধার লেখনী প্রসূত সঞ্জিবনী সুধার উত্তাপ, অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা আর সীমাহীন আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসিক কুরবানীর বদৌলতে আমরা আজ মুক্ত-স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আবাসভূমির মুসলিম অধিবাসী। চলমান বিশ্বে যখন আবার ঐ ফিরিঙ্গিদের সর্বগ্রাসী থাবা বিস্তার হতে যাচ্ছে, এরই প্রেক্ষাপটে ফিরিঙ্গিদের মহা আতঙ্ক উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে পুনরায় তাদের দোসরদের লেলিয়ে দিয়েছে। তাই অর্থ-বলে, সংস্থার আড়ালে, সেবার নামে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে তারা বহুমুখী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এরই অপপ্রয়াসে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে এহেন ভিত্তিহীন অপবাদ-অপপ্রচার ও বিদ্বেষী আক্রমণের ঝড়-তুফান।

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং মানবিক জীবনধারায় সামগ্রিক দিক তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও বাতিল-কুসংস্কার প্রতিরোধে শত বাধা বিপত্তির সাগর পাড়ি দিয়ে সফল অবদান রেখে আসছেন। প্রাচীন কুসংস্কারের স্থলে একটি আধুনিক, সার্বজনীন ও সংস্কারমূলক শিক্ষাধারার প্রবর্তন করেছেন উলামায়ে দেওবন্দ। বহু জাতি ও ধর্মের মানুষের আবাসভূমি এই ভারতবর্ষ, বিভিন্ন সংস্কৃতির ভাবধারায় গড়ে উঠা মানুষের মাঝে ইসলামী সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা ইসলামের সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা ওয়াজ-নসীহত, বই-পুস্তকের মাধ্যমে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়ে তারা কুসংস্কার নির্মূলের আদর্শিক

ভূমিকা রেখে আসছেন। তাঁরাই সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এ পরিসরে উলামায়ে দেওবন্দের ক্ষুরধার লিখনী, বিশেষতঃ থানবী (রহ.)-এর " ইসলাহুর রুসূম" এবং "আগলাতুল আওয়াম" ইত্যাদি মূল্যবান কিতাব অত্যন্ত সংস্কারমূলক ভূমিকা রেখেছে। আজ তাঁদেরকে অভিহিত করা হচ্ছে কুসংস্কারক হিসেবে (!) এর বিচার আল্লাহর দরবারেই পেশ করছি।

কুসংস্কার নির্মূলের সাথে সাথে শিরক-বিদআ'ত ও ধর্মহীনতার মূলোৎপাটনে উলামায়ে দেওবন্দ অপরিসীম আত্মত্যাগ ও কুরবাণী স্বীকার করেছেন। বাতিলের বিরুদ্ধে তাদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার ইতিহাস অতি দীর্ঘ ও বিস্তৃত। কালে কালে ভারতের মাটিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠা বাতিলের মোকাবিলায় উলামায়ে দেওবন্দ নিবেদিত না হলে ইসলামের আলো এদেশ থেকে হয়ত চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যেত অথবা ইসলাম তার স্বকীয় রূপ হারিয়ে নতুন কোন ভ্রান্ত রূপ নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাত। আর গোটা মুসলিম জাতিকে দিতে হত এর চরম খেসারত। তাই বাতিল প্রতিরোধে তাদের অফুরন্ত অবদানের চিত্র মুসলিম জাতি চিরকাল হৃদয়ে গেঁথে রাখবে, আর লিখে রাখবে স্বর্ণাক্ষরে।

সকল প্রকার ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতা, শিয়া ফিৎনা এবং বৃটিশ ফিরিঙ্গিদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা কাদিয়ানী, বেরলভী, লা-মাযহাবী সমস্ত মতবাদ ও তাদের বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ ছিলেন সব সময় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। হযরত নানুতবী (রহ.) এই চেতনাকে উচ্চতর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) একটি ফিক্বহ শাস্ত্রের যুক্তি প্রমাণের আলোকে বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) ও হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.) বাতিল প্রতিরোধ ও বিদআত বর্জনের আন্দোলনকে সামাজিক ও সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ পরিসরে তাদের বলিষ্ঠ আলোচনা ও ক্ষুরধার রচনাবলী স্মরণীয়-বরণীয়ভাবে জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। তাই বাতিল প্রতিরোধ ও বিদআত বর্জনে তাদের কতিপয় পুস্তক ও মূল্যবান বাণী উপস্থাপন করা জরুরী মনে করি।

ইলমীভাবে বাতিল প্রতিরোধ ও বিদআত সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক বহু বই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান(রহ.) প্রণীত আদিল্লায়ে কামেলা" "ইযাহুল আদিল্লাহ", মাও. কাসিম নানুতভী (রহ.) প্রণীত "হাদীয়াতুশ শিয়া" "মাছাবীহুত্তারাবীহ" "তাওছীকুল কালাম ফিল ক্বিরাআতি খালফাল ইমাম" "হিদায়াতুল মু'তাদী", মাও. রশিদ আহমাদ গাংগুহী (রহ.) প্রনীত "ফাতওয়া গ্রন্থ" "হিদায়াতুশ শিয়া", মাও. খলীল আহমাদ সাহারানপুরী প্রনীত "আল-বারাহিনুল ক্বাতিয়াহ" "আল-মুহাননাদ আলাল মুফাননাদ", আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) প্রণীত "আক্বীদাতুল ইসলাম আলা হায়াতিননবী", শাইখুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) প্রণীত "ফিৎনায়ে মাওদুদিয়্যাত", শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) প্রণীত "আশশিহাবুস সাকিব", মুফতী শফী (রহ.) প্রণীত "খতমে নবুওয়াত", "মাক্বামে ছাহাবা", আসসুন্নাহ ওয়াল বিদআহ", মাও. মনজুর নু'মানী প্রণীত "ইরানী ইনক্বিলাব" "ফায়সালাকুন মুনাজারা", মাও. সারফরায খান রচিত "রাহে সুন্নাত", মাও. আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) রচিত "শিরক ও বিদআত", মাও. ইউসুফ লুদূয়ানভী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত "ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকীম", মাও. মুফতী তক্বী উছমানী রচিত "আমীরে মুয়া'বিয়া আওর তারীখী হাক্বাইক্ব" "তাক্বলীদ কী শরয়ী হাইসিয়্যত" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ভারতবর্ষের বাতিল প্রতিরোধ ও প্রচলিত বিদআতের উচ্ছেদ প্রকল্পে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর বই পুস্তক বেশুমার, তন্মধ্যে "হিফজুল ইমান" "আশরাফুল জওয়াব" "ইছলাহুর রুসূম" "আগলাতুল আওয়াম" ইত্যাদি তাঁর অনন্য রচনাবলী।

তাছাড়াও উলামায়ে দেওবন্দ তাদের ওয়াজ নসীহত, বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সর্বদাই উম্মতকে শিরক , বিদআ'ত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতন করে আসছেন। প্রয়োজনে তাদের সাথে বাহাছ ও মুনাযারা করার জন্য তাঁরা সর্বদাই বীরদর্পে এগিয়ে এসেছেন। এ জন্য বহু ক্ষেত্রে তাঁদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর জান বাজি রেখেও কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁরা শিরক বিদআত ও কুসংস্কারের সাথে আপোষ করেননি। বলতে গেলে বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন

সংগ্রাম উলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁরা লা-মাযহাবী বা "আহলে হাদীস" নামক বিদআতী বা নতুন দলের সঙ্গেও কোন আপোষ করেননি; বরং লা-মাযহাবীদের জন্মকাল থেকেই উলামায়ে দেওবন্দ তাদের ক্ষুরধার লেখনী ও বক্তৃতা-বিবৃতি, দরস তাদরীসের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও আসল রূপ তুলে ধরেন। শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর রচিত "আদিল্লায়ে কামেলা ও ইযাহুল আদিল্লাহ" এবং নানুতভী (রহ.) রচিত "মাছাবিহুত তারাবীহ ও তাওছীকুল কালাম" ইত্যাদি এ ধারার প্রয়াস। উলামায়ে দেওবন্দের সতর্ক পদক্ষেপ ও সচেতনতার ফলে লা-মাযহাবীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র সর্বদাই নস্যাৎ-বেগতিক হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ জানতে পেরেছে তাদের গভীর চক্রান্তের রূপরেখা। তাই লা-মাযহাবীরা দেওবন্দীদের অপবাদ ও অপপ্রচারে আদাজল খেয়ে লেগেছে। উলামায়ে দেওবন্দের উপর আরোপিত সমস্ত অভিযোগ-অপবাদ তাদের প্রতি লা-মাযহাবীদের ক্ষোভ ও আক্রোশেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

শিরক, বিদআ'ত, কবরপূজা, মাযারপূজা ও কুসংস্কারের প্রতিরোধকল্পে সমস্ত আকাবিরে দেওবন্দের স্বতন্ত্র রচনাবলী এবং তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ ও বিভিন্ন বিষয়ের কিতাবপত্রে প্রাসঙ্গিক অসংখ্য স্থানে তাঁদের সুস্পষ্ট অবস্থানের প্রমাণ সম্মলিত কিতাবপত্রই আমাদের হাতের নাগালে আছে। কমপক্ষে বেহেশতী যেওর তো প্রায় সবার ঘরেই আছে। সুতরাং সম্মানিত পাঠকগণকে এ সমস্ত বিষয়ে তাদের কিতাবপত্র অধ্যয়ন করত এসব ব্যাপারে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সুচিন্তিত ও গবেষণামূলকভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।[৮৯]

কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

(يا ايها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة، فتصبحوا على مافعلتم نادمين-)

[৮৯] । বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়-ইছলাহুর রাসুম পৃ. ১২৫ বেহেশতী যেওর, থানভী পৃ. ১/৪১,৬১ ও ৬/৬৩ ফাতওয়ারে রশীদিয়া, ১/১৪৩, তালিফাতে রশীদিয়া পৃ. ৬৯ আশরাফুল লাতাইফ পৃ. ২৪ ফয়যুল বারী, ২/৪২ ফাতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম (মাদানী) পৃ.১১৪ ইত্যাদি।

হে মুমিনগণ! যদি কোন অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তোমাদের কাছে সংবাদ পরিবেশন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞাতবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।[৯০]

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-

(كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع)

(পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা ছাড়া) যদি কেউ কিছু শুনামাত্রই অপরের নিকট বর্ণনা করে তাহলে সে মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৯১]

উলামায়ে দেওবন্দের তাৎক্ষণিক বলিষ্ঠ ভূমিকার ফলশ্রুতিতেই পাক-ভারত ও উপমহাদেশে, বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে সকল প্রকার বাতিল পন্থীদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, এটা দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে উলামায়ে দেওবন্দের সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়েই দ্বীনের সঠিক শিক্ষাকার্যক্রমের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সহৃদয় বিবেচনার আলোকে উলামায়ে দেওবন্দ ও তাঁদের অনুসারীদের দ্বীনী অবস্থান মূল্যায়ন করবেন বলে আশা রাখি।

চার
তাবলীগ জামাআতের প্রতি লা-মাযহাবীদের বিদ্রূপ

সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের প্রশংসিত ও সুপরিচিত তাবলীগ জামাআতও লা-মাযহাবীদের কাছে নিন্দিত। তাবলীগ জামাআ'তের একান্ত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত দাওয়াতী মেহনতে লাখ-লাখ বিধর্মী আজ মুসলমান হচ্ছে। জীবনে যারা মসজিদ দেখেনি তারাও মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করছে। নবী রাসূলদের প্রতিনিধি আল্লাহর পথে আহবানকারী এ নিষ্ঠাবান

---

[৯০]। আল-হুজরাত-৬

[৯১]। মুসলিম শরীফ,১/১০ হা. নং-৫

তাবলীগ জামাআতও লা-মাযহাবীদের অপপ্রচারের শিকার। রেহাই পায়নি এদের বিদ্বেষী আক্রমণ ও হিংসাত্মক উপহাস-বিদ্রূপ আর অবান্তর তিরস্কার-ভর্ৎসনা থেকে। এ পরিসরে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি-

(ক) আবু উসামা কর্তৃক প্রণীত তাবলীগ জামাআতের উপর আক্রমণাত্মক স্বতন্ত্র বই "জামাআতুত তাবলীগ" এর সপ্তম পৃষ্ঠা-কিতাবের ভূমিকায় লিখেছে-

(هدفنا من تقديم هذا الكتاب هو ان القارى على علم بهذه الطائفة وبما فيها من الاوهام والخرافات)

"এই বই লেখার উদ্দেশ্য হল, পাঠককে তাবলীগ জামাআতের ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কার সম্পর্কে অবহিত করা।"

একই পৃষ্ঠায় তাবলীগ জামাআতের পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে লিখে- "ইসলামী ফিরক্বাসমূহের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি শিরকজনিত ফিৎনামূলক আক্বীদার জালে আবদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে তাবলীগ জামাআত এবং এ জামাআতের উলামা ও সাধারণ মানুষ।

উক্ত বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছে-

(جماعة التبليغ مثل الشيعة والقاديانيين۔

"তাবলীগ জামাআত শিয়া ও ক্বাদিয়ানীদের মত"

৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে-

(جماعة التبليغ توالى الطاغوت)

"তাবলীগ জামাআত শয়তানের বন্ধু"

২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছে-

(من الشركيات التى ذكرت عن بعض المشايخ من التبليغ)

" তাবলীগ জামাআতের মুরব্বীদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে শিরক"।[৯২]

(খ) আদ-দেওবন্দীয়া কিতাবে লিখেছে-

(حسين احمد وغيره من مشائخ جماعة التبليغ المخرفين)

---

৯২ । জামাআতুত তাবলীগ লিখক-আবু উসামা সাইয়্যেদ তালিবুর রহমান , দারুল বয়ান পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ-১৪১৯হি. ১৯৯৯ইং

তাবলীগ জামাআতের মুরুব্বী হুসাইন আহমদ ও অন্যান্যরা কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল।[৯৩]

(গ) আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম, বাংলাদেশের আমীর, শায়খ মুফতী মোহাম্মদ আ. রউফ প্রণীত জামাআতে তাবলীগের প্রতি তিরস্কারমূলক বই " ইলিয়াসী তাবলীগ বনাম রাসূল (সা.) এর তাবলীগ" নাম যেমন , কাম তেমন। নামেই বুঝাচ্ছে বইয়ের অশ্লীলতার দৌরাত্ম। ৮ পৃষ্ঠা বইয়ের প্রত্যেকটি লাইনেই চরম অশ্লীলতার পরিচয় দিয়েছে। খারেযী, রাফেযী, ও শিয়াদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে জামাআতে তাবলীগের সবাইকে খারেযী, রাফেযী ও ভ্রান্ত শী'য়া প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে।[৯৪]

পর্যালোচনা

তাবলীগ জামাতের উপর লা-মাযহাবীদের আক্রমণের ধরণটা উলামায়ে দেওবন্দের উপর আক্রমণের মতোই প্রায়। আর উলামায়ে দেওবন্দের উপর আক্রমণ বিষয়ক যেহেতু বিস্তারিত পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে ,তাই এ অধ্যায়ে বিশেষ কোন আলোচনার প্রয়োজন মনে করি না।

মোট কথা, ভুল ধরা, সমালোচনা করা, অপবাদ রটানো আর তিরস্কার-বিদ্রূপ করা এ জগতে খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু কাজ করাই মহা কঠিন। যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হয়। যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না। বরং যারা কাজ করে না তারাই ভুল ধরায় ব্যস্ত থাকে। তাবলীগ করা বা আল্লাহর পথে আহবান করা আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত প্রেরিত সমস্ত নবী ও রাসূলের কাজ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

---

[৯৩] । পৃ.নং-২১১

[৯৪] । বইয়ের লিখক শায়খ মুফতী মুহাম্মদ আ. রউফ এম৪৮ খালিশপুর, হাউজিং এস্টেট খুলনা। প্রকাশনা মুহা. ইমতিয়াজ আমিন,৭৩ সি, এম, ব্লক সড়ক নং-১৬, খালিশপুর হাউজিং এস্টেট খুলনা।

(ومن احسن قولا ممن دعا الى الله)

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?"[৯৫]

অপর এক আয়াতে রাসূল (সা.) কে নির্দেশ করে বলেন-

(يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين)

"হে রাসূল তাবলীগ করুন (পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে।) আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। (তাবলীগ করতে গেলে মানুষ আপনাকে তিরস্কার করবে এমতাবস্থায়) আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির (সত্য গোপনকারী) দেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।[৯৬]

প্রিয় পাঠকগণ! গভীরভাবে চিন্তা করলে এ আয়াতেই অভিযোগকারীদের সমস্ত তিরস্কারের দাঁতভাঙ্গা জবাব রয়েছে। মূলত তাবলীগ করা নবীদের কাজ। নবীদের অবর্তমানে আমরা সবাই নবীদের প্রতিনিধি। তাই তাবলীগ করা সবার উপরেই জরুরী। সবার পক্ষ হতে আমাদেরই কিছু ভাই এ সুমহান দায়িত্বে আত্মনিবেদিত হয়েছেন। তাই আমাদের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একটি বিভ্রান্ত দল এর বিপরীতে তাদেরকে তিরস্কার ও উপহাস-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। এ ধারা আজকের নতুন নয়। নবী মুহাম্মদ (সা.) কেও এ দ্বীনের তাবলীগ করার কারণে ঘর-বাড়ী ছাড়তে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে বহু তিরস্কার আর ভর্ৎসনার ঝড়-তুফান। দান্দান শহীদ করতে হয়েছে ওহুদের প্রান্তরে, রক্ত ঝরাতে হয়েছে তায়েফের ময়দানে।

আল কুরআনে নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.) মুসা (আ.) ও অন্যান্য নবীদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা স্ব-স্ব গোত্রে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তাবলীগ করার জন্য গেলে কেবল তারা প্রত্যাখ্যানই

---

[৯৫] । সুরা-ফুচ্ছিলাত-৩৩

[৯৬] । মাইদাহ-৬৭

করেনি, বরং নবীদেরকে মিথ্যুক , যাদুকর, কাল্পনিক ও ভ্রান্ত ইত্যাদি অপবাদে আখ্যায়িত করেছে।[৯৭]

আল্লাহ পাক সূরায়ে আযযারিয়াতে কতিপয় নবী রাসূলের বিবরণ উল্লেখ করত, ইরশাদ করেন-

(ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون،
اَتَوَاصَوْابه ج بل هم قوم طاغون- فتول عنهم فما انت بملوم-
وذكر فان الذكرىٰ تنفع المؤمنين)

" এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখন কোন রাসূল আগমন করেছেন, তারা বলেছে যাদুকর , না হয় উম্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশ দিয়ে গেছে? বস্তুত ওরা দুষ্ট সম্প্রদায়। অতএব আপনি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে আপনি অপরাধী হবেন না। আর বুঝাতে থাকুন; কেননা বোঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে।"[৯৮]

এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-

(فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا، ان علیک الا البلاغ)

"যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল তাবলীগ (প্রচার) করা।[৯৯]

১৯৯৯ ইংরেজীর কথা, আমি তখন মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে হাদীস বিভাগে ৪র্থ বর্ষের শ্রেণীকক্ষে। আমাদের উস্তাদ শায়খ আব্দুর রহমান বিন মুহিউদ্দীন নাইলুল আওতারের দরস দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি তাবলীগ জামাআতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনীহামূলক আলোচনায় মেতে উঠেন। সাথে সাথে আফ্রিকার এক ছাত্র হাত উঁচু করে বলে, শায়খ! তাবলীগ জামাআত মানে সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছার এক অভিনব পথ, যার বদৌলতে লাখ লাখ মুসলমান ইসলামের সাথে ঘনিষ্ট হচ্ছে এবং নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার চেষ্টা

---

[৯৭] । দেখুন সুরা আরাফ আয়াত-৫৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত এবং আযযারিয়াত-৩৯ থেকে শেষ পর্যন্ত।

[৯৮] । আযযারিয়াত-৫২-৫৫

[৯৯] । আশ-শুরা-৪৮

করছে। এদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে । এ প্রক্রিয়ায় ইসলামের আলোকরশ্মি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

শায়খ বলেন, আসলে তাবলীগ জামাআতের উদাহরণ হবে এমন যে, কোন ব্যক্তি মহাসমুদ্রে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, এমতাবস্থায় তাবলীগ জামাআতের লোকেরা তাকে উদ্ধার করত সমুদ্র তীরে বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে। তখন ছাত্রটি বলে, তাবলীগ জামাআতের লোকজন তো তাকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এখন আপনারা যেয়ে অন্তত বস্ত্র পরিধানের কাজটা করেন। শায়খ গম্ভীর স্বরে বলেন - (أحسنت يابُنَىَّ) বেটা তুমি খুবই সুন্দর বলেছো।"

বস্তুত তাবলীগ জামআত সম্পর্কে যারা কটুক্তি করে চলেছে তারাও অবুঝ ও অজ্ঞতা বশতই এমন করছে। ঐ শায়খের মতো সঠিক বুঝশক্তি ও হিদায়েতের অনুসন্ধান থাকলে আল্লাহ পাক তাদেরকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। অতএব আমরা তাদেরকে কিছু না বলে তাদেরকে বুঝাই ও তাদের জন্য দু'আ করি এবং এ মর্মে আল্লাহ পাকের ইরশাদকে অবিস্মরণীয় মনে করি।

(وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)

" রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন অজ্ঞরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, " সালাম"।[১০০]

তাবলীগ জামায়াতের ভূমিকা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। টংগীর তুরাগ নদীর তীরে প্রতি বছর তাবলীগ জামায়াতের " বিশ্ব ইজতিমা" এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। কতিপয় বিভ্রান্ত লোকের সমালোচনায় এতে কিছু আসে যায় না। মহান আল্লাহ পাক তাবলীগের বদৌলতেই সারা দুনিয়ায় ইসলামী জাগরণ ক্বায়েম রাখবেন, ইনশাআল্লাহ।

---

[১০০] । আল-ফুরকান-৬৩

পাঁচ

বাংলাদেশের উলামাগণের প্রতি লা-মাযহাবীদের ধৃষ্টতা

এ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি যে, কটাক্ষ, কটুক্তি, অশালীন আচরণ, অশ্লীল ভাষ্য আর তিরস্কার ও উস্কানীমূলক বক্তৃতা বিবৃতি এবং আজগুবি অপবাদ-অপপ্রচার হল লা-মাযহাবীদের নিকট প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্যতম হাতিয়ার। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও দেওবন্দী উলামায়ে কিরাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয়া, হেয় প্রতিপন্ন করা এবং মুখনিঃসৃত বিভিন্ন অবান্তর-অমূলক উক্তি ও মতামত প্রচার করে জনসাধারণকে উলামায়ে কিরামের প্রতি বিরাগ-বিকর্ষণ সৃষ্টি করাই এদের মজ্জাগত অভ্যাসে রূপ নিয়েছে। এ প্রবণতায় তারা হানাফী মাযহাব ও উলামায়ে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় কোন ধারক-বাহক, কর্ণধারকে যেমন ছাড়েনি, তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামদেরকেও তারা রেহাই দেয়নি। তাদের অসংখ্য বই-পুস্তক, পত্রিকা ও চ্যালেঞ্জ-বিবৃতিতে বর্তমানে বাংলাদেশী উলামায়ে কিরামকে বিশেষভাবে তাদের হিংসাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি তথ্য অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি-

(১) বিগত ৬ই এপ্রিল ২০০১ইং তারিখে গাজীপুর জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল মির্যাপুর পশ্চিম ডগরী, মণ্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মাননীয় খতীব “মাওলানা ওবায়দুল হক্ব” সাহেব হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে তাদের গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্ব, অপরিসীম অবদান এবং মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক, কুরআন-হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস ও বিশ্বশ্রেষ্ঠ প্রথিতযশা ইমামগণের সুদৃঢ় মতামতের ভিত্তিতে অপূর্ব তত্ত্বপূর্ণ ও অনন্য তথ্যবহুল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। বিজ্ঞ মনীষীর এ আকর্ষণীয় আলোচনা জনতার হৃদয় কাড়ে, দ্বীপ্ত হয় উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর সুপ্ত প্রতিভা। আলোড়ন সৃষ্টি হয় অনুসন্ধিৎসু মুসলমানদের মনে। আর জাগ্রত হয় সমগ্র এলাকা।

কিন্তু হক্ব কথায় চুন-কালি লাগে লা-মাযহাবীদের মুখে। হক্ব গ্রহণে রায় দেয়নি তাদের অপহৃত অভিপ্রায়। কদাচারী বিবেক অধীর হয়ে উঠে প্রতি উত্তরের হীন প্রচেষ্টায়। রচনা করে জনৈক লা-মাযহাবী প্রতিশোধ অভিঘাতের বিষোদগার "পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ" শিরোনামে অনাচারী বইয়ের জগতে আরেক ঘৃণ্য সংযোজন। এ বইয়ে মাননীয় খতীব সাহেবের সারগর্ভ ভাষণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর জঘন্য অপব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করতঃ তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন ও জনগণের হৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠিত সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস চরিতার্থ করেছে।[১০১]

এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছে-খতীব সাহেব জনসাধারণের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে এ আলোচনা রাখেন এবং তার আলোচনা ছিল কুরআন-হাদীসের প্রতি বিরাগ ও বিকর্ষণ সৃষ্টিকারী , দলীল বিহীন ইত্যাদি।

৩য় পৃষ্ঠায় লিখেছে, তাক্বলীদপন্থীরা হাদীস অবলম্বন ছাড়া যা ইচ্ছা তা-ই বলে।

৬ষ্ট পৃষ্ঠায় লিখেছে, খতীব সাহেবের উক্ত বক্তব্য হাদীস অস্বীকারকারীদের কথারই সাদৃশ্য।

৭ম পৃষ্ঠায় ইসলামী বিষয়ে বিধর্মীদের কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করত, লিখেছে- হয়ত এ কর্মের খবর (দু'চারজন ছাড়া) আমাদের দেশের মুফতী, মুহাদ্দিছ ও বড় বড় আলিমগণ জানেনও না।[১০২]

১৩নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, বল্গাহীনতা ও দলীল প্রমাণের বালাই না থাকার কারণে হানাফী মাযহাবের লোক সংখ্যা বেশী।"

১৯নং পৃষ্ঠায় লিখেছে তার বক্তব্য ছিল পক্ষপাতমূলক বিভ্রান্তিকর।

২২নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, খতীব সাহেবের কথা অবান্তর ভাওতাবাজি।

---

[১০১]। বইয়ের লিখক, আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, অর্থায়নে সৌদি আরবের আল-জুবাইলে কর্মরত জনাব মুহাম্মদ তামীযুদ্দীন ও জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান, প্রকাশনায় আমানাতুল ফুরকান। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

[১০২]। বাস্তবে হয়ত লেখক নিজেও এ বইগুলো দেখেনি। তাই আমাদের বসুন্ধরায় এসে বইগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এ ধরনের সমস্ত অবান্তর ও অশালীন অভিযোগের উত্তর ইতিপূর্বে আলোচিত অধ্যায়গুলোতে প্রদান করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে উল্লেখ্য যে, খতীব সাহেব কেন , নবী মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্তও বিভ্রান্ত মানব জাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর সহীহ দাওয়াত যাতে কেউ গ্রহণ না করে, সে জন্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করার উদ্দেশ্যে মুশরিকরা কখনো তাঁকে কবি বলেছে, কখনো বলেছে পাগল। কখনো বলেছে গণক ও জ্বিনের আছরাক্রান্ত। আবার কখনো মিথ্যাবাদী এবং যাদুকরও বলেছে। এ সব কাহিনীই আল্লাহপাক আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

(২) এ ধারায় বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত পত্রিকা, লাখ লাখ মুসলমানের প্রাণপ্রিয় সঞ্জীবনী "মাসিক মদীনা'র সম্পাদক প্রখ্যাত ধর্ম বিশেষজ্ঞ ও জননন্দিত সু-সাহিত্যিক মাও. মুহিউদ্দীন খান সাহেব, মাসিক মদীনায় একটি প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করেন, প্রশ্নকারী লিখেন , বেশ কিছু দিন যাবৎ একজন বাংলাদেশী আহলে হাদীস পন্থী আলেম, মদীনা ভার্সিটি থেকে পাশ করে জামইয়াতু-ইহইয়াউত্তুরাছ আল ইসলামী, জাহরা শাখায় কুয়েতে চাকরীতে আছেন।এই সংস্থা থেকে প্রতি সপ্তায় ২/৩ দিন কোরআন-হাদীস থেকে আলোচনা হয়, বাংলাদেশে নাকি জাল হাদীসে ভরা। যে সমস্ত হাদীস গ্রন্থ পড়ানো হয় এবং অনুসরণ করা হয় তার সবই জাল, জইফ ও দুর্বল। বাংলাদেশে কোন সহীহ কোরআনের তাফসীর পড়ানো হয় না। এরা নাকি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণ বাদ দিয়ে আবু হানীফা (রহ.) এর অনুসরণ শুরু করেছেন....

প্রশ্নোত্তরে সম্পাদক সাহেব লিখেন," মুশকিল কি, কুয়েত এমন একটি দেশ যেখানে ইসলামের কোন ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেশে নাম করার মত কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। সে দেশের নাগরিকদের মধ্যে একজন যোগ্য আলেম, এমনকি দু'চার জন হাফেযও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমনি একটি দেশে সে দেশের মানুষের ধ্যান-ধারনা ভিত্তিক ধর্মীয় অহংকে(চাহিদাকে) তুষ্ট করার জন্য আমাদের উপমহাদেশের কিছু আলেমবেশী পেটুয়া লোক নানা দায়িত্বহীন বকওয়াছ করে; ওরা নিছক পেট পালার জন্যই দুষ্কর্মে লিপ্ত। আল্লাহর মেহেরবানীতে বাংলাদেশে কোরআন-হাদীসের যে বিশুদ্ধ চর্চা আছে, সেটুকু কুয়েতের ন্যায় একটি বালুচর কেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপেও খুঁজে

পাওয়া যাবে না। সুতরাং ওদের আলতু-ফালতু কথাবার্তায় কান দেয়ার কোনই প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।[১০৩]

প্রশ্নোত্তরের সমালোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত বই (পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ)-এর ২৭নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, " জানিনা উত্তর দাতা কোন নেশায় মাতাল ছিলেন।"

প্রিয় পাঠক! এবার চিন্তা করুন! লা-মাযহাবীরা কটাক্ষ করা ও বে-আদবীতে কতইনা পটু। তাই আমি লিখেছিলাম, বে-আদব এবং অভদ্র অশালীন হওয়া তাদের নিকট বীর হওয়ার সমতুল্য।

খান সাহেব লিখেছিলেন," সে দেশে নাম করার মতো কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।"

সমালোচক তার বইয়ের ২৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, "এ কথাটি উত্তরদাতা তার সীমিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন।"

তার বে-আদবীর সীমা রেখা লক্ষ্য করুন। সমালোচকের বয়স হবে ২৫/৩০বছর। পৃথিবী সম্বন্ধে মুহিউদ্দীন খান সাহেবের অভিজ্ঞতার বয়সও এর দ্বিগুণ। আর তিনি বর্তমানে যুগশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর উত্তর খণ্ডন করতে গিয়ে ঐ সমালোচক কুয়েতের একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখেছে,"কুল্লিয়াতু উসুলিদ্দীন" এবং লিখেছে যে, শত শত উচ্চ মাধ্যমিক মাদরাসা আছে। কিন্তু সে কুল্লিয়া অর্থ না লিখে আরেকটা ছলচাতুরী করেছে। "কুল্লিয়া "অর্থ 'কলেজ ' আর ইউনিভার্সিটির আরবী ব্যবহার হয় "জামিয়া" । এই হল সে দেশের শিক্ষাগত অবস্থান, গোটা দেশে মিলে ১টি কলেজ আর কয়েক শত উচ্চমাধ্যমিক মাদরাসা মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের হাজার হাজার জামিয়া, কুল্লিয়া আর অগণিত মাদরাসা তার চোখে পড়ে না। তাই তো সে খান সাহেবের আরেক বাস্তব উক্তি - "বাংলাদেশে কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ চর্চা আছে" এ সম্বন্ধে সে ঐ বইয়ের ৩১নং পৃষ্ঠায় বলেছে , এ দাবি মিথ্যা।

সে কি জানে না যে, গোটা কুয়েতের ছোট বড় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রের সমষ্টি বাংলাদেশের কেবল একটি মাদরাসা"

---

১০৩ । মাসিক মদীনা, আগস্ট -৯৯সংখ্যা ,প্রশ্ন নং ৩০

হাটহাজারী ইসলামী আরবী ইউনিভার্সিটির” ছাত্র সংখ্যার সমতুল্যও হবে না। তাহলে কুয়েতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিক্য ও প্রাধান্য দিতে গিয়ে সে স্বদেশের শীর্ষস্থানীয় ও স্বনামধন্য আলেমে দ্বীনের তীব্র সমালোচনায় বিভোর হয়েছে কোন স্বার্থে? এ জন্যই তাকে বলেছেন, “ আলেমবেশী পেটুয়া লোক”।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সমালোচক বর্তমানে (২০০৪ইং) বাংলাদেশে কুয়েত কর্তৃক পরিচালিত ইহইয়াউত তুরাছ নামক একটি দাতা সংস্থায় চাকরিরত আছেন। আমার বুঝে আসে না যে, এ সমস্ত সংস্থা কি এদেশে সাহায্য বিতরণের জন্য আগমন করেছে, নাকি সাহায্যের নামে নাস্তিক এন,জি,ও এবং প্রবীণ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর মতো এদেশের সরলমনা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাবিভক্ত করতঃ দুরভিসন্ধি হাসিলের পাঁয়তারা করছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ-বিবৃতি জনমনে সংশয় সৃষ্টি করছে। মুস্তাহাব ও মুবাহ কাজে চরম বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা মুসলমানদেরকে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত করছে। সাহায্য বিতরণের নামে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তারা দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের প্রতি মুসলমানদের নিকট ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এদের গাইরে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী বানানোর দাওয়াত ও কার্যক্রম আজ এদেশের উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে সংঘাতের রূপ ধারণ করেছে।

এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের যাবতীয় সংস্থা তথা “ইহইয়াউত তুরাছ” ‘ আমানাতুল ফুরকান আল-খাইরিয়াহ’, ইদারাতুল মাসাজিদ ও আল-মুনতাদা ইত্যাদি সংগঠনের কর্মসূচী ও কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করতঃ কর্মসূচী বহির্ভূত বিভ্রান্তিকর তৎপরতার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আইনানুগ আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

জামিয়া রহমানিয়া ঢাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, প্রখ্যাত মুফতী, বিজ্ঞ আলিম মাও. মনসুরুল হক সাহেব লিখেছিলেন-” যেসব হাদীসকে ভিত্তি করে হানাফী মাযহাবের উৎপত্তি সেসব হাদীস ছিহাহ ছিত্তার হাদীস থেকেও মজবুত ও সহীহ” কেননা ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.)

যেহেতু ৮০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাবেয়ী ছিলেন তাই দুই বা তিন রাবীর মাধ্যমে তিনি হাদীস পেয়েছেন।....[১০৪]

মাননীয় মুফতী সাহেবের এ উক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে "পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ" নামক উপরোল্লেখিত বিতর্কিত বইয়ে লিখেছে,

"এরূপ একখানা গ্রন্থ মুফতী সাহেব দেখাতে পারলে তাকে এক লাখ টাকা নগদ পুরস্কার দেয়া হবে। শুধু তিনি কেন; সারা বিশ্বের হানাফী মাযহাবের যত বড় বড় মুফতী, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ ও শাইখুল হাদীস রয়েছেন তাদের যার এবং যত জনের ইচ্ছা সহযোগিতা নিতে পারেন। আর এ চ্যালেঞ্জ বংশানুক্রমে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।"[১০৫]

পর্যালোচনা

সিহাহ সিত্তাহ বিশেষ করে বুখারী ও মুসলিম শরীফই শুধু বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব নয়। ছিহাহ ছিত্তাহ বা বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অপর কোন কিতাবে সহীহ হাদীস নেই একথা কোনো হাদীসে নেই। এমনকি বুখারী মুসলিমের হাদীস হলেই সহীহ হবে একথাও কোনো হাদীসে নেই। বরং ছিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও ইমাম আবু আব্দিল্লাহ হাকেমের কিতাব "মুস্তাদরাক " ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমার কিতাব 'সহীহ' এবং ইমাম জিয়াউদ্দীন আল মাক্বদাসীর কিতাব, আল মুখতারাহ , মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এভাবে হাদীসের জগতে রচিত সর্বপ্রথম কিতাব, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রণীত "কিতাবুল আসার' এবং তাঁর হাদীস সংকলিত ১৫টি 'মাসানিদ' বা হাদীস গ্রন্থেও অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে অনেকগুলো এমন যে বুখারী-মুসলিম ও সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে

---

[১০৪] । হাদীসের আলোকে হানাফীদের সুদৃঢ় দলীল প্রমাণ, সম্পাাদকের কথা পৃ.৪

[১০৫] । পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ পৃ. ১৩(পার্শ্ব টীকা)

আদৌ উল্লেখ নেই। আর কিছু এমনও পাওয়া যায় যা বুখারী মুসলিমের কোন কোন হাদীস অপেক্ষা শক্তিশালী ও সহীহ এবং তুলনামূলক উচ্চ তথা এক বা দুই রাবী'র মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম সাখাবী (রহ. মৃত ৯০২হিজরী) লিখেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম সমস্ত সহীহ হাদীস তাঁদের কিতাবে গচ্ছিত করেননি, বরং তাঁরা আপন আপন দাবি অনুযায়ী কেবল সহীহ হাদীস নির্বাচনের শর্ত পূর্ণ করতে সক্ষম হননি। (অনেক ক্ষেত্রে তারা সহীহ নয় এমন হাদীসও সংকলন করেছেন।) ইমামদ্বয়ের উভয়েরই এ মর্মে সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে।"[১০৬]

ইমাম হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেন-

قد انتخب ابو حنفية الآثار من اربعين الف حديث

" ইমাম আবু হানীফা (রহ.) চল্লিশ হাজার হাদীস হতে নির্বাচন করতঃ"আসার" নামক হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন।"[১০৭]

এ ছাড়া ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অসংখ্য-অগণিত হাদীস সমূহ হাদীসের কিতাব ও মাসানিদ সমূহে বিস্তৃত রয়েছে। তন্মধ্যে কেবল ইমাম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সমন্বয়ে নির্ভরযোগ্য ১৫টি মুসনাদে (কিতাবে) তাঁর মূল্যবান বর্ণনাগুলো গ্রন্থবদ্ধ রয়েছে। এ ১৫টি মুসনাদকে ইমাম মুহাম্মদ বিন মাহমুদ আল-খাওয়ারযিমী (রহ.) একত্রে সংকলন করেছেন।

বলাবাহুল্য এ সমস্ত কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। এ পরিসরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় হল যে, লা-মাযহাবীদেরই ইমাম , বরং এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম দাউদে যাহেরী লিখেন-

---

[১০৬] । ফাতহুল মুগীস, ১/৪৪-৪৫

[১০৭] । আল-খাইরাতুল হিসান। ২১১

و أدرک بالسن عشرین من الصحابة، وروی عن ثمانیة منهم،
انہ روی عن انس ثلاثۃ احادیث وعن ابن جزء حدیث وعن واثلۃ
حدیثین وعن جابر حدیثا، وعن ابن انیس حدیثا۔

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর জীবনে বিশজন সাহাবী (রা.)কে স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁদের আটজন থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আনাস (রা.) থেকে তিনটি। ইবনে জায(রা.) থেকে একটি, ওয়াসিলা (রা.) থেকে দুটি, জাবির (রা.) থেকে একটি এবং ইবনে উনাইস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১০৮]

এই ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মধ্যে বর্ণনাকারী শুধু একজন, আর তিনি হলেন রাসূলের সাহাবী। এ ধরনের হাদীসের মান নিশ্চয় সব হাদীসের তুলনায় শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা সহীহ। এতে কারো কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই, সুযোগ নেই।

ইমাম শা’রানী (রহ.) লিখেন-

وقد من الله تعالی علیَّ بمطالعۃ مسانید الامام ابی حنفیۃ الثلاثۃ
من نسخۃ صحیحۃ علیها خطوط الحفاظ، آخرهم الحافظ الدمیاطی،
فرایتہ لایروی حدیثا الا عن خیار التابعین العدول الثقات الذین هم من
خیر القرون بشهادة رسول الله صلی الله علیہ وسلم کالاسود وعلقمۃ
وعطاء وعکرمۃ ومجاهد ومکحول والحسن البصری واقرانهم۔
رضی الله عنهم اجمعین فکل الرواة الذین هم بینہ وبین رسول الله
عدول ثقات اعلام اخیار۔

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কিতাব (মাসানিদ) তিনটিরই বিশেষভাবে সত্যায়িত কপি অধ্যয়নের তৌফিক আল্লাহ আমাকে প্রদান করেছেন। সর্বশেষে যিনি সত্যায়ন করেন তিনি

১০৮। আত-তালিকুল মুখতার আলা কিতাবিল আশার,১১৭

হলেন হাফেজ দিমইয়াতী (রহ.)। এতে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং রাসূল (সা.)-এর ভাষায় শ্রেষ্ঠ যুগের ব্যক্তিগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- আসওয়াদ, আলক্বামা, আতা, ইকরামা, মুজাহিদ, মাকহুল ও হাসান বছরী প্রমুখ এমন বর্ণনাকারী যাদের প্রত্যেকেই মাত্র একজন নির্ভরযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ননা করেছেন।[১০৯]

অন্যত্র এক প্রশ্নোত্তরে তিনি লিখেন, ইমাম আবু হানীফা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত কোন বর্ণনাকারীই দুর্বল নেই। অতএব, পরবর্তীকালে ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর পর কোনো হাদীসে দুর্বল বর্ণনাকারী সংযুক্ত হলে ইমাম আবু হানীফার হাদীসে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।[১১০]

উপরোক্ত তথ্যগুলোর আলোকে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কখনো মাত্র একজন বর্ণানাকারীর মাধ্যমে রাসূল(সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এ বর্ণনাকারী হলেন আবু হানীফার উস্তাদ ও রাসূলের প্রিয় সাহাবী (রা.)। আর সাহাবীগণ হলেন সমালোচনার ঊর্দ্ধে। তাই এ সনদে সমালোচকদের কিছু বলার অবকাশ নেই। এ ধরনের সুউচ্চ (সংক্ষেপ) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা সিহাহ সিত্তার ইমামগণের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। অতএব এ ধরনের সূত্রে বর্ণিত হাদীস গুলো অবশ্যই সিহাহ সিত্তাহ তথা বুখারী মুসলিমের হাদীস অপেক্ষা শক্তিশালী বলে গণ্য হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে কলম থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এ সুস্পষ্ট সত্য বিষয়টি চাপা দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, আমাদের হানাফী

---

[১০৯]। আল মিযানুল কুবরা, ১/৮২-৮৩

[১১০]। আল মিযানুল কুবরা , ১/৮৪-৮৫

উলামায়ে কেরামগণও অনেক ক্ষেত্রে এ সুক্ষ্ম চক্রান্তটি বুঝে উঠতে পারেননি। তাইতো ইমাম আবু হানীফার (রহ.) কিতাব, কিতাবুল আসারের সঠিক মূল্যায়ন আজ আমাদের কাছে নেই। নেই ত্বাহাবীর কোনো গুরুত্ব।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কখনো মাত্র দু'জন বর্ণনাকারীর মাধ্যমেও হাদীস বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ আবু হানীফা (রহ.) বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী থেকে। আর তাবেয়ী বর্ণনা করেছেন সাহাবী থেকে সাহাবী বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা.) থেকে। আর এ সমস্ত তাবেয়ীগণ ছিলেন হাদীসের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাদের হাদীস সর্বাপেক্ষা সহীহ বলে সকলের নিকট স্বীকৃত। তন্মধ্যে অনেক হাদীসই রয়েছে যা সিহাহ সিত্তাহ এমন কি বুখারী-মুসলিমের কতিপয় হাদীস অপেক্ষা সহীহ। কেননা বুখারী-মুসলিমের কতিপয় হাদীসকে অনেকেই যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[১১১] লা-মাযহাবীদের ইমাম, কথিত অপ্রতিদ্বন্ধী গবেষক, নাসির উদ্দিন আলবানী, বুখারী মুসলিমের অনেকগুলো দুর্বল হাদীসের ফিরিস্তী রচনা করেছেন। [১১২] অতএব সিহাহ সিত্তার এ সমস্ত দুর্বল হাদীসগুলোর তুলনায় ইমাম আবু হানীফা সূত্রে কিতাবুল আসার বা মুসনাদে আবু হানীফায় এক বা দুই বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস গুলো নিঃসন্দেহে সহীহ ও মজবুত। আর এ সমস্ত হাদীসের উপর নির্ভর করেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর মাযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। তাই সম্মানিত মুফতী সাহেব লিখেছেন- "যে সব হাদীসকে ভিত্তি করে হানাফী মাযহাবের উৎপত্তি সে সব হাদীস সিহাহ সিত্তার অনেক হাদীস থেকেও মজবুত ও

---

[১১১] । দেখুন তাদরীবুর রাবী, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ৭৪ও ২৫১ ফাতহুল বারী , মুকাদ্দমা পৃষ্ঠা-৩৬৪

[১১২] । দেখুন আলবানী রচিত যয়ীফুল জামি' (৪/১১ নং-৪০৫৪) , (৪/২০৮নং ৪৪৮৯))১/১৯৭ নং-২০০5) (১/২১৩ সং-৭১৮)(২/১৪নং ১৪২৫) এবং (২/১৯২নং-১৯৮২) ইত্যাদি হাদীস।

সহীহ।” আর তা বাস্তবিক ক্ষেত্রে ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উদাহরণ স্বরূপ, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন, স্বীয় উস্তাদ আতা থেকে, আর আতা বর্ণনা করেন সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে।[১১৩] এ সনদে আবু হানীফা ও সাহাবীর মধ্যে মাত্র একজন বর্ণনাকারী, তিনি হলেন আতা, যার হাদীস বুখারী মুসলিমেও সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত।[১১৪] অতপর আতা ও রাসূল (সা.) এর মধ্যবর্তী মাত্র সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.) আর ইবনে আব্বাস তো ইবনে আব্বাসই।

এভাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেন, ‘নাফে’ হতে। আর তিনি ইবনে উমর থেকে ইবনে উমর বর্ণনা করেন রাসূল (সা.) থেকে।[১১৫] ইমাম বুখারী (রহ.) নাফে’ কর্তৃক ইবনে উমার থেকে বর্ণিত সনদকে (اصح الاسانيد) বা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ সনদ বলে অভিহিত করেছেন।[১১৬]

বলাবাহুল্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অনুরূপভাবে কেবল তাবেয়ী ও সাহাবী-এ দুয়ের মাধ্যমে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেমনিভাবে তিনি কেবল মাত্র সাহাবীর মাধ্যমে কিছু কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁর সনদ যেমন সুউচ্চ (সংক্ষেপ) তেমনি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধও বটে।

আশা করি উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার নিরীখে মুফতী সাহেবের দাবির বাস্তবতা এবং বিভ্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অবান্তর

---

[১১৩] । দেখুন-জামিউল মাসানিদ, ১/৪২৯

[১১৪] । দেখুন-আল-কামাল ,২৬/৫০৩

[১১৫] । দেখুন, জামিউল মাসানিদ , ১/৩৬৪

[১১৬] । মা’রিফাতু উলুমিল হাদীস পৃ. ৫৩ তাদরীব ১/৮৩ আল কিফায়াহ, ৩৯৮ তাওযিহুল আফকার , ১/৩৫

চ্যালেঞ্জের ভিত্তিহীন স্বরূপ সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের নিকট অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়েছে।

বস্তুত এ ধরনের চ্যালেঞ্জ-বিবৃতি তাদের মজ্জাগত অভ্যাস এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে লা-মাযহাবী বানানো বা বিভ্রান্ত করার দুরভিসন্ধি ও কৌশলগত একটি ফাঁদ মাত্র। সময়-সুযোগে তারা এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ বিবৃতি বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে বিলি করতঃ মুসলমানদেরকে বিব্রত ও দ্বিধা-বিভক্ত করার চক্রান্তে মেতে উঠে। অবস্থা বেগতিক দেখলে কখনো কখনো পত্র পত্রিকায় দায়ভারমুক্ত ঘোষণাও প্রকাশ করে। [১১৭] আর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা অথবা সমাধানে তারা কখনো আসেনা। এইতো বিগত ২৪শে মার্চ ২০০৪ইং ১০ঘটিকায় জামালপুর শহরে বিতর্কে বসার তারিখ তারা নিজেরাই প্রদান করেছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তারাই উধাও হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। তাই দেখা যায় যে, কাগজ পত্রে এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ বিবৃতি শুধু বিভ্রান্তিরই যোগান মাত্র।

তাই এ ধরনের লুকোচুরি পন্থা পরিহার করে পুরস্কার ঘোষিত টাকার ব্যাংক গ্র্যান্টি সহ আলোচনায় বসার তারিখ ও স্থান ঘোষণা করতঃ জনতার মঞ্চে আসার আহবান জানাচ্ছি। তাহলেই একটা চূড়ান্ত সমাধানের আশা করা যেতে পারে এবং জনসাধারণও আসল বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত পাঠক সমাজ! লা-মাযহাবীরা আজ এ দেশের যে সমস্ত উলামায়ে কিরামের সমালোচনা করছে, তারাই তো এ দেশের মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং মানবিক জীবন ধারার সামগ্রিক দিক তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসার

---

[১১৭] । দেখুন- দৈনিক ইনকিলাব, ৭মে ২০০৪ইং শুক্রবার, পৃষ্ঠা-১৫ শেষ কলাম, সর্বশেষ শিরোনাম-বাংলাদেশ জমঈয়াতে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী জেনারেল-এর বিবৃতি।

ও বাতিল কুসংস্কার প্রতিরোধে শত বাধা বিপত্তির সাগর পাড়ি দিয়ে সফল অবদান রেখে আসছেন। তারাই প্রাচীন কুসংস্কারের স্থলে একটি আধুনিক, সার্বজনীন ও সংস্কারমূলক শিক্ষা ধারার প্রবর্তন করেছেন। উপহার দিয়েছেন এ দেশের মানুষকে হাজার হাজার মাদরাসা, মসজিদ আর লাখ লাখ প্রথিতযশা সত্যের পতাকাবাহী উলামায়ে কিরাম। নাস্তিক মুরতাদ আর বাতিলের নগ্ন থাবা থেকে ইসলামী আদর্শকে রক্ষা করার জন্য জীবনবাজী রেখে তারাই বীরদর্পে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ জাতির এ সমস্ত কর্ণধারগণকেই কলুষিত করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে লা-মাযহাবী বা তথাকথিত আহলে হাদীস দলটি। অথচ এদেশের মুসলিম সংস্কৃতি ও বাতিলের মোকাবিলায় তাদের সামান্যতম অবদানও নেই। নেই এ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যে তাদের নাম গন্ধ মাত্র। পক্ষান্তরে যুগ যুগ ধরে চলে আসা, কুরআন সুন্নাহর সুদৃঢ় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মাযহাবপন্থী উলামায়ে কিরামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্য আর তাঁদের অসাধারণ অবদান এদেশের মানুষ আজীবন স্মরণ রাখবে। লিখে রাখবে স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন। তাঁদের নিষ্ঠাদৃপ্ত স্মৃতি এদেশের তৌহিদী জনতার অন্তরে চিরভাস্বর হবে, হবে চিরঅম্লান ও অনির্বাণ-অপ্রতিরোধ্য। ইনশাআল্লাহ।

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো লেখকের কয়েকটি মূল্যবান বই 🕮🕮🕮

☞... মাযহাব মানি কেন

এতে রয়েছে-

✓মাযহাবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব,
✓এতো দল, এতো মায্হাবের রহস্য কী ?
✓মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন ?
✓আমরা কেন হানাফী ?
✓বিশ্বের যারা মাযহাব মানে, আর যারা মানে না,
✓লা-মাযহাবীদের মাযহাব কি ?
✓পবিত্র মক্কা-মদীনার ইমামগণের মাযহাব ...

ইত্যাদি জানা-অজানা অনেক বিষয়ের তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল সমাধানের এক অনন্য সম্ভার।

☞...ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন

যা আছে এই সিরিজে -

✓সহীহ্ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের ঈদের নামাযের পদ্ধতি।
✓মতানৈক্যের উৎস ও শেষ কোথায় ?
✓বিভ্রান্তিকর বই-পুস্তকে হাদীসের নামে জালিয়াতী ও গুজব কাণ্ডের আইওয়াশ ।

☞ ...তারাবীর নামায ২০ রাকআত কেন

যা আছে এই সিরিজে -

✓সহীহ্ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারাবীর নামাযের পদ্ধতি।

✓সহীহ্ হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের তারাবীর নামাযের পদ্ধতি।

✓মুজতাহিদ ইমামগণ ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তারাবীর ইতিহাস।

✓পবিত্র মক্কা-মদীনায় তারাবীর নামাযের হাজার বছরের ইতিহাস।

✓আরব বিশ্বের মান্যবর ইমামগণের মতামত ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি তাঁদের উদাত্ত আহবান।

✓আমার দেখা মক্কা-মদীনা।

✓আট রাকাআত তারাবীর অপ্রাসঙ্গিক, মনগড়া, অতিদুর্বল ও মিথ্যুক বর্ণনাকারীর হাদীস ছড়ানো ও জালিয়াতী কর্মকাণ্ডের মূল রহস্য।

অবিলম্বে প্রকাশিতব্য

☞... কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে

রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-**এর নামায**

কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাযের পদ্ধতির উপর সাম্প্রতিককালে বাজারজাতকৃত বিভ্রান্তিকর ও বিতর্কিত সমস্ত বই-পুস্তকের দাঁতভাঙ্গা জবাব হিসেবে, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে অপূর্ব তত্ত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল এক অনন্য গবেষণামূলক রচনা।